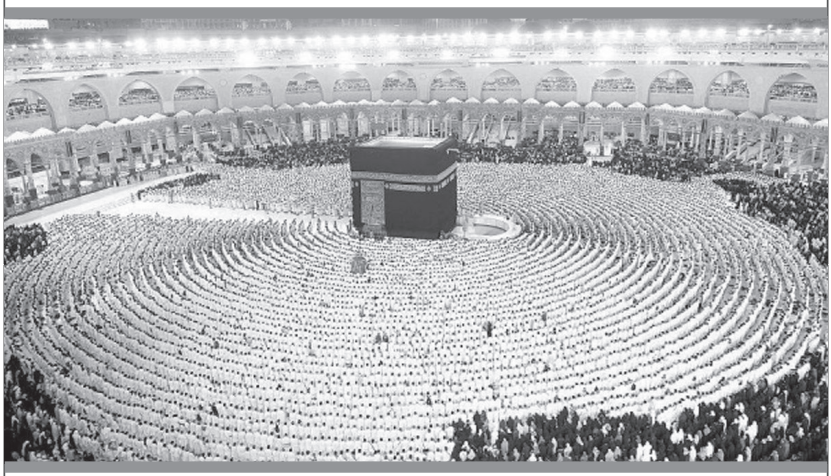
প্রচলিত সকল মসলক, মিনহাজ ও দলাদলির উর্ধ্বে থেকে
রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের তরিকা মত সঠিকভাবে

সালাত

আদায়ের পদ্ধতি এবং জুমুয়া'হ, ঈদ, জানাযাহ ও
তারাবীহ বিষয়ক আলোচনা



রচনায়ঃ

মুফতি শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক ও গবেষক।

প্রকাশক

ডিপলমা ইন শারীয়া'হ কোর্সের শিক্ষার্থীগণ

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট

(একটি অনলাইন বেইস ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

প্রকাশ কালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

স্বত্ত্ব

বইটির সর্বস্বত্ত্ব মহান আল্লাহর নামে নিবেদিত। তাই দ্বীন ও উম্মতের স্বার্থে যে কেউ বইটি প্রকাশ ও বিক্রি করতে পারবেন।

প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান

বই বিন্যাস : নিরুপম

০১৭৫৫-৮৬৩৪৮৮, ০১৮৩২১১৪৯৯৪

আপনার কপি সংগ্রহের জন্য আমাদের কোন প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন

ঢাকা প্রতিনিধি

শাহপরানঃ ০১৭৮২৩৮৪৭৮৪

ইশরাকঃ ০১৭১৯১০১৮৩২

সিলেট প্রতিনিধি

ইমরান হোসাইনঃ ০১৭১৯১৯১৯৭৫

শাহরিয়ারঃ ০১৭২১৯৮৪৯১৩

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

ইয়াহইয়া বিন হাবীবঃ ০১৭১৯৮৯৩৯৪৩

খুলনা ও যশোর প্রতিনিধি

সাইফুল আলম সাগর ০১৯৭২৮৩৩৩৮৩

উৎসর্গ

এ বইসহ আমার জীবনের সকল কাজ (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী ভাইবোনদের হিদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য) মহান আল্লাহর নামে উৎসর্গ কৃত।

বিশেষ ঘোষনা

আমাদের এ অধ্যায়টি/পুস্তিকাটি "ডিপ্লমা ইন শারীয়া'হ" সিলেবাসের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। তাই এখানে নির্ধারিত কোনো মসলক, মিনহাজ বা মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি। বরং সকল মসলক, মিনহাজ ও দলাদলির উর্ধ্বে থেকে সালাত নিয়ে দ্বীন ও শারীয়া'হ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় ফিক্বহ বিশ্লেষণকালে কোনো একক মাযহাবকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কোনো মসলক বা মিনহাজের বিরোধিতা বা কাউকে হেও প্রতিপন্ন করা হয়নি। বরং সহজ-সরলভাবে সকল প্রকার দলাদলির উর্ধ্বে থেকে কুরআন সুন্নাহর কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

যেহেতু এ অধ্যায়টি/পুস্তিকাটি বিশেষজ্ঞ কোর্সের গবেষনার জন্য নয় তাই এখানে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের বাইরে অন্যান্য মাযহাব নিয়ে আলোচনা করা হয়নি, করা হয়নি মাযহাবের দলীল পর্যালোচনাও।

আর এ অধ্যায়টি/পুস্তিকাটি যেহেতু একদম সাধারণ জনতার জন্যও নয় তাই একেবারে বেইসিক না রেখে একটু স্ববিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং আশা করি এ অধ্যায়টি/পুস্তিকাটি পাঠকালে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

মুফতি শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক ও গবেষক।

প্রকাশকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ যে, ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট থেকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে সালাতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণাধর্মী এবং দলনিরপেক্ষ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সালাত হল ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি, যা মুসলিমদের জীবনের অপরিহার্য অংশ।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দল ও মতবাদ নিজেদের মত অনুসারে সালাতের ব্যাখ্যা প্রদান করছে, যা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। অথচ প্রকৃত সত্য হলো- রাসূলুল্লাহ সাঃ ও সাহাবাদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে সালাত আদায় করা। এ বইটি সেই লক্ষ্যেই রচিত হয়েছে, যাতে মুসলিমরা বিশুদ্ধ দলিল ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে সালাত আদায়ের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

আমরা লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন ।

একই সাথে, পাঠকদের প্রতিও কৃতজ্ঞ, যারা জ্ঞানার্জনের এ মহৎ প্রয়াসে আমাদের সহযোগী হয়েছেন।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ 'ডিপ্লোমা ইন শরিয়াহ' কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রতি, যারা তাদের ধারাবাহিক মূল্যবান মতামত ও অসাধারণ অবদানের মাধ্যমে এ কাজটি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ তাঁদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এ বইয়ের মধ্যে কোনো তথ্যসূত্র, বানান, শব্দগত বা অন্য কোনো ভুল আপনাদের চোখে ধরা পড়লে, আমাদের লিখিত আকারে জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

আমরা আশা করি, বইটি পাঠকদের জন্য উপকারী হবে এবং সঠিকভাবে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রকাশক : রবিউল ইসলাম সুমন
চেয়ারম্যান : Islamic Provision
Portsmouth, United Kingdom
www.islamicrovision.org.uk
ইমেইল: islamicprovision@gmail com
টেলিফোন: +44(0)2393138551

লেখক পরিচিতি

নামঃ মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ, **পিতাঃ** মুছদ্দর উল্লাহ, **দাদাঃ** ফজিলত উল্লাহ। **গ্রামঃ** টুক-দিরাই, **উপজেলাঃ** দিরাই, **জেলাঃ** সুনামগঞ্জ। বাংলাদেশ।

জন্মঃ ১৯৬৯ ঈসায়ী সনে তখনকার সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার দিরাই থানাধীন চন্ডিপুর গ্রামে ৫ই জুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাঃ তিনি চান্দিপুর ইসলামিয়া মাদরাসাহ থেকে প্রাথমিক এবং তারাপাশা মাদরাসাহ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে সিলেট শহরস্ত জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম থেকে উচ্ছ শিক্ষা অর্জন করে ফজিলত (স্নাতক) শ্রেণীতে জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজার চলে যান। তারপর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানায় জামিয়া ইসলামিয়া গওহর ডাঙ্গা থেকে হাদীছে তাকমীল (মাস্টার্স সমমান) সমাপ্ত করেন এবং কওমী মাদরাসাহ বোর্ডের (বেফাকুল মাদারিস আল-ক্বাওমিয়্যাহ) চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে মমতাজ (স্টার) মার্ক নিয়ে উত্তীর্ন হন। পরে উক্ত মাদরাসাহ থেকেই "তাখাসসুস ফিল ফ্বিক্বহ" (ইসলামী আইনে বিশেষ কোর্স) সমাপ্ত করে মুফতী (ইসলামী আইন বিশারদ) ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্ম জীবনঃ তিনি প্রথমে একটি বিদেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অফিসে চাকরী শুরু করেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মন তাকে শিক্ষকতায় টেনে আনে। তাই জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজার সিলেট নামীয় স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সাথে সহকারী হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমান অবস্থাঃ ২০০৩ ঈসায়ী সনে "মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন" ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। বর্তমানে এখানকার একটি মসজিদের ইমাম ও খতিব এবং দুইটি ইন্টারন্যাশনাল চ্যারাটি অর্গানাইজেশনে উপদেষ্টাসহ দ্বীনি, সামাজিক ও কমিউনিটির আরো অনেক দায়িত্ব পালন করছেন।
উল্লেখ্য দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে তিনি একটি দাওয়াতী ওয়েবসাইট এবং সরাসরি অনেকগুলো পাবলিক ক্লাস পরিচালনা করে যাচ্ছেন। ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে "ডিপ্লমা ইন শারীয়া'হ" এবং "দাওরাতু-শ-শাহাদাহ ফি-ল-ফিক্বহি ওয়া-ল-ইফতা" নামে দুটি নিয়মিত কোর্সসহ, তাফসীর, হাদীছ ও ইসলামি স্টাডিস এর উপর বেশ কয়েকটি ক্লাস পরিচালনা করছেন।

রচনা ও সংকলনঃ ইসলামী জ্ঞানকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি বেশ কিছু সিলেবাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস, ডিপ্লমা ইন শারিয়া'হ সিলেবাস, আদাব ও আখলাক সিলেবাস, ছোট মনিদের গল্প সিলেবাস বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া তিনি তাফসীর ও হাদীছ নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাফসীরের অতি গুরুত্বপূর্ন একটি সংক্ষীপ্ত ভার্শন সমাপ্ত করেছেন যা গ্রন্থাকারে এবং অনলাইনে তাফসীর আল-কুরআনের বাণী নামে প্রকাশিত হয়েছে।

তার লেখালেখি জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ "তাফসীর আল-কুরআনের বাণী"। এছাড়াও তার লেখা বইসমূহের মাঝে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে...

* ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা
* প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা
* যেভাবে ঈমান আনতে হয়
* ঈমানের উপর অবিচল থাকা
* অধিকার
* দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা
* মুঅমিন ও মুনাফিক
* জীবন ও সমাজ
* সাধারণ জ্ঞান
* আদব ও আখলাক
* ঈমান-১
* গল্পের বই-১
* গল্পের বই-২
* আমার বই
* আমার বাংলা-১
* আমার বাংলা-২
* আমার বাংলা-৩
* আমার বাংলা -৪
* আরবী ব্যাকরনের ১০০ আমিল বিশ্লেষণ, ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ন একটি কাজ; সালাত, ইসলামের ৫টি মূলনীতির ২য়টি হল সালাত কায়েম করা। সালাত আদায়ের একমাত্র অনুমোদিত পন্থা হচ্ছে যাবতীয় বিধিবিধান মেনে রাসূল সাঃ এর অনুকরনে সালাত কায়েম করা। কিন্তু আজকাল সালাত নিয়েও আমাদের দলাদলির অন্ত নেই। একেক দল একেক পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা নিয়ম মেনে নামায পড়ছেন আর নিজেদের নামাযকেই বিশুদ্ধতম সালাত হিসেবে উপ্সথাপন করছেন। তাই প্রচলিত সকল মসলক, মিনহাজ ও দলাদলির উর্ধ্বে থেকে রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের তরিকা মত সঠিকভাবে সালাত আদায়ের পদ্ধতি এবং জুমুয়া'হ, ঈদ, জানাযাহ ও তারাবীহসহ সালাতের যাবতীয় বিষয়াদিতে ইসলাম ও শারীয়া'হর আলোকে দলনিরপেক্ষ আলোচনা ঈমানের দাবি আর এ দাবি পুরনেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াশ। আশা করি সঠিক পথের যাত্রীরা বইটি পাঠ করে উপকৃত হবেন এবং রাসূল সা.র অনুকরনে সঠিকভাবে সালাত কায়েমের ব্যাপারে অবগত হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন, ইন শা-আল্লাহ।

সালামান্তে -

মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ, যুক্তরাজ্য।

২৯-০১-২০২৫ ঈসায়ী

প্রারম্ভিক কথা

ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের দ্বিতীয়টি হচ্ছে সালাত কায়েম করা। সালাত কায়েম করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ (অত্যাবশ্যকীয়ভালে পালনীয় দায়িত্ব।) হাদীছে বলা হয়েছেঃ "ইসলাম আর কুফরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত"। "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফর করল"। সালাত কায়েম করতে হয় সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক নিয়মে। তাই সালাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয়। বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়/পুস্তিকাকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি এবং এভাবে সাজিয়েছি..

» অনুচ্ছেদঃ ১. সালাত পরিচিতি ১১
» অনুচ্ছেদঃ ২. সালাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও উপকারীতা ১৩
» অনুচ্ছেদঃ ৩. ইক্বামাতু-স-স্বালাহ (সালাত কায়েম করা) ১৬
বিধানঃ ১. যাদের উপর সালাত ফরজ হয় ১৬
বিধানঃ ২. সালাত কায়েম ও তদারকির পদ্ধতি ১৭
বিধানঃ ৩. নীতিগতভাবে সালাত ত্যাগ করা কুফর ১৯
বিধানঃ ৪. সালাত কায়েম করতে হয় দৈনিক ৫ বার ২৩
» অনুচ্ছেদঃ ৪. সালাতের সময় সূচী ২৬
বিধানঃ ১. সময়মত সালাত কায়েম করা ফরজ ২৬
বিধানঃ ২. প্রতিটি সালাতের সময় বা ওয়াক্ত নির্ধারিত ২৬
বিধানঃ ৩. ফজরের ওয়াক্ত ৩১
বিধানঃ ৪. জোহর ও আসরের ওয়াক্ত ৩৩
বিধানঃ ৫. মাগরিবের ওয়াক্ত ৩৬
বিধানঃ ৬. ইশার ওয়াক্ত ৩৬
» অনুচ্ছেদঃ ৫. সালাত ছুটে গেলে বা
সালাতের কথা ভুলে গেলে করনীয় ৩৮
» অনুচ্ছেদঃ ৬. সালাত আদায়ের পূর্ব শর্ত বা
সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ৪৪
» অনুচ্ছেদঃ ৭. সালাতের আরকানসমূহ ৫০
» অনুচ্ছেদঃ ৮. সালাতে অনুকরণীয় নমুনা ৫৩
» অনুচ্ছেদঃ ৯. সালাত আদায়ের নিয়ম বা পদ্ধতি (স্বিফাতু-স-স্বালাত) ৫৬

বিধানঃ ১. "তাকবীর তাহরিমাহ"র বিধান ৫৭
বিধানঃ ২. হাত উত্তোলনের বিধান ৫৮
বিধানঃ ৩. কিয়ামের বিধান/চেয়ারে বসে সালাত আদায় ৬১
বিধানঃ ৪. সালাতে হাত বাধার বিধান ৬৪
বিধানঃ ৫. সালাতে ছানা পাঠের বিধান ৬৫
বিধানঃ ৬. সালাতে ফাতিহা'হ পাঠের বিধান ৬৮
বিধানঃ ৭. সালাতে আমীন বলার বিধান ৬৯
বিধানঃ ৮. সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের বিধান ৭০
বিধানঃ ৯. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় নজর স্থির রাখার বিধান ৭২
বিধানঃ ১০. সালাতে রুকুর বিধান ৭৩
বিধানঃ ১১. সালাতে সিজদাহর বিধান ৮০
বিধানঃ ১২. সালাতে "জালছাহ"র বিধান ৯০
বিধানঃ ১৩. সালাতে ত্বামানিয়্যাহ বা
ধীর-স্থিরতা বজায় রাখার বিধান ৯২
বিধানঃ ১৪. জালসাহ ইস্তিরাহাহ ৯৩
বিধানঃ ১৫. সালাতে তাশাহহুদের জন্য বসার বিধান ৯৪
বিধানঃ ১৬. সালাতে তাশাহহুদ পাঠ ৯৬
বিধানঃ ১৭. সালাতে শেষ বৈঠক ৯৮
বিধানঃ ১৮. সালাতে দুরূদ পাঠ ৯৯
বিধানঃ ১৯. সালাতের ভিতর দোয়া করা ৯১
বিধানঃ ২০. সালাতে সংশোধনী সাজিদাহ ১০৩
বিধানঃ ২১. তিলাওয়াতের সাজিদাহ ১০৪
বিধানঃ ২২. সালামের মাধ্যমে সালাত সমাপ্ত করা ১০৫
» অনুচ্ছেদঃ ১০. সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষা
ব্যবহারের বিধান ১০৯
» অনুচ্ছেদঃ ১১. সালাত ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১১২
» অনুচ্ছেদঃ ১২. সালাতের ভিতর দোয়া করা ১১৬
» অনুচ্ছেদঃ ১৩. ফরজ সালাতে সালামের পর করনীয় ১২১
» অনুচ্ছেদঃ ১৪. সালাতের জামায়া'ত ১২৫
» অনুচ্ছেদঃ ১৫. আযান ও ইক্বামাহ ১৩০

» অনুচ্ছেদঃ ১৬. জামায়া'তে দাড়ানোর পদ্ধতি ও ইমামত ১৩৮
» অনুচ্ছেদঃ ১৭. ভীতিকর অবস্থায় সালাত (স্বালাতু-ল-খাউফ) ১৪৬
» অনুচ্ছেদঃ ১৮. সালাতের স্থান ও মসজিদ ১৪৮
» অনুচ্ছেদঃ ১৯. দুই সালাত একত্রে আদায় করা ১৬১
» অনুচ্ছেদঃ ২০. বিতর সালাত ১৬৬
» অনুচ্ছেদঃ ২১. তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক) সালাত ১৭২
» অনুচ্ছেদঃ ২২. সালাতের মাকরূহ সময় ১৭৫
» অনুচ্ছেদঃ ২৩. মুসাফিরের সালাত বা ক্বস্বর সালাত ১৭৬
» অনুচ্ছেদঃ ২৪. জুমুয়া'হ সালাত ১৭৯
» অনুচ্ছেদঃ ২৫. ঈদ সালাত ১৮৫
» অনুচ্ছেদঃ ২৬. জুমুয়া'হ ও ঈদ একদিলে হলে করণীয় ১৯৪
» অনুচ্ছেদঃ ২৭. জানাযা ১৯৭
» অনুচ্ছেদঃ ২৮. তারাবীহ ২২০

অনুচ্ছেদঃ ১. সালাত পরিচিতি

সালাত (ﺻﻼة) আরবি শব্দ। সাধারণত আরবরা শব্দের শেষ অক্ষরকে সাকিন করে পড়ে এবং শব্দের শেষ অক্ষর "গোল তা" (ة) হলে এটাকে "হা" (ه) পড়া হয়। সে মতে সালাত শব্দকে বলা হয় "সালাহ"।

আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সালাত। স্বালাহ শব্দের বহুবচন হল স্বালাওয়াত। আরবী অবিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হলঃ প্রার্থনা করা, ইবাদাত করা ও দ্বীন মেনে চলা তথা নীতি-আদর্শের উপর অবিচল থাকা। সে মতে সালাত কায়েম করার অর্থ দাঁড়ায়..

» মহান আল্লাহর কাছে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা অব্যাহত রাখা,
» জীবনভর এক আল্লাহর এবাদত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা
» আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা তথা এমন ব্যবস্থার প্রচলন করা যাতে করে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি আল্লাহর দেয়া আইন, বিধান, নীতি ও আদর্শের উপর অবিচল থাকে।

আবার কর্তা হিসেবে সালাত শব্দটি রহমত মাগফিরাত ও দুরুদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন..

» "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেন" এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার উপর রহমত করেন।
» "ফিরিস্তা আমাদের জন্য সালাত করেন" এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য ইস্তিগফার করেন
» "আমরা আল্লাহর জন্য সালাত করি" এর অর্থ হল আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহর ইবাদাত করি এবং আল্লাহর দ্বীন মেনে চলি
» আমরা রাসূলের উপর সালাত করি এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করি।

তবে আমরা সালাত বলে সাধারণত এক বিশেষ ইবাদাতকে বুঝে থাকি যা রাসূল সাঃ এর বাতানো তরিকা মেনে বিশেষ পদ্ধিতিতে দৈনিক ৫বার আদায় করতে হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সালাত কায়েমের আদেশ দিয়েছেন। আর সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবেঃ ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে।

» ব্যক্তিগত ভাবে নিয়মিত এবং সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা।

» আর মাসজিদ বানিয়ে জামায়াতে সালাতের ব্যবস্থা করা এবং সবাই নিয়মিত সালাত আদায় করছে কি না এর তদারকি করা, কেউ সালাত ছেড়ে দিলে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াকে বলা হয় সমাজে সালাত কায়েম করা। সমাজে সালাত কায়েম করার মূল দায়িত্ব ইসলামী সরকারের।

বিঃ দ্রঃ = আমাদের উপমহাদেশে সালাতকে নামায বলা হয়। নামায ফার্সি শব্দ। নামায অর্থ প্রার্থনা করা। ইংরেজীতে সালাতকে বলা হয় প্রেয়ার। প্রেয়ার অর্থও প্রার্থনা করা।

অনুচ্ছেদঃ ২. সালাতের গুরুত্ব, ফজিলত ও উপকারীতা

সালাতের গুরুত্বঃ আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যা করা হয় এসবের মাঝে অন্যতম প্রধান কাজটি হল সালাত। প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক বা ফরজ করা হয়েছে। ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের অন্যতম একটি হচ্ছে সালাত। ঈমান বা বিশ্বাসের পর সালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। সালাত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿البقرة﴾

তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। আর (শোন!) অবশ্যই এটা বড় কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য (কঠিন) নয় যাদের খুশু' আছে। (২ বাক্বারাহঃ ৪৫) (উল্লেখ্য অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রচিত্তে কাজ করাকে খুশু' বলা হয়)

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن معاذِ بنِ جبلٍ رضِيَ اللهُ عنه قال رسولُ الله ﷺ رأسُ الأمرِ الإسلامُ وعَمودُه الصَّلاةُ وذِروةُ سَنامِهِ الجهادُ في سبيلِ اللهِ

মুয়া'য বিন জাবাল রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ সবকিছুর মূল বিষয় হল ইসলাম আর ইসলামের মূলখুটি হচ্ছে সালাত এবং ইসলামের সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতীক হচ্ছে জিহাদ। (তিরমিযীঃ ২৬১৬, হাদীছটি সাহীহ)

সালাতে অলসতা মুনাফিকী ও মুনাফিকের স্বভাব। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿النساء﴾

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারনা করে, তিনি অবশ্যই এ প্রারনার বদলা দেবেন, তারা যখন সালাতে দাড়ায় তখন অলসভাবে দাড়ায়, তারা লোকদেখানো (নামায পড়ে) আল্লাহর স্মরণ (ইবাদাত) কমই করে। (নিসাঃ ১৪২)

সালাতের নৈতিক আদর্শিক ফজিলতঃ সালাত আপনাকে সকল প্রকার পাপাচার ও মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ থেকে বিরত রাখে আর এটা হল সবচেয়ে বড় যিকর (ইবাদাত), আল্লাহ জানেন তোমরা কি কর। (২৯. আনকাবূতঃ ৪৫)

সালাতের ফজিলতঃ সালাতের ফজিলত অনেক বেশী। সালাত পাপমোচনের অন্যতম উপায়, চারিত্রিক উন্নয়ন ও জান্নাত লাভের প্রধান সিড়ি এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রধান মাধ্যম। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

(হে আমার বান্দা) তুমি সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তে (সকালে ফজর বিকালে জোহর আসর) আর রাতের কিছু অংশে (মাগরিব ও ইশা।) নিশ্চয় পুণ্য পাপকে মুছে দেয়। ওটা (আল-কুরআন) এক মহা-স্মরণিকা যাকিরীনদের (আল্লাহকে স্মরণকারী, আল্লাহর ইবাদাতকারীদের) জন্য যা ভালো-মন্দ স্মরণ করিয়ে দেয়। (১১ হূদঃ ১১৪)

عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول ما مِن امرئٍ مسلمٍ تَحضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحسِنُ وُضوءَها وخُشوعَها ورُكوعَها إلَّا كانتْ كفَّارةً لِمَا قَبلَها من الذنوبِ ما لم تُؤتَ كبيرةٌ وذلك الدَّهرَ كلَّه

উছমান বিন আফফান রাঃ বলেনঃ আমি শুনেছি, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে মুসলিম ব্যক্তি সময়মত ফরজ সালাত আদায় করল, এর অযু, খুশু' ও রুকু সুন্দরভাবে আদায় করল এ সালাত তার অতীতের পাপসমূহের জন্য কাফফারাহ হয়ে যাবে যদি সে কোনো প্রকার কবীরায় জড়িয়ে না পড়ে আর অনন্তকাল ধরে এমন হতেই থাকবে। (মুসলিমঃ ২২৮)

অন্য আয়াতে অলা হয়েছে "আল্লাহর স্মরণে মুঅমিনদের চিত্ত প্রশান্ত হয়"। আসলে আল্লাহকে স্মরণ করলে শুধু যে মনে শান্তি আসে তা নয়, বরং এর প্রভাবে পরিবারে এবং সমাজেও শান্তি বিরাজ করে। আর আল্লাহকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পথ হচ্ছে সালাত। অর্থাৎ সালাত কায়েম থাকলে আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এমনকি সামাজিক জীবনেও শান্তি বিরাজমান থাকে। কেননা সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

সালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ সালাত কায়েমের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদাত ও আল্লাহর স্মরন। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(আর শোন!) আমি-ই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং সালাত কায়েম কর আমার-ই স্মরণে। (২০ ত্বাহাঃ ১৪)

সালাতের স্বাস্থ্যগত উপকারিতাঃ মানব দেহ আসলে অনেকগুলো মেশিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি চলমান কারখানার মত। দেহের সুস্থতার জন্য নিয়মিত অঙ্গ চালনা, নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা ও ওঠা-বসা করা দরকার, যাকে আমরা

ব্যায়াম বলে চিনি। ৫ ওয়াক্ত সালাতের মসজিদে যাওয়া-আসা, সালাতে ওঠা-বসা, রুকু, সাজিদাহ, এ সবই মানব দেহের জন্য অতি উপকারী।

আমেরিকার বিংহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা এটা প্রমাণ করেছে যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও অনেক উপকৃত হতে পারে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে। গবেষকরা বলছেন, সালাতের সময় শারীরিক যে ক্রিয়া হয়ে থাকে; নিয়মিতভাবে ও নির্ধারিত সময়ে এটা অব্যাহত রাখলে পিঠের ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে অন্যসকল চিকিৎসা থেকে বেশি ভূমিকা পালন করবে এ সালাত।

নিয়মিত সালাত শরীরের ঝিম ঝিম প্রভাব, রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন কমাতে পারে, পেশী শিথিল করতে সাহায্য করে। আমেরিকার বিংহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন, যদি কেউ ঠিকমত রুকু করতে পারে তাহলে তার পিঠে ব্যাথা থাকবে না। এই গবেষণায় মূলত সালাতের শারীরিক বিষয়গুলোকেই তুলে ধরা হয়েছে। যেমন..

১. **রুকুঃ** পিঠ, উরু ও ঘাড়ের পেশীগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে, শরীরের উপরের অংশে রক্ত প্রবাহিত করে

২. **সিজদাঃ** সিজদা দিলে হাড়ের জোড়ার নমনীয়তা বাড়ে। মাথা নামানোর সময় মস্তিকে রক্ত সঞ্চালন হলে রক্তচাপও কমে এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

৩. **৩. সিজদার পুনরাবৃত্তিঃ** একবার সিজদাহ করার একটু পর পুনরায় সিজদাহ করলে এ সিজদা শরীরে ভারসাম্য এনে দেয়।

আসলে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, সালাতের প্রতিটি পদক্ষেপ মানুষের শারিরিক, স্নায়ুবিক ও মানুষিক ভাবে মানব দেহের জন্য অনেক উপকারী ও কল্যাণকর হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদঃ ৩. ইক্বামাতু-স-স্বালাহ্ (সালাত কায়েম করা)



প্রারম্ভিক কথাঃ আরবী শব্দ ইক্বামাহ অর্থ দাড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। আরবী ইক্বামাহকে আমাদের সমাজে উর্দুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় একামত বা "কায়েম করা"। সালাত কায়েম করা মানে সালাত প্রতিষ্ঠিত করা।

» প্রতিটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে সালাত কায়েম করবে।
» পরিবারের কর্তা তার পরিবারে সালাত কায়েম করবে
» অফিসের বস তার অফিসে সালাত কায়েম করবে
» সমাজের নেতা তার সমাজে সালাত কায়েম করবে
» জাতীয় নেতা তার দেশে সালাত কায়েম করবে
» এভাবে প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধিনস্তদের মধ্যে সালাত কায়েম করবে।

নীচে এ সম্পর্কিত কিছু বিধান পেশ করা হল..

বিধানঃ ১. যাদের উপর সালাত ফরজ হয়ঃ সালাত কায়েম করা প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি মুসলিম নর ও নারী, জিন্ন ও ইনসানের উপর ফরজ। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

আর তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে আর রুকু করবে রুকুকারীদের সঙ্গে। (২. সূরা বাক্বারাহঃ ৪৩)

দলীল বিশ্লেষণঃ দলীলটি যেহেতু আল-কুরআনের সুস্পষ্ট মুহকাম আয়াত। তাই দলীলটি অকাট্য। এমন বিষয় মেনে নেওয়া ফরজ, পক্ষান্তরে এমন কোনো বিষয়কে অমান্য করা বা এর বিপরীতে যাওয়া কুফর। তাই সালাত কায়েম করা ফরজ এবং এর বিপরীতে অন্য মত পোষণের কোনো সুযোগ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

» অমুসলিমের উপর সালাত ফরজ হয় না
» নাবালিগ ছেলেমেয়ের উপর সালাত ফরজ হয় না। (সাধারণত ছেলেরা স্বপ্নদোষ আর মেয়েরা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে বালিগ হয়। তবে শিশুর বয়স ৭ বছর হয়ে গেলে তাকে সালাতের জন্য তাগিদ দিতে হয় এবং ১০ বছর হয়ে গেলে সালাতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়।)
» বেহুঁশ বা পাগলের উপর সালাত ফরজ হয় না।

» বিবেক জ্ঞানহীন মানষিক প্রতিবন্ধির উপর সালাত ফরজ হয় না।
» মানষিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপর সালাত ফরজ হয় না।
» ঋতুবতি নারীর উপর সালাত ফরজ হয় না। (ঋতুস্রাব সম্পর্কে বিস্তারিত পবিত্রতা অধ্যায়ে দেখে নিন)
» নিফাস (প্রসব পরবর্তি স্রাব) অবস্থায় নারীর উপর সালাত ফরজ হয় না। (নিফাস সম্পর্কে বিস্তারিত পবিত্রতা অধ্যায়ে দেখে নিন)

বিধানঃ ২. সালাত কায়েম ও তদারকিঃ ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে সালাত কায়েম করা ফরজ। সমাজে সালত কায়েম করা এবং সবাই ঠিকমত সালাত আদায় করছে কি না; এটা তদারকি করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সকলের পক্ষ থেকে ইসলামী সরকার সমাজে সালাত কায়েম করবে, এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে এবং বিষয়টি তাদারকি করবে। আর এসব কারনে সমাজ-বান্ধব ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা মুসলিমদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মসজিদ বানানো, মসজিদ পরিচালনা করা এবং সামাজিকভাবে সালাত কায়েম করা ইসলামী সরকারের প্রধান কাজ। রাসূল সাঃ এবং পরবর্তি খালীফাহগণ সরকার প্রধান হিসেবে এসব কাজ করে গেছেন।
এ ছাড়া প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থদের মাঝে সালাত কায়েম করবে, এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে এবং বিষয়টি তদারকি করবে।

সালাত কায়েমের পদ্ধতিঃ সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবেঃ ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে।

ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েমের পদ্ধতিঃ সালাতের যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও বিধিবিধান মেনে রাসূল সাঃ এর তরিকা অনুকরণ করে নিয়মিত এবং সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা। ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা প্রতিটি মুসলিম পুরুষ ও নারীর ফরজ দায়িত্ব। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

তারা সালাত আদায়ে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখে। (৭০. সূরা মায়া'রিজঃ ২৩)
আর সময়মত সালাত আদায়ের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

সময়মত সালাত আদায় করা মুঅমিনদের ফরজ দায়িত্ব। (সূরা নিসাঃ ১০৩)

সামাজিক জীবনে সালাত কায়েমের পদ্ধতিঃ সালাতের জন্য মসজিদ বানিয়ে মসজিদে নিয়মিত জামায়াতের ব্যবস্থা করা, সবাই সালাত আদায় করছে কি না এ বিষয়ে সঠিক তদারকি করা এবং কেউ সালাত ছেড়ে দিলে তাকে বিচারের আওতাধিন এনে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নাম সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠিত করা।

সমাজে সালাত কায়েম করা ফরজ। জনতার পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করবে ইসলামী সরকার। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

তুমি তোমার আহলকে (পরিবারকে, অনুসারীগণকে, আনুগতদেরকে) সালাতের আদেশ দাও আর নিজে এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে রিজক চাই না। বরং আমিই তোমাকে রিজক দেব। চূড়ান্ত ফলাফল মুত্তাক্বীদের জন্য। (২০. সূরা ত্বাহাঃ ১৩২)

উল্লেখ্য "আহল" শব্দটি পরিবার, অনুসারী, আনুগত্যকারী, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে মতে...

» পরিবারের কর্তা পরিবারের সকল সদস্যকে সালাতের আদেশ করবে এবং বিষয়টি তদারকি করবে।

» অফিস বা সংস্থার কর্তা ব্যক্তি তার অধীনস্থ সবাইকে সালাতের আদেশ করবে এবং তদারকি করবে।

» নেতা তার জনতাকে সালাতের আদেশ করবে এবং বিষয়টি তদারকি করবে। এটা তাদের দায়িত্ব। ঠিক মত দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। হাদীছে বর্নিত হয়েছে

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. متفق عليه

আব্দুল্লাহ বিন উ'মার রাঃ বর্ননা করেন, নবী সাঃ বলেছেনঃ শোন! তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

» নেতা জনতার ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

» পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে এদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

» স্ত্রী তার সন্তান ও স্বামী সংসারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে

» দাস (চাকরিজীবী) তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে এব্যাপারে জাবাবদিহি করতে হবে।

শোন! তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ এ ছাড়া আল কুরআনের যত জায়গায় সালাত কায়েমের কথা বলা হয়েছে এরমাঝে এক/দুই জায়গা ছাড়া বাকি প্রায় সব জায়গাতেই শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর সাধারনত আল-কুরআনে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে সামাজিক ও জাতীয় বিষয়গুলোকে বুঝানো হয়।

এ ছাড়া রাসূল সাঃ এর মাদানী জীবনের বাস্তব অনুশিলন থেকেও বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝা যায়। রাসূল সাঃ এর পর পরবর্তী খালীফাহগণও মসজিদ নির্মান ও তদারকিসহ সালাত কায়েমের ব্যবস্থা করে বিষয়টি তদারকির নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে ছিলেন। আর এসব বিষয় তদারকির জন্য ম্যাজিষ্টিক ক্ষমতা সম্পন্ন একদল দক্ষ মানুষ সদা নিয়োজিত থাকতেন। বর্তমান বিশ্বেও আফগানিস্তান, সৌদি আরব, ইরানসহ কয়েকটি দেশে এ ধারাবাহিকতার কিঞ্চিত রূপ এখনো দেখা যায়।

হুঁশিয়ারিঃ

» সালাতের আবশ্যকতা (ফরজ হবার বিষয়) নীতিগতভাবে অস্বীকার করা বা অবজ্ঞা করা কুফর।

» ফরজ সালাতকে ঐচ্ছিক (পড়লে ভাল, না পড়লে দোষ নেই) মনে করা কুফর।

» আদর্শগতভাবে সালাত ত্যাগ করা কুফর।

» সালাতের আবশ্যকতা মেনে নিয়ে সালাত কায়েম না করা মহাপাপ (কবীরাহ গোনাহ)

বিধানঃ ৩. নীতিগতভাবে সালাত ত্যাগ করা কুফরঃ সময়মত সালাত আদায় না করা মহাপাপ। আর সালাত ত্যাগ, বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করা তথা নীতিগতভাবে সালাতের আবশ্যকতা মেনে না নেওয়া কুফর। শুধু সালাত কেন? ইসলামের মূল বিষয় বা বিধানসমূহের যে কোনোটি ত্যাগ, প্রত্যাখ্যান, বর্জন বা অবজ্ঞা করা কুফর।

যারা ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না তারা মুঅমিন হতে পারে না।। মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ন ভাবে ইসলামকে মেনে নিতে হয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হয়। যে ব্যক্তি জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্যকিছু মেনে নিল সে শয়তানের অনুকরণ করল। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

মুঅমিনগণ! পরিপূর্নভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে অন্যথা করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বাক্বারাহঃ ২০৮)

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? তোমাদের যারা এমন করবে তাদের পরিণতি হচ্ছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (সূরা বাক্বারাহঃ ৮৫)

হাদীছে বর্নিত হচ্ছেঃ

عن جابر قال سمعت النبي ﷺ يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تركَ الصلاة؛ رواه مسلم

জাবির রাঃ থেকে বর্নিত, নাবী সাঃ বলেছেনঃ (মুসলিম) ব্যক্তি এবং কুফর/শিরকের মাঝে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা। (মুসলিমঃ ৮২)

قال: الإمام ابن حزم الأندلسي وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبلوأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا [المحلى بالاثار

ইমাম ইবনু হাযম আল-আন্দালুসী বলেছেনঃ উ'মর, আব্দু-র-রাহমান বিন আ'উফ, মুয়া'য বিন জাবাল, আবু-হুরাইরাহ রাঃহুম প্রমুখ সাহাবাগণ থেকে বর্নিত আছে, উনারা বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ফরজ সালাত ত্যাগ করল; সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেল"। এ ব্যাপারে (সকল সাহাবী একমত) সাহাবাগনের মাঝে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তার যথাযথ বিচার করা এবং তাকে সাজায় আওতায় আনা ইসলামী সরকার ও সমাজের দায়িত্ব। তবে তার সাজার ধরণ ও পরিমানের ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই বিষয়টি এসে যায় সরকার আদালত ও উলামা সমাজের উপর। আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। যেমনঃ "আহকামু-ল-ই'বাদাত" নামে একটি কিতাবে বর্নিত হয়েছেঃ

أجمع المسلمون على أن تارك الصلاة جحودا أو استخفافا بها أو انكارا لها فهو كافر تطبق عليه احكام المرتدين لأن الصلاة من الامور المعلومة في الدين بالضرورة.. والادلة من الكتاب والسنة

ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين (المدثر: ٤)

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون (الماعون: ٥)

وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين (الروم: ١٣)

فان تابوا وأقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين (التوبة: ٢١)

اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا بشكل متعمد فى

- الحنابلة قالوا: هو كافر مرتد عن الاسلام..

وحكمه انه يقتل وألا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين

- وقال الشافعية والمالكية : انه يستتاب وان لم يتب يقتل حدا لا كفرا فلا تطبق بحقه الاحكام السابقة.

وقال سيدنا ابو حنيفة رحمه الله : هو فاسق ليس كافرا والفسق هي مرتبة بين الايمان والكفر كالزاني المحصن فانه يحبس ويضرب حتى يتوب او يموت في السجن. (احكام العبادات/ ابراهيم سلقيني)

যে ব্যক্তি সালাতের আবশ্যকতাকে নীতিগতভাবে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে সালাত ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল এবং তার উপর মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ সালাত দ্বীনের অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ। সালাত ত্যাগ করা কুফর। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত, কারো কোনো দ্বিমত নেই। কারন আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : (পরকালে বলা হবে) তোমরা কেন জাহান্নামী হলে? তারা বলবেঃ আমরা সালাত আদায় করতাম না। (সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ ধ্বংস ওইসব মুসল্লিদের যারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন। (সুরাহ মাউ'নঃ ৫)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছেঃ তোমরা সালাত কায়েম কর। (সালাত ত্যাগ করে) মুশরিকদের দলভুক্ত হইও না। (রূমঃ ৩১)

অন্যত্র বলা হচ্ছেঃ তারা (কাফির মুশরিক ও বেইমানরা) যদি তাওবাহ করে (মন্দ ছেড়ে ভাল পথে ফিরে আসে) এবং সালাত কায়েম করে তখন তোমাদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ১২)

সুতরাং বুঝা গেলঃ সালাতের ফারদ্বিয়্যাহকে (ফরজ হবার বিষয়কে, আবশ্যকতাকে) প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার, অমান্য বা অবজ্ঞা করা অবশ্যই কুফর। এ ব্যাপারে সবাই একমত, কারো কোনো দ্বিমত নেই। উল্লেখ্য আরবীতে একে বলা হয় "তারকু-স-স্বালাত" মানে সালাত ছেড়ে দেওয়া।

তবে যে ব্যক্তি আদর্শগতভাবে সালাতের আবশ্যকতা মেনে নিল। কিন্তু অলসতা করে সালাত আদায় করল না, আরবীতে একে বলা হয় "ফাওতু-স-স্বালাত" মানে সালাত ছুটে যাওয়া।

উল্লেখ্য "তারকু-স-স্বালাত" (সালাত ছেড়ে দেওয়া) আর "ফাওতু-স-স্বালাত" (সালাত ছুটে যাওয়া) এক নয়।

যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল তার ব্যাপারে ইসলামী আইন বিশারদগণ তথা ইমামগণ থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা..

অভিমত ১. সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে এবং এর সাজা হিসেবে (সরকারী ভাবে ইসলামী আদালতের মাধ্যমে) তার মৃত্যদন্ড কার্যকর করা হবে। এ মত হাম্বলী ইমামগণের।

অভিমত ২. তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে। (তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নিলে ছেড়ে দেয়া হবে। আর) তাওবাহ না করলে সাজা হিসেবে মৃত্যদন্ড দেয়া হবে। তবে সে কাফির হবে না। এ অভিমত শাফিয়ী' এবং মালিকী ইমামগণের।

অভিমত ৩. আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে সে কাফির হবে না। তবে কাফির আর মুসলিমের মধ্যখানে (ঝুলন্ত) ফাসিক হয়ে যাবে এবং এর সাজা হিসেবে তাকে বন্দি করে রাখা হবে যতক্ষন না সে তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেবে। অন্যথায় মৃত্য পর্যন্ত বন্দি রাখতে হবে। (যাতে তার এমন ধ্বংসাত্বক কাজের প্রতিক্রিয়া থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা যায়)

হুঁশিয়ারীঃ উল্লেখিত দন্ডসহ ইসলামে দন্ড বা সাজা সম্পর্কিত যত বিধান আছে এসব কার্যকর করা সরকারের কাজ। ইসলামী সরকার বৈধ আদালত ও বিচারের মাধ্যমে এসব দন্ড কার্যকর করবে। কাউকে সাজা দেয়া বা সাজা সম্পর্কিত ফতোয়া দেয়া মুফতীর কাজ নয়।

বিঃ দ্রঃ = উল্লেখিত দন্ডবিধি "হুদূদ" নয়, তথা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত দন্ডবিধি নয়। এমনকি রাসূল সাঃ কর্তৃক সরাসরি বর্নিতও নয়। বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে করা ইমামগণের ইজতিহাদ। তাই এটা মেনে নেওয়া ফরজ নয় এবং মেনে নিতে মানুষ বাধ্য নয়। সুতরাং ইসলামী সরকারের আইন পরিষদ এবিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। উল্লেখ্য ঈমান ও আ'মাল বিবেচনায় মুসলিমগণকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

মুঅমিনঃ যে মুসলিম ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল, সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলল সে মুঅমিন।

অন্যকথায় যে মুসলিম পরিপূর্ণ ঈমান ও পূর্ন আ'মালের অধিকারী হতে পারল সে-ই মুঅমিন।

অন্য কথায় যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর শিরক ও মহাপাপ থেকে বেচে থাকল সে-ই মুঅমিন।

প্রতিটি মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী এবং নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করবে।

ফাসিকঃ যে মুসলিম ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল, সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল, তবে বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলতে পারল না সে ফাসিক।
অন্যকথায় যে মুসলিম ঈমানে পরিপূর্ণ তবে আ'মালে পূর্ণ নয় সে ফাসিক।
অন্য কথায় যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর শিরক থেকে বেচে থেকেছে তবে মহাপাপ থেকে বেচে থাকতে পারল না সে ফাসিক।
ফাসিক পরকালে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। ইচ্ছা হলে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে জাহান্নামে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদি সাজা ভোগের পর তাকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক-লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

মুনাফিকঃ যে মুসলিম বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা ত্বাগূত বর্জন করেনি সে মুনাফিক।
অন্যকথায় যে মুসলিম ঈমানে পরিপূর্ণ নয় (যদিও আ'মালে পূর্ন হয়ে থাকে) সে মুনাফিক।
অন্য কথায় যে মুসলিম কোন প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ল সে মুনাফিক।
মুনাফিক মানুষের কাছে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। সূরা তাওবাহর ৮৪তম আয়াতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র মুনাফিক অধ্যায়)

বিধানঃ ৪. সালাত কায়েম করতে হয় দৈনিক ৫ বারঃ দৈনিক ৫ বার সালাত কায়েম করা ফরজ। মানে যাদের উপর সালাত ফরজ হয়েছে তারা দৈনিক ৫বার সালাত কায়েম করবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

তুমি সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তে (সকালে ফজর, বিকালে জোহর ও আসর) এবং রাতের কিছু অংশে (মাগরিব ও ইশা। এভাবেই তোমাদের) পুণ্য অবশ্যই পাপকে মুছে দেবে। এটা (আল-কুরআন) এক মহা-স্মরণিকা গ্রহণকারীদের জন্য (যা তাদেরকে ভাল ও মন্দ স্মরণ করিয়ে দেয়) (সূরা ১১ হূদঃ ১১৪)

হাদীছে বর্নিত হচ্ছে, বিদায় হাজ্জের ভাষনে রাসূল সাঃ বলেছেন..

صلُّوا خمسَكم وصوموا شَهرَكم وأدُّوا زَكاةَ أموالِكم وأطيعوا ذا أمرِكم تدخُلوا جنَّةَ ربِّكم

(হে আমার উম্মতেরা!) তোমরা (দৈনিক) ৫ বার সালাত করবে, এক মাস রোজা রাখবে, সম্পদের যাকাত আদায় করবে, দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে, আর (এমন করে) প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযীঃ ৬১৬, আবু-দাউদঃ ১৯৫৫, আহমাদঃ ২২১৬১, হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মত সাহীহ। শাইখ আল-বানীর তাহক্বীক্বেও সাহীহ।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ দৈনিক ৫ সালাতই ফরজ বা আবশ্যক। এ ছাড়া বাকি সব সালাত তাত্বায়্যু' বা ঐচ্ছিক। হাদীছে বর্নিত হয়েছে-

طلحة بن عُبَيدالله قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرَّأس يُسمع دويُّ صوتِه، ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يَسألُ عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة فقال هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلاَّ أن تَطوَّع قال رسول الله ﷺ وصيام رمضان قال هل عليَّ غيرُه؟ قال: لا، إلاَّ أن تَطوَّع قال: وذَكر رسول الله ﷺ الزكاة قال هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أن تَطوَّع قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أَزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله ﷺ أَفْلَحَ إنْ صَدَق؛

(مسلم : باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان

ত্বালহা'হ বিন উবাইদুল্লাহ রাঃ বলেনঃ একদা নাজদের একব্যক্তি রাসূল সাঃ এর কাছে এল। তার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। (সে দূর থেকেই কথা বলা শুরু করে দিল। ফলে) তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল তবে কথা বুঝা যাচ্ছিল না। কাছে আসার পর বুঝা গেল সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে যাচ্ছে।

রাসূল সাঃ বললেনঃ রাতদিনে ৫ বার সালাত (কায়েম করতে হবে)

সে বললঃ এ ছাড়া আর কোনো সালাত আবশ্যকীয় আছে কি?

রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তবে তুমি চাইলে তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক) হিসেবে করতে পারবে।

রাসূল সাঃ আরো বললেনঃ আর রামাদ্বানে সিয়াম (রোজা) পালন করবে।

সে বললঃ এছাড়া আর কোনো সিয়াম পালন করতে হবে কি?

রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তবে চাইলে তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক) হিসেবে পালন করতে পারবে।

রাসূল সাঃ তাকে যাকাতের কথাও বললেন।
সে বললঃ এ ছাড়া আর কোনোকিছু (দান) করতে হবে কি?
রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তবে চাইলে তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক) হিসেবে করতে পারবে।
তারপর লোকটি চলে গেল। সে বলছিলঃ আল্লাহর কসম! (আপনি যা বলেছেন আমি শুধু তাই করব) আমি এরচেয়ে একটু বেশীও করব না, কমও না। রাসূল সাঃ বললেনঃ সত্য বলে থাকলে সে অবশ্যই সফল হবে। (বুখারী, মুসলিম)

দলীল বিশ্লেষণঃ দৈনিক ৫ বার সালাত আদায়ের কথা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে অনেক আয়াতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীছ এবং মুসলিমদের ধারাবাহিকতা উচ্চ মান সম্পন্ন মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গেছে। মুতাওয়াতির হাদীছ ইসলামী শারীয়া'হর অকাট্য দলীল হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক। তাই এসব হাদীছের বিধান তথা দৈনিক ৫ বার সালাত আদায়ের বিষয়টি মেনে নেওয়া ফরজ আর অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর। এতে দ্বিমত করা গ্রহণ যোগ্য নয়। আর কেউ দ্বিমত করেনওনি। সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে দৈনিক ৫ বার সালাত আদায় করা ফরজ তথা প্রতিটি মুসলিমের উপর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য।

বিঃ দ্রঃ = পাঁচ সালাতের নাম হলঃ ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা। সাহাবাদের সময়ে-

» ফজর সালাতকে "সালাতু-স-সুবহ" (ঊষার সালাত)ও বলা হত। এখনো হাদীছে শব্দটি বিদ্যমান।
» জোহর সালাতকে "হাজিরাহ, জ্বাহিরাহ, তাহজীর" ইত্যাদি বলা হত। হাদীছে এখনো শব্দগুলো বিদ্যমান
» মাগরিবকে বলা হত "সালাতু-ল-ই'শা" (রাতে খাবার কালীন সালাত) যা হাদীছে এখনো বিদ্যমান
» ই'শার সালাতকে "আ'তামাহ, ই'শা আখীরাহ" (আঁধারের সালাত বা শেষ ইশা) বলা হত।

ঐচ্ছিক সালাতঃ ফরজ সালাত ছাড়াও কিছু ঐচ্ছিক সালাত আছে। ঐচ্ছিক সালাতকে হাদীছে তাত্বায়্যু' বলা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় ফিক্বহশাস্ত্রে তাত্বায়্যু' সালাতসমূহকে আবার কয়েক ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমনঃ সুন্নত, মুস্তাবাহ, নফল, ইত্যাদি। আমরা তাত্বায়্যু' সম্পর্কে আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করব, ইন শা-আল্লাহ।

অনুচ্ছেদঃ ৪. সালাতের সময় সূচী

প্রারম্ভিক কথাঃ ফরজ সালাত আবার যখন তখন আদায় করা যায় না। বরং প্রতিটি ফরজ সালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। নির্ধারিত সময়েই নির্ধারিত ফরজ সালাত কায়েম করতে হয়। ফরজ সালাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে কয়েকটি বিধান নিম্নে পেশ করা হল..

বিধানঃ ১. সময়মত সালাত কায়েম করা ফরজঃ প্রতিটি ফরজ সালাতই তার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করতে হবে। সময়মত সালাত আদায় করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

..নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুঅমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসাঃ ১০৩)

দলীল বিশ্লেষণঃ দলীলটি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত। এতে দ্বিমত করার এখতিয়ার কারো নেই। তাই উম্মতের সকল ইমাম একমত যে, নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা ফরজ।

বিধানঃ ২. প্রতিটি সালাতের সময় বা ওয়াক্ত নির্ধারিতঃ প্রতিটি সালাতের জন্য সময় বা ওয়াক্ত নির্ধারন করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা এবং তদীয় রাসূল সাঃ। আল্লাহ তায়া'লা ফিরিস্তা জিবরাঈল আ.-কে পাঠিয়ে বাস্তব অনুশীলনীর মাধ্যমে রাসূল সাঃ-কে সালাতের সময় শিখিয়ে দিয়েছেন। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح قال وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئا. فقال له عروة:

أما إن جبريل قد نزل. فصلى إمام رسول الله ﷺ فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات.

(উল্লেখ্য ইসলামী পৌরনীতির নিয়ম অনুযায়ী মসজিদের ইমামতি আলাদা কোনো পেশা নয়। বরং প্রতিটি জনপদের শাসকই তখনকার মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কারন শাসক সামাজিক নেতা হন আর সালাত কায়েম করা ইসলামী সমাজনীতির প্রধান কাজ। আর এজন্যই ইসমালের খালীফাহগণ রাজধানীর কেন্দ্রিয় মসজিদে ইমাম হিসেবে

দায়িত্ব পালন করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় উমাইয়্যা খালীফাদের মাঝে একজন্য ন্যায় পরায়ন আদর্শ শাসক)

উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহিঃ) একদা আস্বর সালাত কিছুটা দেরী করে আদায় করলেন। (তখনকার সময়ের একজন প্রসিদ্ধ আলিম) উরওয়াহ রাহিঃ তখন বলে উঠলেনঃ "একদা জিবরাঈল নেমে এলেন এবং রাসূল সাঃ এর ইমামতি করলেন"। এ কথা শুনে উমর বিন আব্দুল আযীয বললেনঃ উরওয়াহ! কী বলছ, জেনে বুঝে বলছ কী?

তখন উরওয়াহ বললেনঃ আমি আবু-মাসঊদের ছেলে বিশরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আবু-মাসঊদ তাকে বলেছেন, তিনি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছেনঃ একদা জিবরীল নেমে এসে আমার ইমামতি করলেন, আমি তার সাথে সালাত আদায় করেছি, আবার তার সাথে সালাত আদায় করেছি, আবার তার সাথে সালাত আদায় করেছি, এভাবে আঙ্গুলে গুনে গুনে ৫ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলেছেন। (মুসলিম)

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ রাসূল সা.কে সালাতের সময়সূচি শিক্ষা দিতে জিবরাঈল আ. নেমে এসেছিলেন এবং তিনি ইমামতি করে নবী সা.কে সালাতের সময়সূচী শিক্ষা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আমরা নিচের হাদীছটি থেকে জানতে পারি..

ومن الأحاديث في بيان مواقيت الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. رواه النسائي.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমাদেরকে দ্বীন (সালাতের সময়সূচি) শিখানোর জন্য জিবরীল এসেছিলেন। অতঃপর (তিনি ২ দিন ইমামতি করে সালাতের সময়সূচী শিক্ষা দিয়েছেন। ১ম দিনে)..

» ফজর উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফজর সালাত আদায় করেছেন
» সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জোহর সালাত আদায় করেছেন

» (বস্তুর) ছায়া এক মিছিল (বস্তুর সমান লম্বা) হওয়ার পর আস্বর সালাত আদায় করেছেন
» সূর্য যখন ডুবে গেল এবং রোজাদারের জন্য ইফতার বৈধ হয়ে গেল তখনই মাগরিব সালাত আদায় করলেন
» রাতের শাফাক্ব (পশ্চিম আকাশের লালিমা) অদৃশ্য হওয়ার পর ইশা সালাত আদায় করলেন।

আর ২য় দিনে..

» তিনি তাকে নিয়ে ফজর সালাত আদায় করলেন যখন (চার দিক) সামান্য আলোকিত হয়ে এলো
» তাকে নিয়ে জোহর সালাত আদায় করলেন যখন ছায়া এক মিছিল হল (মানে গত কালের আস্বরের সময়ে)
» আস্বর সালাত আদায় করলেন যখন ছায়া দুই মিছিল (বস্তুর দ্বিগুন) হল
» মাগরিক সালাত আদায় করলেন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গতকালের সমান সময়ে
» ইশা সালাত আদায় করলেন রাতের এক অংশ অতিক্রম করার পর।

অতঃপর বললেনঃ গতকালের সালাত আর আজকের সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ই হচ্ছে তোমার সালাত আদায়ের সময়। (নাসায়ী)

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال

وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان.

আব্দুল্লাহ বিন আ'মর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ

» জোহর সালাতের সময় শুরু হয় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাবার পর থেকে এবং তা বলবত থাকে মানুষের ছায়া তার সমান হওয়া (মানে এক মিছিল) পর্যন্ত। তখন পর্যন্ত আস্বর সালাতের সময় হয় না।
» আস্বর সালাতের সময় শুরু হয় এরপর থেকে আর তা বলবত থাকে সূর্য হলুদ বর্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত
» মাগরিবের সময় শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আর তা বলবত থাকে শাফাক্ব (পুব আকাশের লালিমা) অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।
» ইশা সালাতের সময় শুরু হয় এর পর থেকে আর তা বলবত থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত।

» ফজরের সময় শুরু হয় ফজর (পুব আকাশে ঊষার আলো) উদিত হওয়ার পর আর তা বলবত থাকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম)

উম্মতকে শিক্ষা দানঃ ফিরিস্তা থেকে শিক্ষা গ্রহনের পর নবী সাঃ একই পদ্ধতিতে তদীয় উম্মতকে সালাতের সময় শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ سأله رجل عن وقت الصلاة، فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. رواه البخاري ومسلم

বুরাইদাহ রাঃ বর্ননা করেনঃ একদা একব্যক্তি সালাতের সময় সম্পর্কে নবী সাঃ-কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেনঃ দুই দিন আমাদের সাথে সালাত আদায় কর। (লোকটি তাই করল। ১ম দিন দুপুরের পর)

» সূর্য ঢলে গেলে রাসূল সাঃ আযানের আদেশ দিলেন, বিলাল আযান দিল, পরে ইক্বামত দিতে বললেনঃ বিলাল ইক্বামত দিল, রাসূল সাঃ জোহর সালাত কায়েম করলেন।

» একটু পর আবার (আযান ও ইক্বামতের) আদেশ দিলেন এবং আসর সালাত কায়েম করলেন, সূর্য তখনো তেজদীপ্ত উজ্জল ছিল

» সূর্য ডুবে গেলে আবার আদেশ দিলেন এবং মাগরিবের সালাত কায়েম করলেন।

» শাফাক্ব (পশ্চিম আকাশের লালিমা) অদৃশ্য হয়ে গেলে আবার (আযান ও ইক্বামতের) আদেশ দিলেন এবং ইশা সালাত কায়েম করলেন।

» ফজর উদিত হলে আবার আদেশ দিলেন এবং ফজর সালাত কায়েম করলেন। (এভাবে ১ম দিন সমাপ্ত হল)

২য় দিনে..

জোহরকে ঠান্ডা করতে (দেরী করতে) বললেন এবং দেরী করলেন। পরে আসর পড়লেন, সূর্য তখনো উজ্জল রয়ে গেছে তবে গতকাল থেকে দেরী করলেন। শাফাক্ব ডুবে যাবার আগেই মাগরিব আদায় করলেন। আর ইশা পড়লেন রাতের এক তৃতিয়াংশ যাবার পর। আলোকিত হবার পর ফজর পড়লেন।

তারপর বললেনঃ সালাতের সময় সম্পর্কে প্রশ্নটি কে করেছিলে? লোকটি বললঃ আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেনঃ যা দেখলে এর মধ্যবর্তি সময়ই তোমাদের সালাতের সময়। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ উপরের হাদীছটির প্রতি লক্ষ্য করুন! ১ম দিন যে সময় আসর সালাত আদায় করা হয়েছে ২য় দিন ঠিক একই সময়ে জোহর সালাত আদায় করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফিক্বহী ইমামগণ ৩টি অভিমত দিয়েছেন। যথা..

অভিমতঃ ১. জোহরের শেষ আর আসরের শুরুর সময়ের মাঝে একটি মিশ্র সময় আছে যখন জোহর ও আসর উভয় সালাতই আদায় করা যাবে। এ অভিমতটি ইমাম মালিক রাহিঃ থেকে এসেছে।

অভিমতঃ ২. জোহর আর আসর আসলে একই সময়, যে সময়ের ১ম দিকে জোহর আর শেষের দিকে আসর সালাত আদায় করা হয়। তাই সাধারনত এ সময়ের মাঝে ১ মিছিল পর্যন্ত জোহরের সময় আর ১ মিছিলের পর থেকে আসরের সময় হিসেবে ধরা হবে। এ অভিমতটি ইমাম শাফিয়ী' রাহিঃ থেকে এসেছে।
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিঃ এবং হানাফী ইমামগনের মাঝে ইমাম আবু-ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ১ মিছিলের অভিমতটি সমর্থন করেছেন।

অভিমতঃ ৩. প্রতিটি বস্তুর ছায়া ২ মিছিল পর্যন্ত জোহরের সময় আর ২ মিছিলের পর থেকে আসর শুরু হয়। এ অভিমতটি ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ থেকে এসেছে।
আসলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে একটি লাল রেখা ফুটে উঠে এবং প্রায় ৪০-৫০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী থাকে, একে লালিমাও বলা হয়। অনেকের মতে এটাই শাফাক্ব। অতঃপর এ লাল রেখা বিলীন হয়ে এতদস্থলে একটি সাদা রেখা পরিলক্ষিত হয় এবং ১০-১৫ মিনিট স্থায়ী থাকে। কেউ কেউ এটাকেও শাফাক্ব বলেছেন। আর এর উপর ভিত্তি করেই মাগরিবের শেষ সময় আর ইশার সূচনা সময় নিয়েও সামান্য দ্বিমত পাওয়া যায়। যেমন..
ইমাম আবু-হানীফার রাহি.র মতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশের লালিমা বিলীন হয়ে যে সাদা রেখা পরিলক্ষিত হয় ঐ সাদা রেখা বিলীন হয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় আর ঐ সাদা রেখা বিলীন হয়ে অন্ধকার হয়ে গেলে ইশার সময় শুরু হয়।
আর ইমাম আবু-হানীফার দুই শিষ্যসহ অন্য ইমামগণের মতে লালিমাই শাফাক্ব। লালিমা বিলীন হয়ে সাদা রেখা ভেসে উঠলেই মাগরিবের সময় সমাপ্ত হয়ে ইশার সময় শুরু হয়ে যাবে।

৫ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচী সম্পর্কে স্ববিস্তারে এবং দলীল সহকারে ফিক্বহী বিধান নিম্নে পেশ করা হল..

বিধানঃ ৩. ফজরের ওয়াক্তঃ ফজর অর্থ ঊষার আলো। রাত শেষে পুব আকাশে যে আলো দেখা যায় এটাকে আরবীতে ফজর বা সুবহ বলা হয়। ফজরে পুব আকাশে দুইবার আলো দেখা যায়। ঊষার ১ম আলোকে বলা হয় "সুবহ কাযিব বা ভুল ফজর" আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় "সুবহ সাদিক বা আসল ফজর"। ফজর সালাতের সময় শুরু হয় সুবহে সাদিক (বিস্তৃত ঊষা) থেকে এবং শেষ হয় সূর্য উদয় হলে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। সকল ইমাম ও সকল ফিক্বহ এতে একমত। এ ব্যাপারে বর্নিত হয়েছে..

لقول النبي ﷺ وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

আব্দুল্লাহ বিন আ'মার বিন আ'স্ব রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ ফজরের সময় হল "ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত"। (মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = ফজরের সময় দুই বার দুইটি আলো পুব আকাশে ফুটে উঠে। প্রথম আলোটি নীচ থেকে উপরের দিকে উঠে যায় এবং কিছুক্ষন পর বিলীন হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় "সুবহে কাযিব/ফজর মুস্তাত্বীল" তথা ভুল আলো বা লম্বা আলো। এ আলো বিলীন হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে যায়। একটু পর দিগন্ত জোড়ে ফুটে উঠে বিস্তৃত আলো। এটাকে বলা হয় "সুবহে সাদিক বা ফাজর মুস্তাত্বীর" তথা আসল আলো বা বিস্তৃত আলো। তখন থেকে ফজরের সময় শুরু হয়। যেমনঃ



এ হচ্ছে সুবহে কাযিব, ফাজর মুস্তাত্বীল বা ভুল ফজরে আকাশের দৃশ্য



এ হচ্ছে সুবহে সাদিক, ফাজর মুস্তাত্বীর বা আসল ফজরে আকাশের দৃশ্য

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ফজর জামায়াতের জন্য উত্তম সময় কোনটি? এনিয়ে সামান্য দ্বিমত পাওয়া যায় এবং এ দ্বিমতের কারন হাদীছের ভিন্নতা। বর্নিত হয়েছে-

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ সাধারণত ফজরের সালাত আঁধার থাকতেই আদায় করতেন। (জামায়াতের পর) মুসলিম নারীগণ ঘরে ফিরে যেতেন, আঁধারের কারনে তাদের চিনা যেত না। অথবা (বলেছেনঃ আঁধারের কারনে) তারা একে অপরকে চিনতে পারতেন না। (বুখারীঃ বাবঃ সিফাতু-স-সালাত, শব্দগত সামান্য পরিবর্তিনসহ হাদীছটি মুসলিমেও বর্নিত হয়েছে।)

অন্ধকার থাকতে ফজরের সালাত আদায় করার ব্যাপারে এভাবে আরো অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে। আবার এর বিপরীতেও হাদীছ পাওয়া যায়। যেমনঃ

حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر

রাফি' বিন খাদীজ রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ফজরকে আলোকিত কর (মানে দিগন্ত উজ্জল আলোকিত হবার পর ফজর আদায় কর) কারনঃ এতে ছাওয়াব বেশী হয়। (আহমাদঃ হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইমাম মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ রাহিঃ অন্ধকার থাকতে ফজরের জামায়াত কায়েম করাকে উত্তম বলেছেন। আর ইমাম আবু-হানীফাহ পছন্দ করেছেন আলোকিত হবার পর। আবু-হানীফাহ রাহিঃর পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে হানাফী আলীমগণ বলেছেনঃ এতে জামায়াতে লোক সমাগম বেশী হবে, যা জামায়াতের জন্য সময় নির্ধারনের অন্যতম মূল বিষয়।

পর্যালোচনাঃ আসলে হাদীছের উভয় প্রকার বর্ননাই সঠিক। রাসূল সাঃ এমন করে আমাদেরকে অবস্থাভেদে সহজটি বেচে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই ফজরের জামায়াত আঁধার থাকতে করা হউক বা আলোকিত হবার পর; সর্বাবস্থায় সালাত আদায় হয়ে যাবে এবং ছাওয়াবের কোনো কমতি হবে না। এতে সবাই একমত। তাই এমন সামান্য মতপার্থক্যকে বিরাট বানিয়ে সমাজে বিভাজন তৈরি করা বা মহল্লায় ফাটল ধরানো মোটেই কাম্য নয়। বরং যে মসজিদে যখন লোক সমাগম বেশী হবার সম্ভাবনা থাকবে সে মসজিদে তখন জামায়াত করা হবে; এমন নীতি গ্রহণ করে সবাইকে এককরে রাখাই উত্তম সমাধান।

বিধানঃ ৪. জোহর ও আসরের ওয়াক্তঃ দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাবার পর থেকে জোহরের সময় শুরু হয়। এতে সবাই একমত। তবে জোহরের শেষ সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে দুটি মত পাওয়া যায়।

১ম মতঃ একটি বস্তুকে সোজা দাড় করালে ঠিক দুপুরে যে ছায়া হবে এ ছায়া বাদ দিয়ে বস্তুর ছায়া এর সমান হয়ে গেলে জোহর শেষ হয়ে যায় এবং আসর শুরু হয়ে যায়। এটা হল ইমাম মালিক, শাফিয়ী', আহমাদ রাহিঃ-র অভিমত। হানাফী ইমামগণের মাঝে আবু-হানীফাহ রাহিঃ-র প্রধান দুই শিষ্য ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহি.ও উনাদের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। এমনকি স্বয়ং ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ থেকেও এমন একটি মত পাওয়া যায়।

দলীলঃ সাহীহ হাদীছ। জীবরাঈল আঃ রাসূল সাঃ এর ইমামত করে বাস্তব অনুশীলনীর মাধ্যমে হাতে কলমে উনাকে সালাতের সময় শিক্ষা দিয়েছেন এবং ১ মিছিল পর আস্বর সালাত আদায় করেছেন। বর্নিত হচ্ছে..

عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى المَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ الاخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ.

[الترمذي (١٠٩) وأبو داود (٣٩٣) وصحَّحه الألباني في «المشكاة» (٥٨٣)

ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ জীবরাঈল বাইতুল্লাহর কাছে এসে দুইবার আমার ইমামত করেছেন। তিনি প্রথম দিনে-

» জোহর পড়েছেন যখন ছায়া এক শিরাক (সেন্ডেলের ফিতা) বরাবর হয়েছে।
» আসর পড়েছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান (এক মিছিল) হয়েছে।
» মাগরিব পড়েছেন যখন সূর্য ডুবে গেছে এবং রোজাদার ইফতার করেছে।
» ইশা পড়েছেন যখন শাফাক্ব (পশ্চিম আকাশের লালিমা) বিলীন হয়ে গেছে।
» ফজর পড়েছেন যখন ফজর (উষার আলো) বিস্তৃত হয়েছে এবং রোজাদারের জন্য খাদ্য হারাম হয়ে গেছে।

আর দ্বিতীয় দিনে...

» জোহর পড়েছেন যখন বস্তুর ছায়া তার সমান হয়েছে, গতকালের আসরের সময়ে।
» আসর পড়েছেন যখন বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হয়েছে।
» মাগরিব পড়েছেন শুরুর সময়েই।
» ইশা পড়েছেন এক তৃতিয়াংশ রাতের পর।
» ফজর পড়েছেন যখন পৃথিবী আলোকিত হয়ে গেছে।

তারপর আমার দিকে মনোনিবেশ করে জিবরীল বলেছেনঃ মুহাম্মাদ! এ হচ্ছে আগেকার নবীগণের (সালাতের) সময়। এ দুই সময়ের মধ্যে (তোমাদের) সালাতের সময় নির্ধারন করা হয়েছে। (তিরমিযীঃ ১০৯, আবু-দাউদঃ ৩৯৩। সাহীহ।)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي العَصرَ وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأتِي العَوَالِي وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ رواه البخاري (٥٥٠) ومسلم (٦٢١)

وفي رواية أخرى عندهما: «أنه يأتي مسجد قباء والشمس مرتفعة» إشارة إلى بقاء حرها وضوئها، وأقرب العوالي مسافة ميلين، وأبعدها مسافة ستة أميال «انظر» فتح الباري (٣٩/٢)

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্নিত, সূর্য তেজদীপ্ত উজ্জল থাকতেই রাসূল সাঃ আসর সালাত আদায় করতেন। তারপর লোকজন আওয়ালী (মদীনার নিকটবর্তি গ্রামসমূহে) যেতেন, তখনো সূর্য উপরে থাকত। (বুখারীঃ ৫৫০, মুসলিমঃ ৬২১)

তখনকার দিনে আশপাশের আওয়ালীগুলো এবং মদীনাহ শহরের মাঝে ২ থেকে ৬ মাইল পর্যন্ত দূরত্ব ছিল। ইমাম নববী শারহু মুসলিমে লিখেছেনঃ আসরের পর এতোটুকু দূরত্ব অতিক্রম করা তখনই সম্ভব হবে যদি এক মিছিল পর আসর আদায় করা হয়।

২য় মতঃ জোহর শেষ এবং আসর শুরুর সময়ের ব্যাপারে ২য় মতটি ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ-র। উনার মতে দুপুরের ছায়া বাদ দিয়ে বস্তুর ছায়া এর দ্বিগুন হলে জোহরের সময় শেষ হয় এবং আসর শুরু হয়।

দলীলঃ হাদীছ থেকে বুঝে নেয়া।

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال إِنَّمَا بَقَاءُكُم فِيمَا سَلَفَ قَبلَكُم مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَينَ صَلاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ أُوتِيَ أَهلُ التَّورَاةِ التَّورَاةَ فَعَمِلُوا حَتّى إِذَا انتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهلُ الإِنجِيلِ الإِنجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةِ العَصرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا القُراٰنَ فَعَمِلنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ فَأُعطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ فَقَالَ أَهلُ الكِتَابَينِ: أَيْ رَبَّنَا! أَعطَيتَ هَؤُلاءِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ وَأَعطَيتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحنُ كُنَّا أَكثَرَ عَمَلًا؟! قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَل ظَلَمتُكُم مِن أَجرِكُم مِن شَيْءٍ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَهُوَ فَضلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ.

رواه البخاري (٥٥٧)

ইবন উ'মার রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আগেকার জাতিসমূহের তুলনায় তোমাদের অবস্থান হচ্ছে আসর সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (তারপর রাসূল সাঃ বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ) তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেয়া হল এবং তারা এটা মেনে চলল। অর্দ্ধ দিবস কাজ করার পর তারা থমকে গেল। তাদের প্রতিদান দেয়া হল এক এক ক্বিরাত (এক এক স্তুপ) করে।

তারপর ইঞ্জিলধারীদের ইঞ্জিল দেয়া হল এবং তারা (মধ্য দিন থেকে) আসর পর্যন্ত (ইয়াহুদের চেয়ে কম সময়) এটা মেনে চলল। পরে তারাও থমকে গেল। তাদেরও প্রতিদান দেয়া হল এক এক ক্বিরাত করে।

তারপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হল এবং আমরা (আসর থেকে) সূর্যাস্ত পর্যন্ত এটা মেনে চললাম। আমাদের প্রতিদান দেয়া হল দুই দুই ক্বিরাত করে। (মানে আমরা কম সময় কাজ করে দ্বিগুন পারিশ্রমিক পেলাম।)

আগেরকার কিতাব ধারীগণ বললঃ প্রভু! আপনি তাদের দিলেন দুই দুই ক্বিরাত আর আমাদের দিলেন এক এক ক্বিরাত? অথচ আমরা কাজ করেছি বেশী সময়। প্রভু বললেনঃ আমি কি তোমাদের পারিশ্রমিক কম দিয়েছি? তারা বললঃ না, তিনি বললেনঃ ইহা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে খুশী অধিক দিয়ে থাকি। (বুখারীঃ ৫৫৭)

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময় থেকে কম। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আসর শুরু হবে দুই মিছিল (বস্তুর ছায়া দ্বিগুন) হবার পর। আল্লাহু আ'লাম।

দলীল পর্যালোচনাঃ আসলে জোহরের শেষ আর আসরের সূচনা সময় সম্পর্কে ১ মিছিলের দলীলগুলো একদম সুস্পষ্ট, সাহীহ ও পরিস্কার। আর ২ মিছিলের পক্ষে যেসব হাদীছ দেখানো হয় এসব সাহীহ হলেও বিষয় বর্ননায় সুস্পষ্ট নয়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আসর শুরু হয় (উভয় মতে) জোহর সমাপ্ত হবার পর এবং শেষ হয় সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হলে। তবে সূর্য হলুদ বর্ন ধারণ করার পর আসর সালাত মাকরূহ হয়ে যায়।

বিধানঃ ৫. মাগরিবের ওয়াক্তঃ মাগরিব শুরু হয় সূর্য অস্ত যাবার পর এবং শেষ হয় শাফাক্ব শেষ হবার পর। এব্যাপারে সবাই একমত। তবে শাফাক্ব বিশ্লেষণ নিয়ে আবার ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। তাই মাগরিবের শেষ আর ইশার সূচনা সময় নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়।

আসলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে একটি লাল রেখা ফুটে উঠে এবং প্রায় ৪০-৫০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী থাকে, একে লালিমাও বলা হয়। অনেকের মতে এটাই শাফাক্ব। অতঃপর এ লাল রেখা বিলীন হয়ে এতদস্থলে একটি সাদা রেখা পরিলক্ষিত হয় এবং ১০-১৫ মিনিট স্থায়ী থাকে। কেউ কেউ এটাকেও শাফাক্ব বলেছেন। আর এর উপর ভিত্তি করেই মাগরিবের শেষ সময় আর ইশার সূচনা সময় নিয়েও সামান্য দ্বিমত পাওয়া যায়। যেমন..

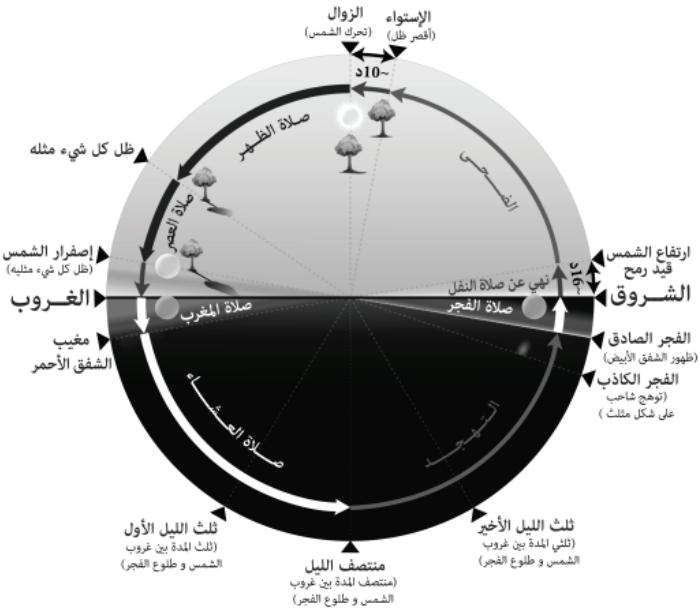
ইমাম আবু-হানীফার রাহিঃর মতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশের লালিমা বিলীন হয়ে যে সাদা রেখা পরিলক্ষিত হয় ওই সাদা রেখা বিলীন হয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় আর ওই সাদা রেখা বিলীন হয়ে অন্ধকার হয়ে গেলে ইশার সময় শুরু হয়।

আর ইমাম আবু-হানীফার দুই শিষ্যসহ অন্য ইমামগণের মতে লালিমাই শাফাক্ব। লালিমা বিলীন হয়ে সাদা রেখা ভেসে উঠলেই মাগরিবের সময় সমাপ্ত হয়ে ইশার সময় শুরু হয়ে যাবে।

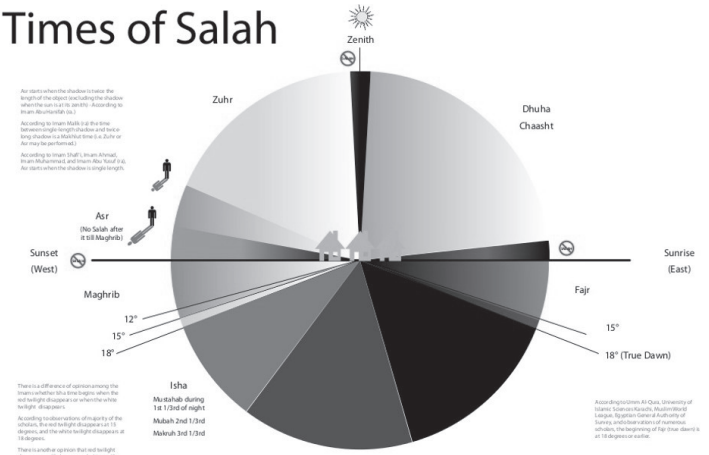
বিধানঃ ৬. ইশার ওয়াক্তঃ ইশা শুরু হয় মাগরিব শেষ হওয়ার পর এবং সমাপ্ত হয় ফজর শুরুর প্রাক্কালে। তবে রাতের ১ম তৃতিয়াংশে ইশা আদায় করা মুস্তাহাব। আর মধ্যরাতের পর ইশা সালাত মাকরূহ হয়ে যায়।

সহজভাবে বুঝার জন্য ছবির মাধ্যমে সালাতের সময়সূচী নিম্নে পেশ করা হল..

أوقـــات الصـــلاة



Times of Salah



অনুচ্ছেদঃ ৫.
সালাত ছুটে গেলে বা সালাতের কথা ভুলে গেলে করনীয়



নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। তবে জীবনে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন সময়মত সালাত আদায় করা সম্ভব হবে না বা আদায় করা যাবে না।

নীতিগতভাবে সালাতের আবশ্যকতাকে মেনে নেওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে না পারলে একে বলা হয় ছুটে যাওয়া, আরবীতে বহুবচনে বলা হয় "ফাওয়াইত" আর একবচনে "ফা-ইতাহ" যা আমাদের সমাজে কাজা নামায হিসেবে পরিচিত। আসলে ফিক্বহের পরিভাষায় ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করাকে "কাজা" বলা হয়।

জীবনের বাস্তব অবস্থা এবং কঠিন পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে ইসলামী শারীয়া'হ ছুটে যাওয়া সালাত আদায়ের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। কারণ অনুপাতে এর বিধানে সামান্য পরিবর্তণ হয়ে থাকে। যেমন..

বিধানঃ ১. ঘুমের কারনে সালাত ছুটে গেলে স্মরণ হবার পর এটা আদায় করবে। যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে সালাতের আবশ্যকতা মেনে নিয়েছে এবং নিয়মিত সালাত কায়েম করে থাকে। তবে হঠাৎ ঘুমের কারনে কোনো সালাত ছুটে গেছে সে ঘুম থেকে উঠার পর যখন স্মরণ হবে তখনই এ সালাত আদায় করে নেবে। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله ﷺ وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله ﷺ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظا ففزع رسول الله ﷺ فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله ﷺ وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, খাইবার যুদ্ধ থেকে ফিরতি পথে রাসূল সাঃ রাতে সফর করলেন এবং "কারা" নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করে বিলালকে বললেনঃ আজ রাতে তুমি আমাদের পাহাড়া দেবে। অতঃপর রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। বিলাল (নফল) সালাত শুরু করে দিলেন এবং

আল্লাহ্ যতটুকু তাওফিক দিয়েছেন ততটুকু পড়লেন। ফজর ঘনিয়ে এলে বিলাল বাহনে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন, তার চক্ষু লেগে গেল, বাহনে হেলান দিয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। (ফজরে) রাসূল সা., বিলাল বা সাহাবাদের কারো ঘুম ভাঙ্গেনি। সূর্য উত্যপ্ত হয়ে উঠলে রূদের উত্তাপে উনাদের ঘুম ভাঙ্গল। সর্ব প্রথম জেগে উঠলেন রাসূল সাঃ। তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন, বললেনঃ বিলাল! বিলাল (রাঃ জেগে উঠলেন এবং) বললেনঃ আমার বাবা-মা আপনার তরে নিবেদিত, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যে অবস্থা হয়েছে আমারও সে অবস্থা হয়েছিল। রাসূল সাঃ সফরের হুকুম দিলেন, বাহিনী যাত্রা করল। কিছু দূর যাবার পর (যাত্রা বিরতি করে) অযু করলেন, নবীর আদেশে বিলাল ইক্বামত দিলেন এবং রাসূল সাঃ সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে ঘোষণা দিলেনঃ "কেউ সালাত ভুলে গেলে যখন স্মরণ হবে তখন আদায় করে নেবে"। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেনঃ "সালাত কায়েম কর আমার স্মরণে"। (মুসলিমঃ ৬৮০, অধ্যায়ঃ সালাত, বাবঃ কাদ্বাউ-ল-ফাইতাহ..)

বিধানঃ ২. ভুলে যাবার কারনে সালাত ছুটে গেলে যখন স্মরণ হবে তখন আদায় করবে। সালাতের সময় ভুলে যাবার কারনে অথবা সালাত আদায় করতে ভুলে যাবার কারনে কোনো সালাত ছুটে গেলে যখন স্মরণ হবে তখন এ সালাত আদায় করে নেবে। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

أخرج البخاري ومسلم عن أنس رض قال قال رسول الله ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

আনাস রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কেউ যদি কোনো সালাত ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে থাকে তবে তার কাফফারাহ হলঃ স্মরণ হওয়ামাত্র এটা আদায় করে নেবে। তাকে এছাড়া আর কোনো কাফফারাহ দিতে হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)
যেমন ধরুনঃ আপনি কোনো কাজে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে সালাতের কথা একদম মনে নেই। তাই আসর পড়েননি। সূর্যাস্তের পর আপনার মনে হয়েছে। এখন আগে আসর আদায় করুন। তারপর মাগরিব।

বিধানঃ ৩. গ্রহণযোগ্য কোনো কারনে সালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করে নেবে। ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলাম একটি পরিপূর্ন জীবন আদর্শ। ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য সহজ ও স্বভাবজাত বিধান দিয়েছে। মানব ও দানবের জন্য আল্লাহর ইবাদতকে সহজভাবে উপস্থাপন করা এবং ইবাদতের পথ ও পদ্ধতিকে সহজ করে দেয়া ইসলামের মূল বিষয়। সূরা বাক্বারার ১৮৫তম আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ .."আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না"..।

এক হাদীছে নবী সাঃ বলেছেনঃ "সহজ কর, কঠিন কর না"। অন্য হাদীছে বলেছেনঃ "তোমাদের পাঠানো হয়েছে সহজ করার জন্য, কঠিন করার জন্য নয়"। জীবনে অনুকূল অবস্থা যেমন আসে, আসে প্রতিকূল পরিস্থিতিও। মানব জীবনে মাঝে মাঝে এমন কঠিন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন সালাত আদায় করা কঠিন হয়ে যাবে। জীবনের এ কঠিন বাস্তবতার কথা বিবেচনায় রেখে এর সঠিক ও সহজ সমাধান দিয়েছে ইসলাম। এ ব্যাপারে বিধান হলঃ যৌক্তিক কারনে কোনো সালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করে নেবে। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء

(খন্দক যুদ্ধের সময় একদা পরিস্থিতি খুব উত্যপ্ত হয়ে উঠল। পরিস্থিতি এমন হল যে, মুশরিক বাহিনী যেন খন্দক অতিক্রম করে হামলা করে বসবে। সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে সাবধানতার জন্য রাসূল সাঃসহ অনেকে আসর সালাত আদায় করতে পারেননি। তাই)

আলী রাঃ থেকে বর্নিত হয়েছে, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তারা স্বালাতু-ল-ওয়ুস্তা তথা আসর সালাত থেকে আমাদেরকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরকে আগুনে ভরে দিক। অতঃপর রাসূল সাঃ মাগরিব ও ইশার মধ্য সময়ে এটা আদায় করেছেন। (মুসলিম)

رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي ﷺ والله ما صليتها! فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্নিত, খন্দক যুদ্ধের সময় একদিন সূর্যাস্তের পর উ'মর রাঃ এসে কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য ডুবে যাচ্ছে অথচ আমি এখনো আসর সালাত আদায় করতে পারিনি। নবী সাঃ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমিও আসর আদায় করতে পারিনি। (জাবির রাঃ বলেন) পরে আমরা "বুত্বহান" নামক স্থানে গেলাম, রাসূল সাঃ অযু করলেন, আমরাও অযু করলাম। সূর্যাস্তের পর (রাসূল সাঃ আমাদের নিয়ে) আসরের সালাত আদায় করলেন, তারপর মাগরিব সালাত আদায় করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ বলেনঃ খন্দকের (যুদ্ধে অবরোধ চলাকালীন) সময়ে মুশরিকদের (সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্থ থাকার) কারনে রাসূল সাঃ (এবং অনেক সাহাবা) চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারেননি। এভাবে রাতের অনেক অংশ চলে গেল যতটুকু আল্লাহ্ চেয়েছেন। পরে (অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলে) রাসূল সাঃ বিলালকে আদেশ দিলেন, বিলাল আযান দিলেন এবং একটু পর ইক্বামাহ দিলেন। রাসূল সাঃ (সাহাবাদেরকে নিয়ে) জোহর সালাত আদায় করলেন। তারপর বিলাল আবার ইক্বামাহ দিলেন এবং রাসূল সাঃ (সাহাবাদেরকে নিয়ে) আসর সালাত আদায় করলেন। তারপর বিলাল আবার ইক্বামাহ দিলেন এবং রাসূল সাঃ (সাহাবাদেরকে নিয়ে) মাগরিব সালাত আদায় করলেন। তারপর বিলাল আবার ইক্বামাহ দিলেন এবং রাসূল সাঃ (সাহাবাদেরকে নিয়ে) ইশা সালাত আদায় করলেন।

সূত্রঃ তিরমিযীঃ অধ্যায়ঃ সালাত, বাবঃ অনেক সালাত ছুটে গেলে কোনটি দিয়ে শুরু করবে। শাইখ আলবাণীর তাহক্বীক্ব মতে হাদীছটি হাসান। সাহীহ তিরমিযীঃ ১৭৯

পর্যালোচনাঃ এখানে গ্রহণযোগ্য কারন বলে বুঝানো হয়েছে নিজের বা অন্যের জীবন বা স্বাস্থ্য ঝুকি অথবা মারাত্মক ক্ষতীর সম্ভাবনা। যেমন ধরুন..

» শত্রু বা ক্ষতিকারক জীবজন্তুর ধাওয়া অথবা আক্রমণের সম্ভাবনা।
» ঝড়, বৃষ্টি, ঠান্ডা, প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা নিরাপত্তা ঝুকির কারনে যানবাহন থামাতে অসুবিধা।
» ছোট উড়োজাহাজ, স্পীডবোট বা এমন বাহনে ভ্রমণ করা যাতে সালাত আদায় করা যায় না।
» অপারেশন থিয়েটার বা এমন জাগায় কাজ করা যেখানে সালাতের সুযোগ নেই। ইত্যাদি।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ছুটে যাওয়া সালাত একাও আদায় করা যায়, আবার জামায়াতেও আদায় করা যায়।

» ছুটে যাওয়া সালাত ওয়াক্তিয়া সালাতের মতই আদায় করতে হয়। যেমনঃ ফজর, মাগরিব ও ইশা সালাত ছুটে গেলে এবং জামায়াতে আদায় করলে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে। আর জোহর ও আস্বর সালাত ছুটে গেলে এবং জামায়াতে আদায় করলে নিম্নস্বরে কিরাত পড়তে হবে। ইত্যাদি।
» যে সালাত মুসাফির অবস্থায় ছুটে গেছে এটা ঘরে পড়লেও কসর হিসেবে আদায় করতে হবে।

» ছুটে যাওয়া সালাত আগে আদায় করবে তারপর ওয়াক্তিয়া সালাত। তবে সময় যদি কম হয় এবং ছুটে যাওয়া সালাত আগে পড়লে যদি ওয়াক্তিয়া সালাত ছুটে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে ওয়াক্তিয়া সালাত আগে পড়বে। (কুদুরী, বাবঃ ক্বাদ্বাউ-ল-ফাওয়াইত্ব)

» একাধিক সালাত ছুটে গেলে আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। (কুদুরী, ক্বাদ্বাউ-ল-ফাওয়াইত্ব)

বিধানঃ ৪. তাওবাহ কারীর সালাতের জন্য তাওবাহই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিয়ে কুফরের পথে জীবন কাটিয়েছে। এখন তাওবাহ করে নতুন জীবন শুরু করেছে তার সারা জীবনের সালাতের জন্য তাওবাহই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

তবে যারা তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে আল্লাহ্ তাদের মন্দসমূহ ভালোয় রূপান্তরিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা ফুরক্বানঃ ৭০)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

(হে নবী!) কাফিরদেরকে বলে দাওঃ তারা যদি (কুফর থেকে) বিরত থাকে তবে তাদের অতীতের পাপসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (সূরা আনফালঃ ৩৮)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

» পাগল অবস্থায় সালাত ছুটে গেলে আর ছুটে যাওয়া সালাত একদিন ও একরাতের (৫ ওয়াক্তের) বেশী হলে এ সালাত আদায় করতে হবে না।

» বেহুঁশ অবস্থায় সালাত ছুটে গেলে এবং ছুটে যাওয়া সালাত একদিন ও একরাতের (৫ ওয়াক্তের) বেশী হলে এ সালাত আদায় করতে হবে না।

» অসুস্থতার কারনে ইশারায় সালাত আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির একদিন একরাতের (৫ ওয়াক্তের) বেশী সালাত ছুটে গেলে আর আদায় করতে হবে না।

» যে ব্যক্তি দারু-ল-হারবে (অইসলামিক দেশে) মুসলিম হয়েছে এবং সালাতের ব্যাপারে জানতে পারেনি, এমতাবস্থায় ছুটে যাওয়া সালাত কাজা করতে হবে না।

(উল্লেখির চারটি বিধানের জন্য দেখুনঃ ফতোয়ায়ে আলমগীরীঃ ১ম খন্ডঃ ২৩১ পৃঃ, বাংলা। তাজ কোম্পানি, জানুয়ারী ১৯৯৬ এডিশন)

বিধানঃ ৫. সালাতের কথা ভুলে গেলে বা ঘুমিয়ে পড়লে মনে হওয়া মাত্র আদায় করে নেবে। বর্নিত হয়েছে..

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ কেউ সালাত ভুলে গেলে যখন মনে হবে তখন সালাত আদায় করে নেবে। এ ছাড়া আর কোনো কাফফারাহ দিতে হবে না। (আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন) "সালাত কায়েম কর আমার স্মরণে" (সূরা ত্বাহাঃ ১৪) (বুখারীঃ ৫৮১, সালাত অধ্যায়)

وفي رواية مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها فلْيُصلِّها إذا ذكَرها ثمَّ تلا {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]

অন্য বর্ননায় এসেছেঃ (নবী সাঃ বলেছেন) কেউ সালাত ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে গেলে যখন মনে হবে তখন আদায় করে নেবে। তারপর তিলাওয়াত করেছেনঃ "সালাত কায়েম কর আমার স্মরণে" (সূরা ত্বাহাঃ ১৪) (বুখারীঃ ৫২৭১)

وفي رواية من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذَكرَها. فإنَّ ذلِكَ وقتُها

অন্য বর্ননায় এসেছেঃ (নবী সাঃ বলেছেন) কেউ সালাত ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে গেলে যখন মনে হবে তখন আদায় করে নেবে। আর এটাই তার ওয়াক্ত। (মুসলিমঃ ৪১১৬)

দলীল পর্যালোচনাঃ হাদীছগুলো যেহেতু সাহীহ সনদে প্রমানিত। আর সাহীহ হাদীছ বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গণ্য হয়। তাই উল্লেখিত হাদীছগুলো এ ব্যাপারে দলীল হবে। ফিক্বহী ইমামগণ এসব দলীল গ্রহণ করেছেন এবং সবাই সহমত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অনুচ্ছেদঃ ৬.

সালাত আদায়ের পূর্ব শর্ত বা সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

শর্ত পরিচিতিঃ সালাত আদায়ের আগে তথা সালাতের প্রস্তুতী হিসেবে যেসব কাজ করা আবশ্যক এগুলোকে সালাতের শর্ত বলা হয়। সালাতের শর্ত ৭টি। এরমাঝে পবিত্রতা বিষয়ক ৩টি। যথা..

১. সালাত আদায়কারী ব্যক্তির শরীর পবিত্র থাকা,
২. সালাত আদায়কারী ব্যক্তির কাপড় পবিত্র থাকা,
৩. সালাত আদায়ের স্থান পবিত্র থাকা।
৪. সালাতের সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া,
৫. কিবলার দিকে মুখ করা,
৬. সতর ঢাকা,
৭. নিয়ত করা তথা ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত শুরু করা।

১ম শর্ত শরীর পাকঃ সালাত শুরু করার আগেই সালাত আদায়কারী ব্যক্তি তার শরীর পবিত্র করে নেবে। শরীর অপবিত্র থাকলে সালাত শুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

মুঅমিনগণ! তোমরা সালাতে দন্ডায়মানকালে নিজের মুখমণ্ডল ধোয়ে নিবে এবং কনুই পর্যন্ত হাতও, আর মাথা মাসেহ করবে এবং কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধোয়ে নিবে) আর তোমরা জুনুবী হলে (স্ত্রী সহবাস করলে অথবা স্বপ্ন দোষ বা অন্যভাবে বীর্জপাত হলে) ভালো করে পবিত্রতা হাসিল (গোসল) করবে।

আর তোমরা যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো আর এ অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করে বা নারী স্পর্শ (সঙ্গম) করে পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তবে পবিত্র স্বাঈ'দ (মাটি, বালি, পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আসলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান, তোমাদের উপর তার নিয়ামত পরিপূর্ন করতে চান, যেন তোমরা শোকর কর। (৫. সূরা মাইদাহঃ ৬)

আইন ও বিধানঃ

» সালাতের জন্য পবিত্রতা শর্ত। পবিত্রতা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না।

» পবিত্রতা হাসিল করার পদ্ধতি ৩টি। যথাঃ অযু, গোসল ও তায়াম্মুম।

» সাধারণত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য অযু করতে হয়।

» স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে (বীর্জপাত না হলেও) স্বামী স্ত্রী উভয়ে গোসল করতে হয়। এ গোসল ফরজ।

» স্বপ্নে সহবাস করতে দেখলে ঘুম ভেঙ্গে যদি দেখা যায় বীর্জপাত হয়েছে তবে গোসল করতে হয়। এ গোসলও ফরজ। এ বিধান পুরুষ নারী সবার জন্য। আর ঘুম ভাঙ্গার পর বীর্জপাতের লক্ষণ না পাওয়া গেলে গোসল ফরজ হয় না।

» কল্পনা বা অন্য কারনে উত্তেজিত হয়ে গেলে এবং কামনার সহিত বীর্জপাত ঘটলে গোসল করতে হয়। এ গোসলও ফরজ। এ বিধান পুরুষ নারী সকলের জন্য।

» ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্তি স্রাব বন্ধের পর গোসল করতে হয়। এ গোসলও ফরজ।

» অযু ও গোসলে পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানি ব্যবহার করা হয়।

» অযু ও গোসলের জন্য পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অথবা পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।

» মাটি, বালি, পাথর বা এসব দিয়ে বানানো বস্তু (ইট, টাইলস, দেয়াল ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়।

» অযু ও গোসলের তায়াম্মুম একই রকম। শুধু নিয়ত ভিন্ন।

তায়াম্মুম দুই ভাবে করা যায়ঃ

ক. তায়াম্মুমের নিয়তে মাটি, বালু বা পাথরে হাত মেরে এ হাত দিয়ে মুখ মণ্ডল মাসেহ করবে, পুনরায় হাত মেরে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এটা তায়াম্মুমের একটি পদ্ধতি। এটা হানাফী, শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের পছন্দনীয় পদ্ধতি। এ ব্যাপারে রাসূল সাঃ থেকে কোনো সাহীহ হাদীছ না পাওয়া গেলেও সাহাবীদের থেকে সাহীহ সনদে হাদীছ বর্নিত হয়েছে।

খ. তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত মেরে এ হাত দিয়ে মুখ মণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এ তায়াম্মুমই পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট বলে রাসূল সাঃ থেকে সাহীহ সনদে হাদীছ বর্নিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ রাহিঃ এ তায়াম্মুমকে যথেষ্ট বলেছেন। এ পদ্ধতি রাসূল সাঃ নিজে সাহাবাগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। (দেখুন তিরমিযী তায়াম্মুম পরিচ্ছদ) (পবিত্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ পবিত্রতা অধ্যায়)

২য় শর্ত জামা পাকঃ সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার ২য় শর্ত হচ্ছে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির জামা তথা পোশাক পাক পবিত্র হতে হবে। পোশাক অপবিত্র থাকলে সালাত শুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

আর তোমার কাপড় পবিত্র কর। (সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৪)

৩য় শর্ত জায়গা পাকঃ সালাতের জায়গা তথা যে স্থানে সালাত আদায় করা হচ্ছে এ স্থান পাক ও পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র স্থানে সালাত শুদ্ধ হবে না। বর্নিত হচ্ছে..

وقال جَابِرُ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال رسول اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ من الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ من أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لي الْغَنَائِمُ وكان النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إلى الناس كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

জাবির রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমাকে বিশেষভাবে পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে যা আগেকার কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (আর এ পাঁচটি বিষয় হচ্ছে..)

১. আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এক মাস দুরত্বের ভীতি দিয়ে (শত্রু এক মাসের দূরত্বে থেকেও আমাকে ভয় পায়)
২. আমার জন্য পুরা পৃথিবীটাকে পবিত্র এবং সালাতের স্থান বানানো হয়েছে। আমার উম্মতের যার যেখানে সালাতের সময় হবে সে সেখানেই সালাত আদায় করতে পারবে।
৩. আমার জন্য শত্রু সম্পদ (গণিমত) হালাল করা হয়েছে (যা আগেকার নবীদের জন্য হালাল ছিল না)
৪. আগেকার নবীগণকে বিশেষ জাতি ও গোষ্টির প্রতি পাঠানো হত। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।
৫. আমাকে শাফায়া'তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি) (বুখারীঃ সালাত অধ্যায়)

শর্ত নম্বরঃ ৪. সময়মত সালাত আদায় করা তথা ফরজ সালাতের সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। সময় আসার আগে তথা অসময়ে ফরজ সালাত আদায় করলে এটা শুদ্ধ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

তোমরা যখন সালাত শেষ করে ফেলবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে বা হেলান দিয়ে আল্লাহর যিকর (সুন্নত তাসবীহাত আদায়) করবে। আর নিরাপদ পরিস্থিতিতে সালাত কায়েম করবে (স্বাভাবিক নিয়মে।) নিশ্চয় সময়মত সালাত আদায় করা মুঅমিনদের ফরজ দায়িত্ব। (৪. নিসাঃ ১০৩)

জ্ঞাতব্যঃ ফরজ সালাতের পর রাসূল সাঃ কিছুক্ষন যিকর আযকার করতেন। এগুলোকে মাসনূন আযকার বা মাসনূন দোয়া বলা হয়। এ আযকার ও দোয়াসমূহ দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে বা অন্যভাবেও করা যায়। সালাতের পর সম্মিলিতভাবে কিছু পড়া বা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করা সুন্নতের পরিপন্থী।

শর্ত নম্বরঃ ৫. সালাত আদায়ের ৫ম শর্ত হচ্ছে কিবলার দিকে মুখ করা। ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদিকে মুখ করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

(হে নবী) আমি লক্ষ্য করছিঃ তুমি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছ। তাই তোমার পছন্দমত ক্বিবলাহ বদলে দিলাম। (এখন থেকে সালাতে) মুখ করবে মাসজিদ হারামের দিকে। তোমরা যেখানেই থাক মুখ করবে এদিকেই। আহলে কিতাব জানেঃ এটাই সঠিক (এটা তাদের কিতাবে উল্লেখ আছে) আল্লাহ বে-খবর নন তাদের কাজ সম্পর্কে। (বাক্বারাহঃ ১৪৪)

আইন ও বিধানঃ সালাত আদায়কালে মাসজিদ হারামের দিকে মুখ করা ফরজ। কোনো কারনে দিক ভুলে গেলে প্রথমে দিক নির্নয়ের চেষ্টা করতে হয়। যেমনঃ কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় বা কম্পাসের সাহায্য নিতে হয়। চেষ্টা করেও সম্ভব না হলে চিন্তা করে একদিক ঠিক করে নিতে হয়। এমতাবস্থায় সালাতের মধ্যে দিক জেনে গেলে বা চিন্তা বদলে গেলে সালাতের ভিতরেই দিক বদলে ফেলতে হয়। চিন্তা করে দিক ঠিক করে সালাত আদায়ের পর দিক নির্নয় ভুল প্রমানিত হলেও সালাত শুদ্ধ হয়ে যায়।

শর্ত নম্বরঃ ৬. সালাত আদায়ের ৬ষ্ঠ শর্ত হচ্ছে সতর ঢাকা। সাধ্য থাকা সত্ত্বেও সতর আবৃত না করে সালাত আদায় করলে এ সালাত শুদ্ধ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক মাসজিদে (সালাত ও তাওয়াফকালে সতর ঢেকে) তোমাদের সুন্দর্য বজায় রাখবে। তোমরা খাবে, পান করবে তবে ইসরাফ করবে না। কারন আল্লাহ ইসরাফ কারীদের পছন্দ করেন না। (আ'রাফঃ ৩১) উল্লেখ্য এখানে "সুন্দর্য" বলে বুঝানো হয়েছে সতর ঢাকা।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আসলে সতর কতটুকু এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে সুস্পষ্টভাবে কোনো সীমানা নির্ধারন করে দেওয়া হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

পুরুষের সতরঃ পুরুষের সতর নিয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি অভিমত পাওয়া যায়..

১. শুধু মলদ্বার ও মুত্রদ্বার ডেকে রাখাই যথেষ্ট। অর্থাৎ উড়ু সতরের অন্তর্গত নয় (দলীলঃ সূরা আ'রাফের ২২তম আয়াতের সাওআত শব্দ থেকে বুঝে নেওয়া এবং বুখারীর একটি হাদীছ। যেখানে আনাস রাঃ বলেছেনঃ একদা রাসূল সাঃ তদীয় উড়ু উন্মুক্ত করেছেন এবং আনাস রাঃ দেখেছেন। এতে বুঝা যায় উড়ু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।)

২. শুধু মলদ্বার ও মুত্রদ্বার ডেকে রাখা ফরজ তবে উড়ু ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। (কারণ উড়ু ঢেকে রাখার কথা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)

৩. পুরুষের সতর হচ্ছে নাভীর নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত। (এ অভিমতটি অনেক প্রসিদ্ধ।)

নারীর সতরঃ আজাদ নারীদের সতর হলঃ কব্জি পর্যন্ত হাত, মুখমণ্ডল ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। (এ মতটিই প্রসিদ্ধ তবে কারো কারো মতে হাত এবং মুখ মণ্ডল ও ডেকে রাখবে) মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে এসব অঙ্গ ঢেকে রাখবে। আর মাহরামদের জন্য মাথা, গলা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) সমস্ত হাত এবং হাটু পর্যন্ত পা সতর নয়। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর কোনো অঙ্গই সতর নয়।

দাসীর সতরঃ সাধারণ মানুষের জন্য দাসীদের সতরের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। আর তা হলো..

১. নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। একজন দাসী এতোটুকু ঢেকে সালাত আদায় করলেই সালাত হয়ে যাবে।

২. আজাদ নারী তার মাহরাম পুরুষের জন্য যতটুকু ঢেকে রাখে দাসীরা মালীক ছাড়া অন্য পুরুষ থেকে ততটুকু ঢেকে রাখবে।

শর্ত নম্বরঃ ৭. সালাতের ৭ম শর্ত হচ্ছে নিয়ত করা। নিয়ত ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। শুধু সালাত কেন, কোনো আমলই নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। তবে হানাফী ফিক্বহ মতে অযু ও গোসলে নিয়ত না করলেও পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। তবে নিয়ত ব্যতীত এর ছাওয়াব ও বরকত পাওয়া যাবে না। বর্নিত হচ্ছে..

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه

উ'মার বিন খাত্তাব রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সকল কাজই নিয়তের উপর (নির্ভরশীল।) প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যই হবে। আর যে দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করবে তার হিজরত এজন্যই হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মনের ইচ্ছাকে আরবীতে বলা হয় "নিয়্যাহ"। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে মিল রেখে বলা হয় নিয়ত। নিয়ত সম্পূর্ন মনের ব্যাপার, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতে হয় না বা করার নিয়ম নয়।

নিয়তের সর্ব নিম্ন রূপ হচ্ছেঃ মনের ইচ্ছা এতোটুকু প্রবল হবে যে, কেউ জিজ্ঞেস করলে তৎক্ষণাৎ বলতে পারবেঃ কোন সালাত আদায় করছে বা কি করছে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

অনুচ্ছেদঃ ৭. সালাতের আরকানসমূহ

প্রারম্ভিক কথাঃ আরকান শব্দটি আরবী রুকন শব্দের বহুবচন। রুকন অর্থ কোন, কোনা, মূলনীতি, মূল বিষয়, মূল ভিত্তি, ইত্যাদি। সালাতে যা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে করনীয়, যা না করলে সালাত হবে না, এমনসব বিষয়সমূহকে আরকান বলা হয়। সালাতে সাধারণত আমরা কিছু পড়ি আর কিছু করি। সালাতে যা করা হয় এবং যা পড়া হয় এসবের কোনোটি অপরিহার্য আর কোনোটি ঐচ্ছিক। অপরিহার্য কাজগুলো না করলে সালাত হয় না। আর ঐচ্ছিক কাজগুলো না করলেও সালাত হয়ে যায়। তবে করলে অতিরিক্ত ছাওয়াব পাওয়া যায়।
সালাতে যেসব কাজ অপরিহার্য, যা না করলে সালাত হবে না। এগুলোকে বলা হয় সালাতের "রুকন" বা মূল বিষয়। আর রুকন এর বহুবচন হচ্ছে "আরকান"।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ শাফিয়ী' ও মালিকী ফিক্বহ মতে সালাতে করণীয়সমূহ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ
(১) আরকান বা ওয়াজিবাত তথা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ।
(২) সুন্নাত তথা নবী সাঃ এর অনুকরণে করা ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ।
হানাফী ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে সালাতে করণীয় সমূহ তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ (১) আরকান (২) ওয়াজিবাত (৩) সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

আরকানঃ শাফিয়ী' ও মালিকী মতে আরকানু-স-সালাত এবং ওয়াজিবাতু-স-সালাত তথা সালাতের আরকান আর সালাতের ওয়াজিবাত একই বিষয়।
তবে হাম্বলী ফিক্বহ মতে আরকাত আর ওয়াজিবাত এক নয়। হাম্বালী মতে যেসব বিষয় কোনো অবস্থাতেই রহিত হয় না এগুলোকে আরকান বলা হয়। আর যেসব বিষয় ভুলে গেলে বা অজ্ঞতা বশত না করলে রহিত হয়ে যায় এবং সংশোধনী সাজিদাহ দিয়ে এ ভুল শুধরে নেয়া যায় এগুলোকে ওয়াজিব বলা হয়। হাম্বলী ফিক্বহ মতে সালাতের আরকান হচ্ছে..

» তাকবীর তাহরীমাহ,
» কিয়াম (দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা)
» সূরা ফাতিহাহ পাঠ করা,
» রুকু করা,
» রুকুতে ই'তিদাল (অর্থাৎ শান্তশিষ্টভাবে রুকু করা)
» ৭ অঙ্গের সমন্বয়ে সাজিদাহ (সাত অঙ্গ হচ্ছেঃ ২ হাতের তালু, ২ হাটু, ২ পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং কপাল ও নাকের সংযুক্ত হাড়)

» সাজিদায় ই'তিদাল (অর্থাৎ শান্তশিষ্টভাবে সাজিদাহ করা)
» দুই সিজদাহর মধ্যখানে বসা,
» সালাতের সকল আরকানে ত্বামানিয়্যাহ (সালাতের সকল আরকান ধীর স্থির ভাবে আদায় করা)
» শেষ বৈঠক,
» শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ,
» সালাত আ'লা-ন-নাবী (তাশাহহুদের পর দুরূদ পাঠ করা)
» তারতীব (সালাতের আরকানসমূহ ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা)
» সালাম (আসসালামু আলাইকুম বলে সালাত সমাপ্ত করা)

আর হাম্বলী মতে সালাতের ওয়াজিবাত হচ্ছে..

» তাহরীমাহ ছাড়া অন্যান্ন তাকবীরসমূহ,
» রুকু ও সিজদাহর তাসবীহ,
» তাসমী' (রুকুর পর "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলা)
» তাহমীদ (এরপর "রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ" বলা)
» সালাতে মাগফিরাত কামনা করা (সালাতের ভিতর নিজের পাপের জন্য কমপক্ষে একবার হলেও ক্ষমা চাওয়া)
» প্রথম বৈঠক,
» প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া (সূত্রঃ ইসলাম ওয়েব.নেট)

ফিক্বহী পরিভাষায় আরকান বা ফরজ বলা হয় ওইসব বিষয়কে যেগুলো অকাট্য দলীল (دليل قطعي) দ্বারা প্রমানিত। আর অকাট্য দলীল বলতে বুঝানো হয় আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় আবশ্যকভাবে করণীয় কিন্তু তুলনামূলক দুর্বল দলীল (دليل ظني) দ্বারা প্রমানিত হানাফী ফিক্বহ মতে এগুলোকে ওয়াজিব বলা হয়। আর ওয়াজিব এর বহুবচন হচ্ছে ওয়াজিবাত।

উস্বুলে ফিক্বহ তথা ফিক্বহের মূলনীতি অনুযায়ী মুতাওয়াতির মানের হাদীছ ছাড়া সাধারন সাহীহ হাদীছসমূহ অকাট্ট দলীল হিসেবে বিবেচিত হয় না। বরং তুলনামূলক দুর্বল দলীল (دليل ظني) হিসেবে বিবেচিত হয়।

হানাফী ফিক্বহ মতে সালাতের আরকান বা ফরজ হচ্ছে..

» তাকবীর তাহরীমাহ বলা,
» কিয়াম করা তথা দাড়ানো, (তবে কিয়ামের সাধ্য না থাকলে কিয়াম রহিত হয়ে যায়)
» কিরাত পড়া, (তবে কিরাতের সাধ্য না থাকলে কিরাত রহিত হয়ে যায়)
» রুকু করা, (পূর্ণ রুকু করার সাধ্য না থাকলে মাথার ইশারায় রুকু করতে হয়)
» সিজদাহ করা, (পূর্ণ সিজদাহ করার সাধ্য না থাকলে মাথার ইশারায় সিজদাহ করতে হয়)

» শেষ বৈঠক (তাশাহহুদ পড়তে যত সময় লাগে),
» সালাত সমাপ্ত করে সেচ্ছায় সালাত থেকে বের হওয়া।

বিঃ দ্রঃ = মাথার ইশারায় রুকু সিজদাহ করার মত সক্ষমতা না থাকলে সালাত রহিত হয়ে যায়।

হানাফী মতে সালাতের ওয়াজিবাত হচ্ছে..

» সূরা ফাতিহাহ পাঠ করা,
» এর সাথে অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করা,
» ক্বাওমাহ (রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো)
» জালছাহ (দুই সিজদাহর মধ্যখানে সোজা হয়ে বসা)
» সালাতের আরকান গুলো ধীরস্থির ভাবে আদায় করা,
» সালাতের আরকান সমূহের ক্রমিক অনুসারে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা,
» প্রথম বৈঠক,
» প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া,
» শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া,
» সালাম দ্বারা সালাত সমাপ্ত করা,

অনুচ্ছেদঃ ৮. সালাতে অনুকরণীয় নমুনা

প্রারম্ভিক কথাঃ সালাত আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান ইবাদাত। প্রতিটি ইবাদাতেরই নির্ধারিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। নির্ধারিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি মেনেই সালাত কায়েম করতে হয়। ইবাদাত, ইবাদাতের ধরন ও পদ্ধতি শিখাতে পাঠানো হয় নবী ও রাসূল। তাই রাসূল সাঃ এর অনুকরণই ইবাদাতের মূল কথা, একমাত্র অনুকরণীয় বিষয় ও একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। তাই আসুন! এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু বিধান জেনে নেই।

বিধানঃ ১. সালাত আদায়ের একমাত্র অনুকরণীয় নমুনা হচ্ছেন রাসূল সাঃ। আল্লাহর নবী যেভাবে, যে পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করেছেন আমাদের সবাইকেও ঠিক একইভাবে এবং একই পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করতে হবে। কোনো সালাত যদি নবী সাঃ একাধিক পদ্ধতিতে আদায় করে থাকেন তবে উনার পালনীয় সকল পদ্ধতিই আমাদের জন্য অনুকরণীয় পদ্ধতি হিসেবে গন্য হবে। রাসূল সাঃ এর অনুকরণ ব্যতীত অন্যভাবে সালাত আদায় করলে এ সালাত শুদ্ধ হবে না। দলীল হিসেবে হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي

মালিক বিন হু'ওয়ারিছ রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত (কায়েম) কর যেভাবে আমাকে সালাত (কায়েম) করতে দেখতেছ। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাত আদায় ও কায়েমের ক্ষেত্রে রাসূল সাঃই আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি যেভাবে সালাত আদায় ও কায়েম করেছেন আমরা ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় ও কায়েম করব। এটাই ইসলামী বিধান। এতে সকল ইমামগণ একমত, এ বিষয়ে নীতিগতভাবে কোনো দ্বিমত নেই। হাদীছ বা সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়..

সালাত আদায়কালে রাসূল সাঃ কোনো কোনো কাজ নানা সময়ে নানাভাবে করেছেন বা একেক সময়ে একেক দোয়া পড়েছেন। এর মানে হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, যাতে বিষয়টি আমাদের জন্য সহজ হয় এবং সময় ও সুযোগে আমরাও এমন করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ আজকাল অনেকে এসব বিষয় নিয়ে দল পাকান, দলাদলি করেন, দলবাজি করেন এবং এসব নিয়ে মুসলিম সমাজে বিদ্বেষ ও বিভাজন তৈরি করেন। আর এ অন্যায় কাজে অতি কৌশলে তারা মযহবকে ব্যবহার করে

থাকেন। আসলে এসব কোনো মযহবের শিক্ষা নয়। মযহব মাঝে মাঝে এসবের কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়েছে মাত্র, কখনো অন্যটিকে অবজ্ঞা, অবহেলা বা অমান্য করেনি। আসলে যারা এমন করে তাদের জ্ঞানের অভাব, বুঝের অভাব। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব থেকে হেফাজত করুক।

মনে রাখবেনঃ মুসলিমদের সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ। মুসলিম সমাজে ফাটল ধরানো, সমাজকে ভেঙ্গে দলাদলি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তির পথ। আর দলবাজি করা কুফর।

সালাতে যেসব কাজ রাসূল সাঃ কয়েক ভাবে করেছেন বা কয়েক ভাবে পড়েছেন আমরাও এসব কাজ কয়েক ভাবে করতে পারব বা এর যে কোনো একটি বেছে নিতে পারব। তবে অন্যটিকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করব না। কারণ সালাতের ব্যাপারে রাসূল সাঃ এর শিখানো পদ্ধতির বাইরে গিয়ে মনগড়া পদ্ধতি বানানো, মনগড়া সংযুক্তি বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেয়া মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

বিধান ২. নারী পুরুষের সালাতে পার্থক্যঃ এ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৭-এ আমরা আলোচনা করেছিঃ সালাতের জন্য আমাদের অনুকরণীয় নমুনা হচ্ছেন রাসূল সাঃ। তিনি পরিষ্কার বলেছেন "আমাকে যেভাবে সালাত (আদায় ও কায়েম) করতে দেখ তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত (আদায় ও কায়েম) কর"। এ হাদীছ পুরুষ নারী সবার জন্য অনুকরণীয়। কারন রাসূল সাঃ এ ব্যাপারে নারীর জন্য আলাদা কোনো নিয়ম বা পদ্ধতি বাতলে দেননি। এমনকি রাসূল সাঃ এর কোনো সাহাবীও এমনটি করেননি।

তাই নারী ও পুরুষের সালাতে পার্থক্য করা রাসূল সাঃ এর নীতি বহির্ভুত কাজ। শারীয়া'হ নীতিতে যা মনগড়া বা বিদয়া'ত হবার কথা। কিন্তু অনেক উলামা এমনটি করে থাকেন। তারা বলেনঃ নারীরা রুকু ও সিজদাহ করবে পুরুষের চেয়ে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে। তারা হাতকে দেহ থেকে আলাদা না করে জড়সড় হয়ে থাকবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ আমিলই এমনটি করে থাকেন।

আরবের প্রসিদ্ধ আলীম শাইখ মস্তফা আল-আ'দবী মহিলাদের সালাতের ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। নামঃ "জামিউ' আহকামি-ন-নিসা-"। ওই কিতাবে তিনি লিখেছেন-

قال الشيخ مصطفى العدوى في جامع أحكام النساء (١/ ٣٧٨) ما خلاصته : ذهب فريق من العلماء إلي أن المرأة تخالف الرجل في هيئات الركوع والسجود فقالوا :إنها تجمع نفسها ولا تجافي (ولا تباعد) وتضم فخذيها وغير ذلك لأن هذا أستر لها قال: لكن لم يرد أي دليل مرفوع إلي النبي صحيح السند يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل , وكذلك لم يرد شئ عن أصحاب النبي في ذلك فمن تمسك بالأصل سوى بين صلاة الرجل وصلاة المرأة لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي

ومن رأى أن المرأة تفارق الرجل في هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لها فله وجه ، وبه قال عدد كبير من السلف الصالح ، والله أعلم

একদল উলামা মনে করেনঃ নারীরা পুরুষের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে রুকু ও সিজদাহ করবে। তারা নিজের উড়ুকে দেহ থেকে আলাদা না করে জড়সড় হয়ে থাকবে। এটা তাদের পর্দার জন্য অধিক সহায়ক হবে। তবে এধরনের কথা সুন্নাতে ক্বাইমার তথা প্রতিষ্ঠিত সুন্নতের পরিপন্থী।

তাই যারা সুন্নাতে ক্বাইমার উপর অবিচল থাকতে চান তারা বলেনঃ সালাতের বেলায় নারী ও পুরুষ সমান। কারনঃ রাসূল সাঃ এর হাদীছ "আমাকে যেভাবে সালাত (আদায় ও কায়েম) করতে দেখ তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত (আদায় ও কায়েম) কর" নারী পুরুষ সবার জন্য সমান।

আর যারা সালাতের কিছু কিছু ব্যাপারে নারী পুরুষকে আলাদা করেন তারাও সংখ্যায় কম নয়। বরং সালাফদের একটি বড় অংশ। তাদের যুক্তি হচ্ছেঃ নারীরা সর্বদা তাই করবে যা তাদের পর্দার জন্য কল্যাণকর। তাদের এ যুক্তি একেবারে ফেলে দেবার নয়। (তবে সালাতের মত এতো গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে হাদীছের বিপরীতে শুধু যুক্তি বা কিয়াস কার্যকর হবে না।) (জামিউ' আহকামি-ন-নিসাঃ ১/৩৭৮)

বিঃ দ্রঃ = সালাতের কিছু বিষয়ে নারীদের ভিন্নতার ব্যাপারে যেসব দলীল পাওয়া যায় এগুলো সুন্নাতে ক্বাইমার বিপরিতে যায় তাই এগুলো দ্বারা আসলে ভিন্নতার বৈধতা প্রমান করা গেলেও ভিন্নতা নির্ধারন করা যাবে না মানে এমনভাবে বলা যাবে না যে ভিন্ন হতেই হবে তবে এমনভাবে বলা যাবে যে, নারী এসব কাজ ভিন্নভাবে করতে পারবে।

অনুচ্ছেদঃ ৯. সালাত আদায়ের নিয়ম ও পদ্ধতি

(স্বিফাতু-স-স্বালাত)

প্রারম্ভিক কথাঃ সালাত আদায় ও কায়েমের জন্য নির্ধারিত রীতিনীতি ও নিয়ম রয়েছে। এসব রীতিনীতি ও নিয়ম মেনেই সালাত আদায় ও কায়েম করতে হয়। রাসূল সাঃ এর বাতানো রীতিনীতি, নিয়ম ও তরিকাই সালাত আদায়ের সঠিক তরিকা, সঠিক নিয়ম ও সঠিক পদ্ধতি। রাসূল সাঃ এর বাতানো পদ্ধতি মেনে সালাত আদায় করলে এটাই হবে সঠিক সালাত। আর রাসূল সাঃ এর শিখানো পদ্ধতি ব্যতীত অন্যভাবে নামায পড়লে এটা সঠিক সালাত হবে না। এ ব্যাপারে (উপরের পাঠে উল্লেখিত হাদীছসহ) অনেক সাহীহ হাদীছ বর্নিত হয়েছে। যেমন..

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رجلاً دخل المسجد فصلَّى ورسولُ الله ﷺ في ناحية المسجد، فجاءَ فسلَّم عليه، فقال وعليك، ارجع فصلِّ فإنَّك لم تُصلِّ فرجع فسلَّم عليه فقال ارجعْ فصلِّ فإنَّك لم تُصلِّ فقال في الثالثة فعَلِّمني يا رسولَ الله فقال إذا قُمتَ إلى الصلاة فأسْبِغ الوضوء ثم استقبل القِبلة فكَبِّر ثم اقرأ بما تيسَّر معك مِن القرآن ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا ثم ارْفعْ حتى تستوي قاعدًا ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلِّها

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, একদা একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। রাসূল সাঃ তখন মসজিদের এক পাশেই বসা ছিলেন। (সালাত শেষে) লোকটি এসে সালাম করল। রাসূল সাঃ সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেনঃ যাও, আবার সালাত আদায় কর, কারণ তোমার সালাত হয়নি। লোকটি আবার (সালাত আদায় করল এবং) ফিরে এসে সালাম করল। রাসূল সাঃ সালামের উত্তর দিয়ে বললেনঃ যাও, আবার সালাত আদায় কর, কারণ তোমার সালাত হয়নি। (এভাবে) তৃতীয় (বা ৪র্থ) বারে লোকটি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূল সাঃ বললেনঃ তুমি যখন সালাতের ইচ্ছা করবে তখন প্রথমে উত্তমরূপে অযু করবে।

তারপর কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বলবে।

তারপর কুরআন থেকে যতটুকু সহজ মনে করবে পাঠ করবে।

তারপর রুকু করবে এবং ধীর স্থীরভাবে রুকু করবে। (লোকটি রুকু ও সিজদাতে একটু তাড়াহুড়া করেছিল)

তারপর উঠে দাঁড়াবে এবং দাঁড়ানো অবস্থায় স্থীর থাকবে। (অধিকাংশ মানুষই এখানে ভুল করে থাকে)

তারপর সিজদাহ করবে এবং ধীর স্থীরভাবে সিজদাহ করবে। (অনেকেই এখানে ভুল করে থাকে)
তারপর সিজদাহ থেকে উঠে বসবে এবং বসা অবস্থায় স্থীর থাকবে। (এখানেও অনেকে ভুল করে থাকে)
এবং প্রতিটি রাকায়াতে এমন করবে। (বুখারী ও মুসলিম। বিভিন্ন বর্ননায় শব্দগত সামান্য ভিন্নতা রয়েছে)
সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি ও ধারাবাহিকতা এক এক করে নিম্নে উল্লেখ করা হল..

বিধানঃ ১. "তাকবীর তাহরিমাহ"র বিধানঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে উদ্যত হল তাকে প্রথমে সালাতের শর্তসমূহ পুরন করতে হবে। তারপর সালাতের নিয়ত করতে হবে। তারপর তাকবীর বলে সালাত শুরু করবে। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
আলী রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, সালাতের তাহরীম হচ্ছে তাকবীর আর সালাতের তাহ'লীল হচ্ছে তাসলীম। (তিরমিযী, আবু-দাউদসহ অনেক কিতাবে হাদীছটি বর্নিত হয়েছে। যদিও এর অনেকগুলো সনদ দ্বাইফ তবে ১/২টি সনদ সাহীহও আছে)
শব্দ বিশ্লেষণঃ তাকবীর অর্থ মহত্ব বর্ননা করা আর তাহ'রীমাহ অর্থ হারাম করা। সালাতের সূচনাতে আল্লাহর মহত্ব বাণী উচ্চারণ করে সালাত শুরু করা হয় এবং এ তাকবীরের মাধ্যমে সালাত ব্যতীত অন্য সকল কাজ হারাম করে দেয়া হয়। তাই এটাকে তাকবীর তাহ'রীমাহ বাল হয়।
তাসলীম অর্থ সালাম দেয়া। সালাত শেষে সালাম দেয়া হয়। সালাতের শুরুতে তাকবীরের মাধ্যমে (সালাত ব্যতীত) যেসব কাজ হারাম করা হয়েছিল সালাত শেষে তাসলীমের মাধ্যমে ওইসব কাজ আবার হালাল হয়ে যায়। তাই সালামকে তাহ'লীল বলা হয়েছে। তাহ'লীল অর্থ হালাল করা আর তাসলীম অর্থ সালাম করা।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইমাম শাফিয়ী' মালিক ও আহমাদ রাহিঃর মতে সালাতের শুরুতে তাকবীর বলা ফরজ। তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে সালাত শুরু হয়ে যায়। আর ইমাম আবু-হানীফাহর মতে তাকবীর বলা সালাতের শর্ত, তাকবীরের পর সালাত শুরু হয়। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

আর সে প্রভুর নাম উল্লেখ করল তারপর সালাত আদায় করল। (আ'লাঃ ১৫)

এখানে প্রভুর নাম উল্লেখ করার পর সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায়ঃ তাকবীরের পর সালাত শুরু হয়। আয়াতে তাকবীর না বলে বলা হয়েছে "প্রভুর নাম"। তাই এ আয়াত বিশ্লেষণ করে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ বলেছেনঃ তাকবীর আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও বলা যায়।

তাকবীরের শব্দ চয়নঃ ইমাম মালিক রাহিঃর মতে তাকবীর তাহরীমায় শুধু একটি শব্দই বলতে হবে। আর তা হলঃ আল্লাহু আকবার। অন্য শব্দ দিয়ে তাকবীর তাহরীমাহ বলা যাবে না।

ইমাম শাফিয়ী' ও আহমাদ রাহিঃ বলেছেনঃ তাকবীর তাহরীমাহ হিসেবে দুইটি শব্দের যে কনোটি বলা যাবেঃ আল্লাহু আকবার অথবা আল্লাহু-ল-আকবার।

ইমাম আবু-ইউসুফ বলেছেনঃ চারটি শব্দের যেকোনোটি দিয়ে তাকবীর বলা যাবে। যেমনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু-ল-আকবার, আল্লাহু কাবীর, আল্লাহু-ল-কাবীর।

ইমাম আবু-হানীফাহ রাহীঃর মতে আল্লাহর মহত্ব বর্নিত হয় এমন যে কোনো শব্দ দিয়ে তাকবীর তাহরীমাহ বলা যাবে। এমনকি "আল্লাহু আকবারের স্থলে সুবহানাল্লাহ, বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে সালাত শুরু করলেও হয়ে যাবে"।
(দেখুনঃ বাংলা ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ নামাযের সেফাতের বিবরণ)

বিধানঃ ২. হাত উত্তোলনের বিধানঃ দুই হাত উত্তোলনকে আরবীতে বলা হয় "রাফউ'-ল-ইয়াদাইন" (দুই হাত উত্তোলন করা) আর উর্দু উচ্চারণে বলা হয় "রফে ইয়াদাইন"। সালাতে তাকবীর তাহরীমাহর সময়ে রাসূল সাঃ সাধারণত দুই হাত উত্তোলন করতেন। রাসূল সাঃ হাতকে কতটুকু উঠাতেন? এ ব্যাপারে তিন ধরনের হাদীছ পাওয়া যায়। যথা..

১. কান পর্যন্ত,
২. কানের লতি পর্যন্ত
৩. কাঁধ বরাবর।

কোনো কোনো বর্ননায় এসেছে রাসূল সাঃ সালাতে শুধু ১ বার হাত উত্তোলন করতেন, কোনো কোনো বর্ননা মতে ২ বার, আর কোনো কোনো বর্ননা মতে ৩ বার হাত উত্তোলন করতেন। বর্নিত হচ্ছে..

أخبرنا سويد بن نصرقال أنبأناعبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجرأخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى

ওয়াইল বিন হু'জর রাঃ বলেনঃ একদা আমি বললামঃ আমি অবশ্যই রাসূল সাঃ এর সালাত ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখব, তিনি কীভাবে সালাত আদায় করেন? সুতরাং আমি দেখলামঃ তিনি দাড়ালেন, তাকবীর বললেন এবং দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করলেন। অতঃপর বাম হাতের কব্জি ও বাহুর উপর ডান হাত রাখলেন। রুকু করার প্রাক্কালে তিনি অনুরূপভাবে পুনরায় দুই হাত উত্তোলন করলেন। আর (রুকুতে) তিনি দুই হাত দুই হাটুর উপর রাখলেন। অতঃপর যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখনো অনুরূপভাবে পুনরায় দুই হাত উত্তোলন করলেন। তারপর সিজদাহ করলেন এবং দুই হাত কানের লতি বরাবর রাখলেন। অতঃপর (সিজদাহ সমাপ্ত করে) বাম পা বিছিয়ে বসলেন তখন বাম হাত বাম রান ও হাটুর উপর রাখলেন..(সুনান নাসাঈ)

عند الترمذي وأحمد وأبي داود ونصه أن عبد الله بن مسعود قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله ﷺ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة

ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي بلفظ وصليت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح

ومن طريق البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) وروى مثله أبوهريرة

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ একদা বললেনঃ "আমি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাঃ এর সালাত আদায় করছি। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং শুধু একবারই (অর্থাৎ তাকবীর তাহ'রীমাহর সময়েই) হাত উত্তোলন করলেন"।
(তিরমিযী, আহমাদ ও আবু-দাউদ)

দার ক্বুতনী এবং বাইহাক্বীও হাদীছটি বর্ননা করেছেন, উনাদের শব্দ হচ্ছে (আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ বলেছেনঃ) আমি নবী সাঃ, আবু-বকর এবং উমরের সাথেও সালাত আদায় করেছি। উনারা শুধু শুরুতেই হাত উত্তোলন করতেন। বারা বিন আ'যিব এবং আবুহুরাইরাহ রাঃ থেকেও এমন বর্ননা পাওয়া যায় যে, রাসূল সাঃ যখন সালাত শুরু করতেন কেবল তখনই দুই হাত কানের কাছাকাছি উঠাতেন, এরপর আর এর পুনরাবৃত্তি করতেন না।

হাদীছটির সনদ পর্যালোচনাঃ উল্লেখিত হাদীছগুলোর সনদে নির্ভরযোগ্যতা পাওয়া যায়নি। তাই হাফিজ ইবন হাজার আল-আ'ছক্বালানী এবং ইবনু-ল-ক্বাইয়্যিম রাহিঃ উভয়েই এগুলোকে মাওদ্বু' বলেছেন। উনাদের মতামত নিম্নরূপঃ

قال ابن حجر في تلخيص الحبير أنه «مقلوب موضوع» فما مقصوده من ذلك؟

قال ابن القيم في المنار المنيف «ومن شم روائح الحديث على بعد شهد بالله أنه موضوع» فهل هذا من باب نقد المتن؟

হাত উত্তোলনের ব্যাপারে অন্য হাদীছে বর্নিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

সালিম বিন আব্দুল্লাহ উনার পিতা থেকে বর্ননা করেছেনঃ রাসূল সাঃ যখন সালাত শুরু করতেন তখন দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনো একইভাবে দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং বলতেনঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ" "রাব্বানা ওয়া লাকা-ল-হা'মদ"। তবে সিজদাহর সময় এমন করতেন না। (বুখারীঃ ৭৩৫,৭৩৬,৭৩৭,৭৩৮,৭৩৯। ইমাম বুখারী বিষয়টির জন্য আলাদা তিনটি বাব (অনুচ্ছেদ) স্থাপন করেছেন)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ তাকবীর তাহরীমাহর সময়ে হাত উত্তোলন করা সুন্নত। করলে ছাওয়াব হবে আর না করলে সালাত নষ্ট হবে না বা মাকরূহ হবে না। হাত কাঁধ বরাবর বা কান বরাবর উঠানো যাবে।

হানাফীদের মতে সালাতে শুধু একবার হাত উত্তোলন করা সুন্নত। (তবে হানাফী ইমামগণ রুকুর আগে বা পরে হাত উত্তোলন করতে নিষেধ করেননি বা মাকরূহ বলেননি)

আর অন্য ইমামগণের মতে তাকবীর তাহ'রীমাহ কালে, রুকুর আগে ও পরে হাত উত্তোলন করা সুন্নত। (তবে হাত না উঠালে সালাত হবে না বা মাকরূহ হবে, এমন কথা কোনো ইমামই বলেননি। আসলে এ ইখতিলাফ বা ভিন্নমত শুধুই পছন্দের বা প্রাধান্যের ব্যাপার। এনিয়ে দলাদলি করা বা দল পাকানো মোটেই কাম্য নয়।)

পর্যালোচনাঃ আসলে হাত উত্তোলনের ব্যাপারে রাসূল সাঃ থেকে তিন ধরনের হাদীছ পাওয়া যায়।

» কিছু হাদীছে দেখা যায়ঃ সালাতের সূচনা ছাড়া অন্য সময়ে হাত উত্তলনে নিষেধ করা হয়েছে। এসব হাদীছের সনদে অনেক সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।

» কিছু হাদীছে দেখা যায়ঃ রাসূল সাঃ এবং সাহাবাগণ রুকুর আগে ও পরে হাত উত্তোলন করেছেন।

» কিছু হাদীছে দেখা যায়ঃ সাহাবাগণ রাসূল সাঃ এর সালাতের বর্ননা দিচ্ছেন এবং শুধু একবারই হাত উত্তোলন করেছেন। এমন হাদীছের সনদও বিশুদ্ধ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে বিষয়টি নিয়ে অনেক জটলা পাকানো হয়। কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেই জটিল নয়। হানাফী কোনো ইমাম

বলেননিঃ রুকুর আগে বা পরে হাত উত্তোলন করলে সালাত হবে না বা সালাত মাকরূহ হবে। অন্যকোনো ইমামও বলেননিঃ হাত না উঠালে সালাত হবে না বা মাকরূহ হবে।

আসল কথা হচ্ছেঃ সাহীহ হাদীছে বর্নিত হয়েছে রাসূল সাঃ হাত উত্তোলন করেছেন। তাই রাসূল সাঃ এর অনুকরণে সুন্নত মনে করে রুকুর আগে বা পরে হাত উত্তোলন করলে মোটেই মন্দকাজ হবে না।

আবার অনেক সাহীহ হাদীছে হাত উত্তোলনের কথা উল্লেখ নাই। তাই রাসূল সাঃ এর অনুকরণে হাত না উঠালেও সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক দলকানা লোক এসব বিষয়ে শুধু শুধু তিলকে তাল বানিয়ে উম্মতকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই এদের থেকে সাবধান থাকাই আমাদের জন্য কল্যাণ কর।

বিঃ দ্রঃ = সালাতে রাফু'-ল-ইয়াদাইন করতে গিয়ে কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা যায়, আবার কানের লতি পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা যায়, আবার কাঁধ বরাবরও হাত উত্তোলন করা যায়। এ ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সকলেরই এখতিয়ার থাকে। আমাদের সমাজে যে ভাবে পুরুষের জন্য কান পর্যন্ত আর নারীর জন্য কাধ পর্যন্ত হাত উত্তোলনকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে আসলে বিষয়টি এমন নয়।

বিধানঃ ৩. কিয়ামের বিধানঃ সালাতের আরো একটি রুকন হল কিয়াম। কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো। দাঁড়ানো সালাতের অন্যতম ফরজ। ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে শুরু করতে হয়, দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহাহসহ অন্য সুরাহ বা আয়াত তিলাওয়াত করতে হয়। এটাই রাসূল সাঃ থেকে চলমান বিশুদ্ধ পদ্ধতি। ইরশাদ হচ্ছে..

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সালাতের হেফাজত করবে, বিশেষ করে ওয়ুস্তা (মধ্যম বা উত্তম) সালাতের। আর (সালাতে) দাড়াবে শুধুই আল্লাহ্ জন্য, অনুগত হয়ে/নিশ্চুপ হয়ে। (২. বাক্বারাহঃ ২৩৮)

রাসূল সাঃ এর সালাতের বিবরণী দিয়ে যত হাদীছ বর্নিত হয়েছে এর সবকটিতেই কিয়ামের বর্ননা আছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ফরজ সালাতে দাঁড়ানো ফরজ। মুসল্লি যদি দাড়াতে সক্ষম হয় এবং তথাপিও না দাড়ায় তবে ফরজ সালাত হবে না। তবে ফরজ ব্যতীত অন্য সালাত বসেও আদায় করা যায়। কেউ দাড়াতে সক্ষম না হলে বা স্বাস্থ্য ঝুকি দেখা দিলে বসে বসে সালাত আদায় করতে পারবে, আর বসতে সক্ষম না হলে বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে শোয়ে শোয়ে সালাত আদায় করতে পারবে। কারন

মহান আল্লাহ্ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপিয়ে দেন না। এটা হচ্ছে শারয়ী' বিধানের অন্যতম মূল সূত্র। আল-কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে..

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ্ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপিয়ে দেন না.. (২. বাক্বারাহঃ ২৮৬) তাই..

» বসে সালাত আদায়কালে সামনের দিকে সামান্য ঝুকে রুকু করবে, সম্ভব হলে পূর্ন সিজদাহ করবে। পূর্ন সিজদাহ করতে সক্ষম না হলে মাথার ইশারায় সিজদাহ করতে পারবে।

» রুকু সিজদাহ ইশারায় করলে রুকুতে কম ঝুকবে আর সিজদায় বেশী ঝুকবে।

» শোয়ে সালাত আদায় করলে কিবলাহর দিকে পা দিয়ে চিত হয়ে এমনভাবে শোবে যেন সোজা দাড়ালে মুখ কিবলার দিকে হয়। অথবা কিবলাহর দিকে মুখ করে ডান কাতে শোবে। শোয়ে সালাত আদায় করলে রুকু সিজদায় মাথা দিয়ে ইশারা করবে অর্থাৎ মাথা সামান্য ঝুকাবে।

» মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হলে আর সালাত করতে হবে না। যে ব্যক্তি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম নয় তার উপর থেকে সালাত রহিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় একদিন পার হয়ে গেলে মানে ৫ সালাতের বেশী ছুটে গেলে আর কাজা আদায় করতে হবে না। আর ৫ সালাতের কম ছুটলে সুস্থ হবার পর কাজা করবে। (উপরে ছুটে যাওয়া সালাত অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

চেয়ারে বসে সালাতঃ ফরজ সালাতে কিয়াম করা তথা দাড়ানো সালাতের রুকন। শারীয়া'হ কর্তৃক গ্রহনযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া ফরজ সালাতে দাড়ানো মিস করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। তাই দাড়িয়ে সালাত আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায়কালে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করলে হবে না। যদিও তাত্বাওয়্যু' (ফরজ ব্যতীত অন্য) সালাতে না দাড়ালেও সালাত হয়ে যায়। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً يوتِرُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ إلَّا في آخرِهنَّ متَّفقٌ عليهِ وكحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّهُ ﷺ كانَ يصلِّي من اللَّيلِ تسعَ ركَعاتٍ لا يجلسُ فيها إلَّا في الثَّامنةِ فيذكرُ اللَّهَ ويحمَدُهُ ويدعوهُ ثمَّ ينهضُ ولا يسلِّمُ ثمَّ يقومُ فيصلِّي التَّاسعةَ ثمَّ يقعدُ فيذكرُ اللَّهَ ويحمدُهُ ويدعوهُ ثمَّ يسلِّمُ تسليمًا يسمِعُناهُ ثمَّ يصلِّي ركعتينِ بعدما يسلِّمُ وهوَ قاعدٌ فتلكَ إحدى عشرةَ ركعةً فلمَّا أسنَّ

رسولُ اللَّهِ ﷺ وأخذهُ اللَّحمُ أوترَ بسبعٍ وصنعَ في الرَّكعتينِ مثلَ صُنعِهِ في الأولى وفي لفظٍ عنها فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأخذهُ اللَّحمُ أوترَ بسبعِ ركعاتٍ لم يجلس إلَّا في السَّادسةِ والسَّابعةِ ولم يسلِّمْ إلَّا في السَّابعةِ وفي لفظٍ صلَّى سبعَ ركعاتٍ لا يقعدُ إلَّا في اٰخرِهنَّ

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن القيم المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : ٣١٣/٢ خلاصة حكم المحدث : صحيح

(আইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত) রাসূল সাঃ রাতে মোট **১৩** রাকায়াত সালাত আদায় করতেন, এরমাঝে ৫ রাকায়াত বিতর করতেন এবং এর শেষ রাকায়াতের আগে বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি সাঃ রাতে ৯ রাকায়াত সালাত আদায় করতেন এবং ৮ম রাকায়াতের আগে বসতেন না, তারপর (৮ম রাকায়াত সমাপ্ত করার পর) বসে আল্লাহর যিকর করতেন, হামদ করতেন এবং দোয়া করতেন, তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাড়াতেন এবং ৯ম রাকায়াত সমাপ্ত করে আবার বসে আল্লাহর যিকর করতেন, হামদ করতেন এবং দোয়া করতেন, তারপর সালাম করতেন যা আমরাও শুনতে পেতাম। অতঃপর বসে বসে আরো ২ রাকায়াত পড়তেন, এ হচ্ছে **১১** রাকায়াত।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, যখন তার শরীর দুর্বল হয়ে এলো তিনি তখন ৭ রাকায়াত বিতর পড়তেন এবং ৬ষ্ঠ রাকাতে **১**বার বসলেও সালাম ফিরাতেন না, ৭ম রাকায়াত সমাপ্ত করার পর সালাম ফিরাতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ তিনি ৭ রাকায়াত পড়তেন এবং ৭ম রাকায়াতের আগে বসতেন না। (সবগুল বর্ননাই সাহীহ)

দাড়াতে না পারলে করণীয়ঃ দাড়াতে না পারলে বসে বসে সালাত আদায় করবে আর বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো ব্যক্তির যদি কমরে বা পিছনের হাড়ে সমস্যা হয় এবং সাধারনভাবে বসতে সক্ষম না হয় বা বসলে যদি স্বাস্থ্য ঝুকি বেড়ে যায়। অথবা কোনো ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে বসতে পারে, দাড়াতে পারে, চলতেও পারে। তবে তার অবস্থা এমন যে, সে উঠলে বসতে পারে না বা বসলে উঠতে পারে না। এমতাবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। যেমনঃ

» একব্যক্তি দাড়াতে পারে তবে বসতে পারে না বা রুকু সিজদাহ করতে পারে না। সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর রুকু সিজদাহ ও বসার সময় চেয়ারে বসবে এবং ইশারায় রুকু সিজদাহ করবে।

» একব্যক্তি দাড়াতে পারে না। সাধারনভাবে বসতেও পারে না। দাড়ালে মাথায় চক্কর দেয় বা বসলে কমরে ব্যথা করে। সে চেয়ার ব্যবহার করতে পারবে।

» একব্যক্তি দাড়াতেও পারে, বসতেও পারে। তবে উঠাবসা করতে সমস্যা হয়। মানে বসলে উঠতে পারে না বা উঠলে বসতে পারে না। সে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করতে পারবে।

বিধানঃ ৪. সালাতে হাত বাধার বিধানঃ তাকবীর তাহরীমাহর পর বুকে বা পেটে হাত বাধা অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় নয়। তাই বিষয়টি নিয়ে বিবাদ করা বা বাড়াবাড়ি করা বা দলাদলি করা মোটেই কাম্য নয়। তাকবীর তাহরীমাহর পর ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে হাত বেঁধে নেওয়া উত্তম। বর্নিত হয়েছে..

حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة « رواه البخاري

সাহাল বিন সা'দ রাঃ বলেছেনঃ (রাসূল সাঃ এর সময়ে) মানুষকে আদেশ দেওয়া হত তারা যেন সালাতে বাম বাহুর উপর ডান হাত রাখে। (বুখারী)

حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا كان قائماً قبض بيمينه على شماله. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني

ওয়াইল বিন হুজর রাঃ বলেছেনঃ আমি দেখেছি রাসূল সাঃ (সালাতে) দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতেন। (আবু-দাউদ, নাসায়ী। হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে হাত বাধা সুন্নত, এতে সকল ইমাম একমত। শুধু ইমাম মালিক রাঃর একটি অভিমত হচ্ছে হাত বাঁধা সুন্নত নয়, অনুমোদিত। হাত বাধলে ছাওয়াব পাওয়া যায় আর না বাধলে কোনো সমস্যা নেই। সালাতে হাত কোথায় বাঁধতে হবে? এনিয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। শাফিয়ী'দের মতে হাত বুকের উপর বাধবে। শাফিয়ীদের দলীল..

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. روى ابن خزيمة (٤٧٩)صححه الألباني في «تحقيق صحيح ابن خزيمة

ওয়াইল বিন হুজর রাঃ বলেনঃ আমি রাসূল সাঃ এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপর বাধতেন। (সাহীহ ইবনু খুজাইমাহঃ ৪৭৯, হাদীছটি সাহীহ)

হানাফীদের মতে হাত বাধবে নাভীর নীচে। দলীল..

حديث علي رضي الله عنه أنه قال: مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما

আবু-দাউদের এক বর্ননায় আলী রাঃ বলেছেনঃ সুন্নাহ হচ্ছে ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে নাভীর নীচে রাখা। (ইমাম নববী এবং ইবন হাজর রাহিঃসহ আরো অনেকেই বলেছেনঃ হাদীছটি দ্বাইফ)

ইমাম আহমদ রাহিঃ থেকে এক মত পাওয়া যায়ঃ হাত নাভীর উপরে রাখবে। (আল-ইসলামঃ সুওয়াল ও জাওয়াবঃ ৫৯৯৫৭)

পর্যালোচনাঃ আসলে সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধতে পারবে, নাভীর নীচে হাত বাঁধতে পারবে, নাভির উপরেও হাত বাঁধতে পারবে। ইসলামী শারীয়া'হ বিষয়টিকে আমাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে, যেন আমরা যে কোনোটি বেছে নিতে পারি, আমরা যেন সুযোগ পাই। সুতরাং কে কোথায় হাত রাখবে? এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে দ্বীনের বা শারিয়া'হর তেমন কিছু যায় আসে না। যার যেখানে ইচ্ছা হাত রাখতে পারবে। তবে এনিয়ে দলাদলি করা বা উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করা মোটেই কাম্য নয়। বরং সবার উচিত সবাইকে মেনে নেওয়া এবং এ বিষয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ না হয়ে মনমানসিকতাকে উন্মুক্ত ও উদার রাখা।

বিঃ দ্রঃ = সালাতে বুকের উপরও হাত বাধা যায়, আবার নাভীর উপরে বা নীচেও হাত বাধা যায়, আবার হাত না বাধলেও সালাত আদায় হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সকলেরই এখতিয়ার থাকে। আমাদের সমাজে যে ভাবে পুরুষের জন্য পেটে আর নারীর জন্য বুকে হাত বাধা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে আসলে বিষয়টি এমন নয়।

বিধানঃ ৫. সালাতে ছানা পাঠের বিধানঃ ছানা অর্থ আল্লাহর মহিমা বর্ননা করা। সালাতের শুরুতে তাকবীরের পর আল্লাহর মহিমা বর্ননা করা সুন্নত। এ মহিমা বর্ননা করাকে ছানা বলা হয়। রাসূল সাঃ সালাতে একাধিক ছানা পাঠ করতেন। তিনি কখনো এই ছানা পড়তেন কখনো ওই ছানা। যেমন..

১ম ছানাঃ

حدثنامحمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث

আবু-সাইদ আল-খুদরী রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ রাতে সালাতে দাড়ালে তাকবীর বলার পর বলতেনঃ "সুবহা'নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহা'মদিকা ওয়া তাবারাকা-স-মুকা, ওয়া তায়া'লা জাদ্দুকা, ওয়া লা-ইলাহা গা'ইরুক" (হে আল্লাহ্! তুমি মহিয়ান, সকল প্রশংসার মালিক শুধুই তুমি, তোমার নাম মহান, তোমার মর্যাদা মহিয়ান, তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নাই) (তিরমিযীঃ ২৪২, সালাত অধ্যায়।)

এ ব্যাপারে অনেক সাহাবী থেকে হাদীছ বর্নিত হয়েছে। হাদীছের সনদ বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (আল-ক্বাত্তান) এ হাদীছের রাওয়ী আলী বিন আলী আল-রিফায়ী'র সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ রাহিঃ বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ নয়।

২য় ছানাঃ

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

আলী বিন আবু-তালিব রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ সালাতে দাড়ালে বলতেনঃ "ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া.."

অর্থাৎঃ আমি আমার মুখ একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত

(ইবাদাত) আমার নুসুক (আরাধনা) আমার জীবন, আমার মরণ, সর্বজগতের মালিক আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নাই, আমাকে এমন (বিধান মেনে নিতে) আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি মুসলিমদের একজন।

হে আল্লাহ্! তুমিই মালিক, তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নাই। তুমি আমার মালিক, আমি তোমার গোলাম। আমি নিজের উপর অবিচার করেছি, আমি আমার পাপ স্বীকার করে নিচ্ছি। আমার সকল গোনাহ মাফ করে দাও, তুমি ব্যতীত পাপ মোচন করার কেউ নাই। আমাকে দান কর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট, তুমি ব্যতীত কেউ এটা দিতে পারবে না। মন্দ স্বভাব থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, মন্দ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তুমি ছাড়া। বান্দা হাজির, সকল মহিমা তোমার, তোমার হাতেই সকল কল্যাণ। কোনো মন্দ তোমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমি তোমার (দাস) এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি মহান ও মহিয়ান, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে ধাবিত হচ্ছি। (মুসলিমঃ ৭৭১)

৩য় ছানাঃ ছানা পাঠকালীন সময়ে দোয়া করে মহান আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়াও যায়। বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে (কিছুক্ষন) চুপ থাকতেন। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার তরে নিবেদিত। (আমি লক্ষ্য করেছি) তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে আপনি চুপ থাকেন, তখন কি পড়েন?

রাসূল সাঃ বললেনঃ আমি বলিঃ "আল্লাহুম্মা বা-ই'দ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বায়া কামা- বা-আ'ত্তা বাইনা-ল-মাশরিক্বি ওয়া-ল-মাগ'রিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিনা-ল-খাত্বায়া কামা- য়ুনাক্বক্বা-ছ-ছাউবু-ল-আবইয়াদ্বু মিনা-দ-দানাস। আল্লাহুম্মাগ'সিল খাত্বায়া বি-ল-মা-ই ওয়া-ছ-ছালজি ওয়া-ল-বারদি।"

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার আর আমার পাপের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে দাও, যেমন দূরত্ব তৈরি করেছ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে। হে আল্লাহ্! আমাকে পাপ মুক্ত কর, যেমন পরিচ্ছন্ন কাপড় ময়লা মুক্ত হয়। হে আল্লাহ্! আমার পাপকে ধোয়ে দাও পানি দিয়ে, বরফ দিয়ে, তোষার দিয়ে। (বুখারীঃ ৭৪৪, মুসলিমঃ ৫৯৮)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে ছানা পাঠ করা সুন্নত। ছানা পাঠ করলে অনেক ছাওয়াব হয় এবং মহান আল্লাহ্ তায়া'লা খুশী হন। তবে ছানা পাঠ না করলেও সালাত হয়ে যায়। সালাতে ছানা নির্ধারিত নয়। যে কোনো ছানা পাঠ করলেই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

বিধানঃ ৬. সালাতে ফাতিহা'হ পাঠের বিধানঃ সালাতে সূরা ফাতিহা'হ পাঠ করা আবশ্যক। ফাতিহা'হ পাঠ না করলে সালাত শুদ্ধ হয় না। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

উবাদাহ বিন স্বামিত রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফাতিহা'তু-ল-কিতাব (সূরা ফাতিহা'হ) পাঠ করল না তার সালাত হবে না। (বুখারীঃ সিফাতু-স-সালাত)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ফিক্বহ মতে সালাতে সূরা ফাতিহা'হ পড়া ওয়াজিব। আর অন্য ফিক্বহ মতে রুকন।

প্রাসঙ্গিক কথাঃ ১. সূরা ফাতিহা'হ পড়ার আগে আউ'যু বিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ বলতে হয়। এটা মুস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক কথাঃ ২. ইমামের পিছনে সালাত আদায় করলে সুরাহ ফাতিহা'হ পড়া নিয়ে কুরআন বা হাদীছের বর্ননা সুনির্দৃষ্ট নয় বরং ভিন্ন মুখী, তাই এ ব্যাপারে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়। যথাঃ

এক মতে ইমাম মুক্তাদি সবাইকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এ মতের দলীল হলঃ

عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال صلي رسول الله ﷺ الصبح فثقلت عليه القراة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله أي والله. قال فلا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

উ'বাদাহ বিন স্বামিত রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা (আমাদের নিয়ে) সকালের সালাত আদায় করলেন। (সালাতে) কিরাত পাঠ তার কাছে কঠিন লাগল। সালাত সমাপ্ত করে তিনি বললেনঃ আমি লক্ষ্য করছিঃ তোমরা ইমামের পিছনে কিরাত পড়ছ। আমরা বললামঃ জি হাঁ..! আল্লাহর কসম! (আমরা তাই করি) রাসূল সাঃ বললেনঃ এমন করবে না। তবে শুধু উম্মু-ল-কুরআন পড়ে নেবে। কারনঃ যে এটা পড়বে না তার সালাত হবে না। (তিরমিযীঃ ৩১১। হাদীছটি সাহীহ।) রাসূল সাঃ এর কথাঃ "যে ব্যক্তি উম্মু-ল-কুরআন পড়বে না তার সালাত হবে না" এর বিশ্লেষণে সাহাবী উ'বাদাহ বিন স্বামিত রাঃ বলেছেনঃ একা সালাত পড় বা ইমামের সাথে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা'হ পড়তে হবে। সুতরাং ইমাম মালিক, শাফিয়ী', আহমাদ, ইসহাক্ব এবং হানাফী ইমামগণের মাঝে আব্দুল্লাহ বিন

মুবারকসহ ফিক্বহের প্রসিদ্ধ অনেক ইমামই এ মত পোষণ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেছেনঃ আমি ইমামের সাথে সূরা ফাতিহা'হ পড়ি, অন্য সকলেও পড়ে, শুধু কুফাবাসী কিছু মানুষ ব্যতীত। তবে আমি মনে করি কেউ না পড়লেও তার সালাত হয়ে যাবে। (দেখুন তিরমিযীঃ ৩১২তম হাদীছের পর)
আর অন্য মতেঃ ফাতিহা'হ শুধু ইমাম পড়বে। মুকতাদি ফাতিহাহ পড়বে না। উনাদের দলীল..

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন তোমরা শোনবে এবং চুপ থাকবে, এতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (৭ আ'রাফঃ ২০৪) যেহেতু ইমাম সাহেব পাঠ করছেন তাই অন্যদের চুপ থাকতে হবে।

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله قال اني اقول ما لي انازع القران؟ قال فانتهي الناس عن القرأة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ উচ্চস্বরে কিরাত পড়তেন এমন এক সালাত সমাপ্ত করে বললেনঃ তোমাদের কেউ কি এখনো আমার সাথে কিরাত পড়? এক ব্যক্তি বললঃ জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাঃ বললেনঃ তাই তো আমি বলিঃ কি হল, কুরআন আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে কেন? মানুষ তখন থেকে রাসূল সাঃ এর সাথে কিরাত পড়া ছেড়ে দিল যেসব সালাতে রাসূল সাঃ উচ্চস্বরে কিরাত পড়তেন। (তিরমিযীঃ ৩১২)
রাসূল সাঃ যে বলেছেনঃ "ফাতিহা'হ না পড়লে সালাত হবে না" এর বিশ্লেষণে সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেছেনঃ একা সালাত আদায় করলে ফাতিহা'হ না পড়লে সালাত হবে না। আর ইমামের সাথে সালাত আদায় করলে ফাতিহা'হ পড়তে হবে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিঃ ও একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদিও তিনি বলেছেনঃ ইমামের পিছনেও ফাতিহা'হ পড়তে হবে। (দেখুন তিরমিযীঃ ৩১২তম হাদীছের পর ইমাম তিরমীর মন্তব্য।)
ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

বিধানঃ ৭. সালাতে আমীন বলার বিধানঃ সালাতে সূরা ফাতিহা'হ পাঠ করার পর "আমীন" বলা সুন্নত। ইমাম, মুক্বতাদী, মুনফারিদ, সবাই "আমীন" বলবে। সালাতের বাইরে সূরা ফাতিহা'হ পাঠ করলেও এটা সমাপ্ত করে "আমীন" বলা উচিত। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا فإنَّه مَن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (সালাতে) ইমাম যখন "আমীন" বলবে তোমরাও তখন "আমীন" বলবে। কারনঃ (তখন ফিরিস্তারাও আমীন বলে। তোমাদের) যার "আমীন" ফিরিস্তাদের "আমীন" এর সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারীঃ ৭৮০, মুসলিমঃ ৪১০)
ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইমাম নববী লিখেছেনঃ উম্মতের সর্বসম্মত মত হলঃ মুনফারিদ (একা সালাতরত ব্যক্তি) "আমীন" বলবে, ইমাম "আমীন" বলবে, মুক্বতাদী (জামায়াতে সালাত আদায়কারী) ও "আমীন" বলবে। (শারহু মুসলিমঃ ৪/১৩০)

পর্যালোচনাঃ সুন্নাহ হচ্ছে সূরা ফাতিহা'র পর "আমীন" বলা। "আমীন" উচ্চস্বরেও বলা যায়, আবার চুপি চুপিও বলা যায়। উচ্চস্বরে বললেও আল্লাহ্ শোনেন, আবার চুপি চুপি বললেও শোনেন। তবে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ চুপে চুপে পড়া পছন্দ করেছেন। কারনঃ "আমীন" সূরা ফাতিহা'র অংশ নয়। আর অনেক উলামা উচ্চস্বরের কিরাতে উচ্চস্বরে "আমীন" বলাকে পছন্দ করেছেন। কারন..

عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزُّبيرِ يؤمِّنُ على أثرِ أمِّ القرآنِ؟ قال: نعم، ويؤمِّنُ مَن وراءَهُ حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً

ইবনু জুরাইজ রাহিঃ বলেনঃ একদা আমি আ'ত্বা রাহি.-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ কি উম্মুল-ল-ক্বুরআনের (সূরা ফাতিহা'র) পর "আমীন" বলতেন? তিনি বললেনঃ হাঁ, (তিনি নিজেও বলতেন) আর পিছনের লোকেরাও "আমীন" বলত। এমনকি (সবাই একত্রে "আমীন" বলার কারনে) মসজিদে গুঞ্জন উঠত। (বুখারী)

হুঁশিয়ারিঃ সালাতে "আমীন" বলা মুস্তাহাব জাতীয় সুন্নাহ (এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত) আর উম্মতের ঐক্য বজায় রাখা ফরজ। (যদিও "আমীন" বলার পছন্দনীয় ধরন নিয়ে সামান্য দ্বিমত রয়েছে। এই দ্বিমতকে মেনে নিয়ে সবাই তার পছন্দের মত গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, এটাই স্বাভাবিক) কিন্তু "আমীন" উচ্চস্বরে বলতে হবে, না চুপিস্বরে? এ নিয়ে দলাদলি করে উম্মতের মাঝে বিবাদ ও বিভাজন তৈরি করা কোনো অবস্থাতেই গ্রহনযোগ্য নয়।

বিধানঃ ৮. সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের বিধানঃ সালাতে কুরআন পাঠ করা আবশ্যক। সালাতে আল-কুরআনের যে কোনো জায়গা থেকে যতটুকু ইচ্ছা পাঠ করা যায়। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন..

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

(সালাতে) ..পাঠ কর কুরআন থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়.. (মুযযাম্মিলঃ ২০)

মুসল্লী ইচ্ছা করলে তার সালাতে একই সূরা বা একই আয়াত বারবার পাঠ করতে পারবে। বর্নিত হয়েছে..

عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وٰاية من البقرة في كل ركعة. رواه الدار قطني بإسناد قوي

ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত, একদা তিনি তার সালাতের প্রত্যেক রাকায়া'তে সূরা ফাতিহা'হ এবং সূরা বাক্বারার অন্য একটি আয়াত পাঠ করেছেন। (দারক্বুতনী হাদীছটি বর্ননা করেছেন মজবুত সনদে)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে কুরআন পাঠ করা সালাতের রুকনসমূহের মাঝে একটি। কুরআনের যে কোনো জায়গা থেকে একটু পাঠ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যায়। কারণ কতটুকু পাঠ করতে হবে এটা কুরআনে বা হাদীছে সুনির্দৃষ্ট করে বলা হয়নি।

হানাফী ফিক্বহ মতে সূরা ফাতিহা'হ পড়ার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়া ওয়াজিব। হানাফী ফিক্বহ মতে কমপক্ষে সাধারন ১ আয়াত বা ছোট ৩ আয়াত সমান পড়তে হবে।

কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত ৫ অক্ষর দিয়ে গঠিত। এতে করে ১৫ অক্ষর সমান পড়লেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। এ কথা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব শারহু-ল-বিক্বায়া'য় বলা হয়েছে। ফাতিহা'হর পর অন্য সূরা পড়লে শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

তিলাওয়াতের পরিমানঃ সালাতে তিলাওয়াতের নির্ধারিত কোনো পরিমান নেই এবং তিলাওয়াতকালে সূরাহসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও আবশ্যক নয়। তবে এব্যাপারে লক্ষনীয় বিষয় হল..

» ব্যক্তিগত সালাতে আপনার পছন্দমত দীর্ঘ তিলাওয়াত করতে পারবেন
» কিন্তু জামায়াতবদ্ধ সালাতে ইমামকে মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং অতি দীর্ঘ তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذاً فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذاً صلّى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوّزت فزعم أني منافق فقال النبي ﷺ يا معاذ أفتّان أنت؟ قالها ثلاثاً، اقرأ والشمس وضحاها و سبّح اسم ربك الأعلى . ونحوها) متفق عليه واللفظ للبخاري .

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, মুয়া'য বিন জাবাল রাঃ নবী সাঃ এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন তারপর নিজের মহল্লায় গিয়ে ইমামত করতেন। একদা জামায়াতে তিনি সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এক ব্যক্তি জামায়াত ছেড়ে দিয়ে ছোট সূরা দিয়ে একা একা সালাত আদায় করল। একথা শূনার পর মুয়া'য রাঃ বললেনঃ "সে মুনাফিক"। মুয়া'য (রাঃ)-র এমন কথা শুনার পর লোকটি নবী সাঃ এর কাছে গিয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (কর্মজীবি মানুষ, সারা দিন আমরা) হাতে কাজ করি, পিঠে পানি বহন করি, আর মুয়া'য আমাদের ইমামতকালে বিগত সালাতে সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াত করতে লাগলেন, তাই আমি জামায়াত ছেড়ে দিয়েছি, এতে মুয়া'য মনে করেন "আমি মুনাফিক"। নবী সাঃ তখন মুয়া'যকে ডেকে বললেনঃ মুয়া'য! তুমি কী ফিতনাহকারী? তিনি ৩বার কথাটি বললেন। তারপর বললেনঃ ওয়া-শ-শামছি ওয়া দ্বুহা'হা, সাব্বিহি'সমা এ ধরনের সূরা পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম। তবে শব্দগুলো বুখারীর)

সুতরাং যিনি ইমাম হবেন উনাকে বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে বা মানুষের জন্য সমস্যা তৈরি করে সালাতে দীর্ঘ তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতে হবে। এতাই নবীর শিক্ষা।

তিলাওয়াত না জানলে করণীয়ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে না সে শিখার চেষ্টা করবে এবং যতদিন শিখতে পারেনি ততদিন তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল তথা আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ দিয়ে সালাত আদায় করবে। যেমন বর্ণিত হয়েছে..

والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن رفاعة بن رافع - في حديث المسيء في صلاته - أن رسول الله ﷺ قال له : فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله . أخرجه الترمذي في جامعه برقم (٣٠٢) وحسنه ، وأخرجه أبو داود في سننه برقم (٨٥٨) ، وصححه الألباني انظر صحيح أبي داود برقم (٧٦٧)

রিফায়া'হ বিন রাফি' রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমার যদি কুরআন জানা থাকে তবে তিলাওয়াত করবে, নতুবা (কিরাতের বদলে) তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল করবে। (তিরমিযীঃ ৩০২, আবু-দাউদঃ ৮৫৮। হাদীছটি সাহীহ)

বিধানঃ ৯. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় নজর স্থির রাখার বিধানঃ সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় নজর থাকবে সিজদার স্থানের দিকে। এটা মুস্তাহাব মানের সুন্নাহ। বর্নিত হয়েছে..

رواه الحاكم بسند صحيح (أنه كان ينظر إلي موضع سجوده في حال صلاته) وهذا ما عليه كثير من أهل العلم وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) الخشوع أن ينظر إلي موضع سجوده

ইমাম হা'কিম (তদীয় কিতাব মুসতাদরাক আল-হা'কিমে) বর্ননা করেছেনঃ (রাসূল সাঃ) "সালাতরত অবস্থায় সিজদাহর স্থানের প্রতি দৃষ্টি (স্থির) রাখতেন" (উম্মতের) অধিকাংশ আলীমগণ একথা মেনে চলেন। এমনকি (আল্লাহ্ তায়া'লার বাণী) "মুঅমিনগণ সফল, যারা তাদের সালাতে খুশু' বজায় রাখে" (সূরা মুঅমিনূনঃ ১,২) এ আয়াতের তাফসীরে অনেকেই বলেছেনঃ সালাতে সিজদাহর স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখা খুশু'র জন্য সহায়ক হয়।

(উল্লেখ্য অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে বিনীতভাবে এবাদত করাকে খুশু' বলে)

বিধানঃ ১০. সালাতে রুকুর বিধানঃ সালাতের অন্যতম ফরজ হচ্ছে রুকু করা। রুকু না করলে সালাত হবে না। এ ব্যাপারে আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা রুকু কর, সিজদাহ কর, প্রভুর ইবাদাত কর আর কল্যাণকর কাজ কর। এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হাজ্জঃ ৭৭)

রুকু করার সঠিক পদ্ধতিঃ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে কমরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুকিয়ে দিতে হয়, দুই হাত দিয়ে দুই হাটু আকরে ধরতে হয়, দুই হাতের কনুই সামান্য বাঁকা করতে হয় এবং পিঠকে সহজভাবে বিস্তৃত করে দিতে হয়। এটা হচ্ছে রুকু করার সহজ এবং সঠিক পদ্ধতি। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن عقبة بن عامر: أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي» .رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي

উক্ববাহ বিন আ'মির রাঃ থেকে বর্নিত, একদা তিনি (লোকজনকে শিখানোর জন্য) রুকু করলেন, তিনি দুই হাতকে (বাঁকা করে দুই দিকে) প্রসারিত করলেন, দুই হাত (এর তালু) হাটুতে রাখলেন, আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করে হাটু আকড়ে ধরলেন এবং বললেনঃ আমি দেখেছি রাসূল সাঃ এভাবে সালাত (রুকু) করেছেন। (আহমাদ, আবুদাউদ, নাসায়ী)

عن علي رضي الله عنه قال:كان رسول الله ﷺ إذا ركع لو وُضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق» رواه أحمد وأبو داود

আলী বিন আবু-তালিব রাঃ বলেনঃ রুকুকালে রাসূল সাঃ এর (পিঠকে এমনভাবে বিস্তৃত করে রাখতেন যে) পিঠে পানি ভর্তি কলস রেখে দিলেও পানি পড়বে না। (আহমাদ, আবু-দাউদ)

বিঃ দ্রঃ = সালাতে রুকু করার পদ্ধতি পুরুষ ও নারী সকলের জন্যই সমান এবং এটাই সুন্নাতে ক্বাইমাহ তথা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ। তবে কোনো কোনো আলিমের মতে রুকুতে নারীরা পুরুষের চেয়ে কম ঝুকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ

রুকুর তাকবীরঃ রুকুতে যাবার সময় তাকবীর বলা সুন্নত। বর্নিত হচ্ছে

حدثناادمقال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللّٰهُمَّ ربنا ولك الحمد وكان النبي ﷺ إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ" বলার পর বলতেন "আল্লাহুম্মা! রাব্বানা ওয়া লাকা-ল-হা'মদ" আর তিনি যখন রুকু করতেন আর যখন (সিজদাহ থেকে) মাথা তুলতেন তখন তাকবীর বলতেন। আর উভয় সাজিদাহ সমাপ্ত করে দাড়ানোর প্রাক্কালে বলতেনঃ আল্লাহু আকবার। (বুখারীঃ ৭৬২)

রুকুতে কি পড়তে হয়ঃ রাসূল সাঃ রুকুতে কখনো দোয়া করতেন, কখনো আল্লাহর প্রশংসা করতেন, কখনো আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব বর্ননা করতেন, কখনো আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করতেন। রাসূল সাঃ এর সালাতের বর্ননা দিয়ে বর্নিত হাদীছসমূহে এসব তথ্য বর্নিত হয়েছে।

কিন্তু এসব হাদীছের ভাণ্ডার থেকে আমাদের সমাজে শুধু একটি হাদীছকেই বাস্তবে মানা হয়। আর এটা হচ্ছে রুকুতে "সুবহানা রাব্বিইয়া-ল-আ'যীম" বলা। অর্থাৎ আমার প্রভু মহিয়ান /সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

উল্লেখ্য আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করাকে আরবীতে বলা হয় "তাসবীহ"। আমাদের সমাজে যেহেতু রুকুতে শুধু আল্লাহর পবিত্রতাই বয়ান করা হয় তাই এর নাম হয়েছে রুকুর তাসবীহ। আসলে রুকুতে শুধু তাসবীহই নয়। বরং তাসবীহ, তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল, দোয়া, সবকিছুই করা যায়। রাসূল সাঃ সবকিছুই করতেন। যেমন বর্নিত হয়েছে-

وفي سنن أبي داوود عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح

وفيه أيضا عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي يتأول القراٰن

وفيه أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله ﷺ ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بأية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بأية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال

ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه. والأحاديث الثلاثة صححها الألباني

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রুকু ও সাজিদার ভিতর নবী সাঃ বলতেন "সুব্বুহু'ন কুদ্দুসুন রাব্বু-ল-মালাইকাতি ওয়া-র-রূহ" তুমি মহিয়ান, মহাপবিত্র, ফিরিস্তাদের প্রভু, রূহের (জিবরাঈলের /রূহ জগতের) প্রভু।

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ তদীয় রুকু ও সাজিদার ভিতর অনেক সময়েই বলতেনঃ "সুবহা'নাকা আল্লাহুম্মা! রাব্বানা, ওয়া বিহা'মদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী" (হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! তুমি মহিয়ান এবং সকল প্রশংসার তুমিই মালিক, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও।)

আ'উফ বিন মালিক আল-আশজায়ী' রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি রাসূল সাঃ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (রাতে ঘুম থেকে উঠে সালাতে) দাড়ালেন, তিনি সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াত করলেন। (সালাতের মধ্যেই) রহমতের আয়াত তিলাওয়াতকালে তিনি থামতেন এবং রহমত কামনা করতেন। আর গযবের আয়াত তিলাওয়াতকালেও থামতেন এবং গযব থেকে সুরক্ষা কামনা করতেন। তারপর তিনি রুকু করলেন, তার রুকু ছিল কিয়াম (ছানা, ফাতিহাহ ও বাক্বারাহ) সমান দীর্ঘ। রুকুতে তিনি বলেছেনঃ "সুবহা'না যি-ল-জাবারূত, ওয়া-ল-মালাকূত, ওয়া-ল-কিবরিয়া- ওয়া-ল-আ'যমাহ" (মহিয়ান সেই সত্ত্বা যিনি মহা-প্রতাপশালী, মহা-ক্ষমতাধর, সকল প্রকার অহংকারের একমাত্র মালিক।) (উল্লেখিত হাদীছ ৩টি আবু-দাউদে বর্নিত হয়েছে। সবকটি হাদিছই সাহী'হ)

وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه وذكر صفة صلاة النبي ﷺ بالليل وذكر ركوعه فقال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. انتهى. وهو جزء من حديث طويل

রাসূল সাঃ এর রাতের সালাতের বর্ননা দিয়ে এক দীর্ঘ হাদীছ হুযাইফাহ রাঃ থেকে বর্নিত হয়েছে। ওখানে উল্লেখ আছে ...তারপর তিনি রুকু করলেন এবং রুকুতে বললেনঃ "সুবহা'না রাব্বিয়া-ল-আ'যীম" (আমার মহান প্রভু কতই মহিয়ান) তারপর (রুকু থেকে মাথা তুললেন এবং) বললেনঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ" (আল্লাহ্ শোনেন কেউ যদি তার প্রশংসা করে) তারপর দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলেন (তার দাঁড়ানো ছিল) রুকুর সমান প্রায়। তারপর সাজিদাহ করলেন এবং বললেনঃ "সুবহা'না রাব্বিয়া-ল-আ'লা" (সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আমার মহান প্রভু কতই মহিয়ান) তার সিজদাহ ছিল প্রায় কিয়াম সমান দীর্ঘ..। (মুসলিম। এ অংশ টুকু দীর্ঘ এক হাদীছ থেকে নেওয়া)

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان النبي ﷺ يقول: في ركوعه وسجوده سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেনঃ রুকু ও সিজদার ভিতর নবী সাঃ বলতেনঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহা'মদিকা, আল্লাহুম্মাগ'ফিরলী" (হে আল্লাহ্! হে আমাদের রাব্ব! তুমি মহিয়ান, সকল প্রশংসার তুমিই মালিক। হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও।) (বুখারীঃ ৭৬১)

রুকু অবস্থায় দোয়াঃ উপরের হাদীছে বলা হয়েছে রাসূল সাঃ রুকুরত অবস্থায় বলতেনঃ "আল্লাহুম্মাগ'ফিরলী" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও। এ বাক্যটি আসলে দোয়া। এতে প্রমানিত হয় রুকুতেও দোয়া করা যায়। তবে রাসূল সাঃ রুকুতে দীর্ঘ দোয়া করেননি বা অন্যকোনো দোয়া করতে উৎসাহিত করেননি। তিনি সিজদাহরত অবস্থায় দোয়া করতে উৎসাহিত করেছেন। বর্নিত হচ্ছে..

عن ابن عباس قال كشف رسول الله ﷺ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

ইবন আ'ব্বাস রাঃ বলেনঃ (মৃত্যু শয্যায় একদা) রাসূল সাঃ ঘরের পর্দা তুলে মানুষকে আবুবকরের পিছনে কাতার বন্দি (সালাতরত) অস্থায় দেখে বললেনঃ লোকজন! নবুয়তের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট নেই। এখন বাকি রয়েছে শুধু উত্তম স্বপ্ন যা একজন মুসলিম দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। শোন! রুকু সিজদাহরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকুতে মহান প্রভুর মহত্ব বর্ননা করবে। আর সিজদায় খুব বেশী দোয়া করবে। কারনঃ এটাই কবুল হবার যোগ্যতম। (মুসলিমঃ ৪৭৯)

পর্যালোচনাঃ উপরের হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় রাসূল সাঃ রুকুতে দোয়া করেছেন। আর ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত মুসলিমের হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় রাসূল সাঃ আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা রুকুতে আল্লাহর মহত্ব বর্ননা করি আর সিজদাতে খুব বেশী দোয়া করি। তবে এ হাদীছেও রুকুতে দোয়া করতে বারন করা হয়নি। এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। এ সকল হাদীছকে বিবেচনায় এনে হাদীছ বিশারদগণ বলেছেনঃ রুকুতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর মহত্ব বর্ননা করা উচিত। তবে সামান্য দোয়া করলেও দোষ হবে না। আর সিজদায় অধিক হারে দোয়া করা উচিত তবে সেখানেও আল্লাহর মহত্ব বর্ননা করা যাবে। ইবন আব্বাস রাঃ বর্নিত হাদীছটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবু-দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কথাটি বলা হয়েছে..

قال شيخنا الفاضل المفضال عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود

وهذا الحديث يدل على أن الركوع يجمع فيه بين الذكر والدعاء وكذلك السجود ولكن كون النبي ﷺ قال: فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فينبغي أن يكون الغالب في السجود أدعية وغالب ما يكون في الركوع أذكار وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى

শাইখ আব্দুল মুহসিন হাফিঃ আবু-দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেনঃ এসব হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ রুকু ও সিজদাহ উভয়টিতেই দোয়া ও যিকর এর সমন্বয় করা যাবে, আর রাসূল সাঃ যে বলেছেন "রুকুতে মহান রাব্বের মহত্ব বর্ননা কর আর সিজদায় খুব বেশী দোয়া কর" এর দ্বারা বুঝা যায়ঃ সাধারনত সিজদায় খুব বেশী দোয়া করতে হবে আর রুকুতে সাধারনত অধিক হারে আযকার, তা'যীম ও তাসবীহ করতে হবে।

রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় কি পড়তে হয়ঃ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللّٰهُمَّ ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইমাম যখন বলবে "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ" (আল্লাহ্ শোনেন কে তার প্রশংসা করে।) তখন তোমরা বলবে "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ" (হে আল্লাহ্, হে আমাদের রাব্ব! সকল প্রশংসার তুমিই মালিক। কারনঃ ফিরিস্তাও তখন এ কথাটি বলে থাকে। আর) তোমাদের যার কথা ফিরিস্তার কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারীঃ ৭৬৩)

পর্যালোচনাঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ" বলাকে একশব্দে বলা হয় "তাসমী'। আর "রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ" বলাকে একশব্দে বলা "তাহ'মীদ"। তাহ'মীদের ব্যাপারে চারটি শব্দ হাদীছে বর্নিত হয়েছে। যেমন..

১. "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ"
২. "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকা-ল-হা'মদ"
৩. "রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ"
৪. "রাব্বানা ওয়া লাকা-ল-হা'মদ"

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইমাম তাসমী' (সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ) বলবে এবং তাহ'মীদ বলবে। মুক্বতাদী (ঈমামের সাথে সালাতরত ব্যক্তি) শুধু তাহ'মীদ বলবে। আর মুনফারিদ (একা একা সালাত আদায়কারী ব্যক্তি) তাসমি' ও তাহ'মীদ দুটুই বলবে।

তাহ'মীদকে দীর্ঘায়িত করাঃ মুসল্লি ইচ্ছা করলে তার তাহ'মীদকে দীর্ঘায়িত করতে পারবে। রাসূল সাঃ মাঝে মাঝে তাহ'মীদকে দীর্ঘায়িত করতেন এবং দীর্ঘ তাহ'মীদ পছন্দ করতেন। যেমনঃ বর্নিত হচ্ছে..

قد روي في صحيح مسلم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بعد

সাহীহ মুসলিমে আলী এবং আবু-আওফা রাঃহুমা থেকে বর্নিত হয়েছে, (সালাতে রুকু থেকে) মাথা তুলে রাসূল সাঃ বলতেনঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ, রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ, মিলআ-স-সামাওয়াতি, ওয়া মিলআ-ল-আরদ্বি, ওয়া মিলআ মা-শিঅ্তা বা'দু" (আল্লাহ্ শোনেন কে তার প্রশংসা করে। হে রাব্ব! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, আসমান ভর্তি প্রশংসা, যমীন ভর্তি প্রশংসা, আসমান ও যমীন পূর্ন হবার পর তুমি যত চাও তোমার জন্য এতো প্রশংসা।)

وربما زاد عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللّٰهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

অন্য বর্ননায় এসেছে রাসূল সাঃ কখনো কখনো ("রাব্বানা- লাকা-ল-হা'মদ" এর পর) বলতেনঃ "আহলু-ছ-ছানা ওয়া-ল-মাজদি, আহা'ক্বকু মা-ক্বালা-ল-আ'বদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আ'ব্দ, আল্লাহুম্মা! লা-মানিয়া' লিমা আ'ত্বাইতা, ওয়া লা-মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা ওয়া লা-ইয়ানফাউ' যা-ল-জাদ্দি মিনকা-ল-জাদ্দ"। (সকল প্রশংসা ও গৌরবের একমাত্র অধিকারী। বান্দা যা বলতে পারে এরচেয়ে অধিক (প্রশংসা ও মহত্বের) অধিকারী। (তুমিই মালিক। আর) আমরা সবাই তোমার গোলাম। হে আল্লাহ্! তুমি দিলে কেউ ফিরাতে পারে না। আর তুমি না দিলে কেউ দিতে পারে না। তোমাকে পাশ কাটিয়ে কারো কোনো সাধনাই পূর্ন হয় না।)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ . رواه البخاري (٧٩٩)

রিফায়া' বিন রাফি' আল-যুরাক্বী রাঃ বলেনঃ একদা আমরা নবী সাঃ এর পিছনে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে বললেনঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ"। পিছন থেকে একব্যক্তি বলে উঠলঃ "রাব্বানা- ওয়া লাকা-ল-হা'মদ, হা'মদান কাছীরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহ" (হে রাব্ব! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, অধিক প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা।) সালাত সমাপ্ত

করে নবী সাঃ বললেনঃ (অতিরিক্ত কথাগুলো) কে বলেছে? লোকটি বললঃ আমি। নবী সাঃ বললেনঃ আমি দেখেছি ত্রিশের অধিক ফিরিস্তা প্রতিযোগিতা করছে কে কথাটি আগে লিখবে। (বুখারীঃ ৭৯৯)

পর্যালোচনাঃ তাহ'মীদকে দীর্ঘায়িত করার ব্যাপারে তিনটি হাদীছ উল্লেখ করা হল। এসব হাদীছ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় রাসূল সাঃ মাঝে মাঝে তাহ'মীদকে দীর্ঘায়িত করতেন এবং এজন্য একেক সময় একেক ধরনের বাক্য ব্যবহার করতেন। হাদীছে বর্নিত হয়েছে রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ভাবে সালাত আদায় করতে আমাকে দেখছ তোমরা ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করবে। সুতরাং রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ অনুকরণে মাঝে মাঝে তাহ'মীদকে দীর্ঘায়িত করা এবং রাসূল সাঃ থেকে বর্নিত এসব বাক্য সমূহের সবকটি বাক্য পছন্দ করা খুবই উত্তম কাজ।

রুকু কতটুকু দীর্ঘ হবেঃ মানুষের জীবনে মূল্যবান কাজসমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে সালাত। তাই সালাতের প্রতিটি কাজকে ধীর স্থীর ভাবে আদায় করতে হবে। রাসূল সাঃ সালাতে দীর্ঘ সময় রুকু করতেন, দীর্ঘ সময় সিজদাহ করতেন, দুই সিজদার মধ্যখানেও দীর্ঘক্ষন বসতেন, রুকু থেকে উঠেও দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং এসব অবস্থায় তাসবীহ, তাহ'মীদ ও দোয়া করতেন। যেমনঃ বর্নিত হচ্ছে..

حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي ﷺ وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء

বারা- রাঃ বলেছেনঃ সাধারণত রাসূল সাঃ এর রুকু, সাজিদাহ, দুই সিজদাহর মাঝে বসা আর রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো; উনার কিয়াম (সুরাহ ফাতিহাহ ও কিরাত পড়ার জন্য দন্ডায়মান থাকা) এবং ক্বুয়ু'দ (তাশাহুদের জন্য বসা) ছাড়া (বাকি কাজসমূহ) প্রায়ই সমান সমান ছিল। (বুখারীঃ ৭৫৯)

সঠিক ভাবে রুকু না করার পরিণতিঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল কিন্তু সঠিকভাবে রুকু করল না, সঠিক ভাবে সিজদাহ করল না, তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্নিত আছে। যেমন..

حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ﷺ

যাইদ বিন ওয়াহাব বলেনঃ হুযাইফাহ রাঃ একদা দেখলেন একব্যক্তি সালাত আদায় করছে কিন্তু রুকু সাজিদাহ পরিপূর্নভাবে আদায় করছে না। তিনি

লোকটিকে বললেনঃ তোমার সালাত আদায় হয়নি। এ অবস্থায় মারা গেলে তুমি ওই আদর্শের উপর মরবে না যে আদর্শ দিয়ে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সাঃ-কে পাঠিয়েছেন। (বুখারীঃ ৭৫৮)

বিধানঃ ১১. সালাতে সিজদাহর বিধানঃ সিজদাহ সালাতের অতি গুরুত্বপূর্ন একটি অংশ। উত্তমরূপে সিজদাহ না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। তাই সিজদাহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা আবশ্যক।

শব্দ পরিচিতিঃ শব্দটি দুই ভাবে পড়া যায় বা দুই ভাবে বলা যায়ঃ সিজদাহ ও সাজিদাহ। সিজদাহ বা সাজিদাহ অর্থ মালিকের সামনে দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নিজের মাথাকে চূড়ান্তভাবে নত করে পরিপূর্ন আনুগত্য প্রকাশ করা। আর ইসলামী পরিভাষায় রাসূল সাঃ এর শিখানো পদ্ধতিতে শরীরের ৭টি হাড়ের সমন্বয়ে মহান প্রভুর সামনে মাথা নত করার নাম সিজদাহ।

সিজদাহর বিধানঃ সিজদাহ সালাতের অত্যাবশ্যকীয় করনীয়। সিজদাহ সালাতের রুকন। সালাতে সিজদাহ করা ফরজ। সিজদাহ না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। সালাতের প্রতি রাকায়াতে দুইটি করে সিজদাহ করতে হয়। রাসূল সাঃ এর সালাতের বর্ননা দিয়ে বর্নিত হাদীছসমূহে প্রতি রাকায়া'তে দুটি সিজদাহর কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কালামেও সালাতের এক রাকায়াত বুঝাতে সিজদাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

(কোনো অভিযানে) তুমি যখন তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করবে তখন (সবাই এক সাথে সালাতে দাড়াবে না। বরং কিছু লোক শত্রুর মোকাবিলায় রয়ে যাবে। আর) কিছু লোক তোমার সাথে সালাতে দাড়াবে, (সালাতরত অবস্থায়) তারা নিজ নিজ অস্ত্র হাতে রাখবে। তারা যখন সিজদাহ (এক রাকায়াত সমাপ্ত) করে ফেলবে তখন পিছনে চলে যাবে আর যারা (১ম বারে) সালাত আদায় না করে (শত্রুর মোকাবিলায়) পিছনে ছিল তারা এসে তোমার সাথে সালাতে দাড়াবে। তারাও নিজ নিজ অস্ত্র ধরে রাখবে এবং সতর্ক থাকবে। কাফিররা চায় (সালাতের সময়) তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র থেকে গাফিল থাকো, যেন তারা অতর্কিত হামলা করে (সব ধ্বংস করে দিতে পারে।) তবে অসুস্থতা বা বৃষ্টি জনিত

অসুবিধার কারনে (সালাতের সময়) অস্ত্র রেখে দিলে পাপ হবে না। কিন্তু (সর্বাবস্থায়) সাবধানতা বজায় রাখবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনার আযাব। (নিসাঃ ১০২)

আইন ও বিধানঃ ভীতিকর পরিস্থিতিতে যুদ্ধরত অবস্থায় জামায়া'ত করতে ইচ্ছা করলে এভাবে করতে পারবে। ফিক্বহী পরিভাষায় এভাবে সালাত আদায়কে "সালাতু-ল-খাউফ" (ভীতির সালাত) এর অংশ হিসেবে দেখা হয়।

সিজদাহর পদ্ধতিঃ সিজদাহ করার সময় শরীরের ৭টি অঙ্গ দিয়ে সাজিদাহ করতে হয়। বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ. أَخْرَجَاهُ.

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ইবন আ'ব্বাস রাঃ বর্নিত, তিনি বলেছেনঃ নবী সা.কে আদেশ করা হয়েছে তিনি যেন ৭ অঙ্গ দিয়ে সিজদাহ করেন এবং সিজদাহকালে যেন তার মাথার চুল ও গায়ের কাপড়কে (সিজদাহ থেকে) বিরত না রাখেন। তিনি যেন তদীয় কপাল, দুই হাত, দুই হাটু ও দুই পা (এ ৭ অঙ্গ) দিয়ে সিজদাহ করেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী সাঃ নিজেই বলেছেনঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন ৭ অঙ্গ দিয়ে সিজদাহ করি, আমি যেন আমার কপাল দিয়ে তখন নাকের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন (অর্থাত কপালের সাথে নাক ও যুক্ত) উভয় হাত দিয়ে, উভয় হাটু দিয়ে ও উভয় পা দিয়ে সিজদাহ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

সিজদার পদ্ধতি বর্ননায় নবী সাঃ থেকে বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

আবু-হুমাইদ রাঃ থেকে বর্ণিত, সিজদাহকালে নবী সাঃ নাক ও কপাল যমীনে লাগাতেন, হাতদ্বয়কে বাহু থেকে আলাদা রাখতেন আর উভয় হাতের কব্জি কাধ ববাবর রাখতেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি সাহীহ)

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আব্দুল্লাহ বিন বুহা'ইনাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, সাজিদাহকালে রাসূল সাঃ উনার উভয় বাহুকে এমন করে উন্মুক্ত রাখতেন যে উনার উভয় বগল স্পষ্ট দেখা যেত। (বুখারী ও মুসলিম)

সিজদাহকালে দুই হাত বিছিয়ে রাখা যাবে না এবং ই'তিদাল তথা ধীর-স্থির থাকা আবশ্যক। বর্নিত হচ্ছে..

وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ সাজিদাতে তোমরা ধীর-স্থির থাকবে, আর (শোন! সাজিদাহকালে) তোমাদের কেউ যেন তার বাহুকে কুকুরের মত বিছিয়ে না রাখে। (এ হাদীছটি নির্ভরযোগ্য প্রায়সব কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে)

বিঃ দ্রঃ = পুরুষ ও নারীর সিজদাহর পদ্ধতি একই, এটাই সুন্নাতে ক্বাইমাহ তথা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ। যদিও কোনো কোনো আলিমের মতে সিজদাহকালে নারীরা জড়সড় হয়ে থাকবে। উনাদের মতে সিজদাহকালে নারীরা তাদের দুই বাহুকে বিছিয়ে রাখবে, উক্ত হাদীছে যাকে কুকুরের মত উল্লেখ করে বারণ করা হয়েছে।

সিজদাহ কতটুকু দীর্ঘ হবেঃ মানুষের জীবনে মূল্যবান কাজসমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে সালাত। তাই সালাতের প্রতিটি কাজকে ধীর স্থীর ভাবে আদায় করতে হবে। রাসূল সাঃ সালাতে দীর্ঘ সময় রুকু করতেন, দীর্ঘ সময় সিজদাহ করতেন, দুই সিজদাহর মধ্যখানেও দীর্ঘক্ষন বসতেন। বর্নিত হচ্ছে..

حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي ﷺ وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء

বারা- রাঃ বলেছেনঃ সাধারণত রাসূল সাঃ এর রুকু, সাজিদাহ, দুই সিজদাহর মাঝে বসা আর রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো; উনার কিয়াম (সুরাহ ফাতিহাহ ও কিরাত পড়ার জন্য দন্ডায়মান থাকা) এবং ক্বুয়ু'দ (তাশাহুদের জন্য বসা) ছাড়া (বাকি কাজসমূহ) প্রায়ই সমান সমান ছিল। (বুখারীঃ ৭৫৯)

সঠিক ভাবে সিজদাহ না করার পরিণতিঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল কিন্তু সঠিকভাবে রুকু করল না, সঠিকভাবে সিজদাহ করল না, তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে বর্নিত হয়েছে..

حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ﷺ

যাইদ বিন ওয়াহাব বলেনঃ হুযাইফাহ রাঃ একদা দেখলেন একব্যক্তি সালাত আদায় করছে কিন্তু রুকু সাজিদাহ পরিপূর্নভাবে আদায় করছে না। তিনি লোকটিকে বললেনঃ তোমার সালাত হয়নি। এ অবস্থায় মারা গেলে তুমি ওই

আদর্শের উপর মরবে না যে আদর্শ দিয়ে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সাঃ-কে পাঠিয়েছেন। (বুখারীঃ ৭৫৮)

সিজদাহ শুধুই আল্লাহর জন্যঃ আল্লাহর মালিকানা এবং নিজের দাসত্ব প্রকাশের সর্ব উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে সিজদাহ। তাই সিজদাহ করতে হয় শুধুই আল্লাহর জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

মুঅমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদাহ কর, তোমাদের প্রভুর ইবাদাত কর আর কল্যাণকর কাজ কর। এতে (জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে) তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হাজ্জঃ ৭৭)

ইবাদাত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা পরিপূর্নভাবে ঈমান এনে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মানবরচিত সবকিছু বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান ও রীতিনীতি মেনে নেওয়া ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।
অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

সিজদাহ কর শুধুই আল্লাহর জন্য, ইবাদাত কর শুধুই আল্লাহর। (সূরা নাজমঃ ৬২)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য সিজদাহ করা শিরকঃ সিজদাহ করতে হবে শুধুই আল্লাহকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বা অন্যকিছুকে সিজদাহ করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(সৃষ্টি জগতে আল্লাহর অনেক নিদর্শন রয়েছে) আল্লাহর নিদর্শনসমূহ (থেকে কয়েকটি) হচ্ছেঃ রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্র, (ইত্যাদি)। তোমরা সূর্যকে সিজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও না। বরং তোমরা শুধু আল্লাহকেই সিজদাহ করবে যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন যদি তার ইবাদাতকারী হয়ে থাকো। (সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৭)
আল্লাহর ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য সিজদাহ করা শিরক। শিরক মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(হে নবী!) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছেঃ "শিরক করলে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" এবং তখন তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯. যুমারঃ ৬৫)

সিজদায় তাকবীর বলার বিধানঃ সিজদায় যাবার সময় এবং সিজদাহ শেষ করে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলা সুন্নত। এ তাকবীর না বললেও সালাত হয়ে যাবে তবে বললে ছাওয়াব পাওয়া যাবে। বর্নিত হচ্ছে..

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ البخاري (٧٨٩) ومسلم (٣٩٢)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ যখন সালাতে দাড়াতেন, সূচনাতে তাকবীর বলতেন। তারপর রুকু করার সময়ে তাকবীর বলতেন। রুকু থেকে যখন পিঠ উঠাতেন তখন বলতেনঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ"। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেনঃ "রাব্বানা লাকা-ল-হা'মদ"। তারপর যখন (সিজদার জন্য) ঝুঁকতেন তখনো তাকবীর বলতেন। (সাজিদাহ থেকে) মাথা উঠানোর সাময়েও তাকবীর বলতেন। তারপর (২য় বার) সিজদাহ করার সময়েও তাকবীর বলতেন। (২য় সাজিদাহ থেকে) মাথা উঠানোর সাময়েও তাকবীর বলতেন। প্রত্যেক রাকায়া'তে তিনি এমন করতেন এবং এভাবেই সালাত সমাপ্ত করতেন। ২য় রাকায়া'ত সমাপ্ত করে (তিনি বসতেন এবং এ) বসা থেকে উঠার সময়েও তাকবীর বলতেন। (বুখারীঃ ৭৮৯, মুসলিমঃ ৩৯২)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে প্রতিটি করনীয় পরিবর্তন কালে তাকবীর বলা হয়। এ তাকবীরের নাম তাকবীর ইন্তিক্বাল তথা পরিবর্তনকালীন তাকবীর। এ তাকবীর বলা উত্তম। তবে এ তাকবীরের ফিক্বহী মান নির্নয় নিয়ে সামান্য মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। এরমাঝে দুটি মত বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা..

» সালাতে পরিবর্তনকালীন তাকবীর বলা মুস্তাহাব ধরনের সুন্নত। ভুল বশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা ছেড়ে দিলে সালাতের ক্ষতি হয় না। এটা মালিকী, হানাফী ও শাফিয়ী' উলামাসহ অধিকাংশ উলামার অভিমত।

» সালাতে পরিবর্তনকালীন তাকবীর বলা ওয়াজিব। ভুল বশত এটা ছেড়ে দিলে সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সালাত শুদ্ধ হবে না। তখন এ সালাত পুনরায় পড়তে হবে। এটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইসহাক্ব বিন রাহওয়ে রাহিঃর অভিমত।

সিজদাহ রত অবস্থায় কি বলতে হয়ঃ সিজদাহরত অবস্থায় বান্দা মহান প্রভুর সবচেয়ে নিকটতম হয়। তাই সিজদাহরত অবস্থায় তাসবীহ (আল্লাহর মহিমা বর্ননা করা) তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা করা) ও দোয়া (আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা) উচিত। রাসূল সাঃ এমনই করতেন এবং আমাদেরকেও এমন করতে বলেছেন। যেমন..

ক. "সুবহা'না রাব্বিয়া-ল-আ'লা"

وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه وذكر صفة صلاة النبي ﷺ بالليل وذكر ركوعه فقال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. انتهى. وهو جزء من حديث طويل

রাসূল সাঃ এর সালাতের বর্ননা দিয়ে এক দীর্ঘ হাদীছ হুযাইফাহ রাঃ থেকে বর্নিত হয়েছে। ওখানে উল্লেখ আছে ..তারপর তিনি রুকু করলেন এবং রুকুতে বললেনঃ "সুবহা'না রাব্বিয়া-ল-আ'যীম" (আমার মহান প্রভু মহা-মহিয়ান) তারপর (রুকু থেকে মাথা তুলে) বললেনঃ "সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ" (আল্লাহ্ শোনেন কে তার প্রশংসা করে) তারপর দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলেন (তার দাঁড়ানো ছিল) রুকুর সমান প্রায়। তারপর সাজিদাহ করলেন এবং বললেনঃ "সুবহা'না রাব্বিয়া-ল-আ'লা" (সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আমার মহান রাব্ব) তার সিজদাহ ছিল প্রায় কিয়াম সমান দীর্ঘ। (মুসলিম)

খ. "সুব্বুহু'ন কুদ্দূসুন" বলা

عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يقولُ في ركوعِه وسُجودِه، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ

আ'ইশা রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ রুকু ও সিজদাহরত অবস্থায় বলতেনঃ "সুব্বুহু'ন কুদ্দূসুন, রাব্বুলমালা-ইকাতি ওয়াররূহ" (মহিমাময়, মহা-পবিত্র, ফিরিস্তাকুল ও রূহের মালিক।) (মুসলিমঃ ৪৮৭)

গ. "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহা'মদিকা, আল্লাহুম্মাগ'ফিরলী" বলা

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان النبي ﷺ يقول: في ركوعه وسجوده سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেনঃ রুকু ও সিজদার ভিতর নবী সাঃ বলতেনঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহা'মদিকা, আল্লাহুম্মাগ'ফিরলী" (হে আল্লাহ্! হে আমাদের রাব্ব! তুমি মহামহিয়ান, সকল প্রশংসার তুমিই মালিক। হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও।) (বুখারীঃ ৭৬১)

এছাড়াও নবী সাঃ আরো অনেক কিছুই বলতেন। মাঝে মাঝে প্রাণ খুলে প্রভুর সাথে কথা বলতেন। যেমনঃ

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه إذا سجَد قال: اللَّهُمَّ لك سجَدْتُ وبك اٰمَنْتُ ولك أسلَمْتُ، سجَد وجهي للذي خَلَقَه وصوَّرَه وشقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارَكَ اللهُ أحسَنُ الخالقينَ ثم يكونُ مِن اٰخِرِ ما يقولُ بين التشهُّدِ والتَّسليمِ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ، وما أنتَ أعلَمُ به منِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إلهَ إلَّا أنتُ

আলী বিন আবু-তালিব রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ সাজিদায় গিয়ে বলতেনঃ "হে আল্লাহ্! আমি শুধু তোমার জন্য সাজিদাহ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার কাছে আত্মসর্পন করেছি। আমার স্বত্ত্বা তাকেই সিজদাহ করেছে যিনি সৃষ্টি করেছেন, অবয়ব দিয়েছেন, শ্রবন শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন। আল্লাহ্ মহান সর্ব উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকারী"।

সবশেষে তাশাহহুদ আর সালামের মধ্যখানে বলতেনঃ "হে আল্লাহ্! আমি অতীতে যা (যেসব পাপ) করেছি, ভবিষ্যতে যা করব, যা প্রকাশ্যে করেছি, যা গোপনে করেছি, আমি (বস্তু, সময়, সম্পদ, ইত্যাদি ব্যাপারে) যেসব অপচয় বা অপব্যবহার করেছি (সব ব্যাপারে) তুমি আমাকে মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি সবই জান, আমার চেয়ে ভালো জান। তুমিই প্রথম তুমিই শেষ। তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই"। (মুসলিমঃ ৭৭১)

সিজদাহ রত অবস্থায় দোয়াঃ সিজদাহরত অবস্থায় রাসূল সাঃ অধিকহারে দোয়া করতেন এবং দোয়া করার জন্য উৎসাহ দিতেন। আসলে সালাত শব্দের মূল অর্থ প্রার্থনা। প্রার্থনা বা দোয়া সালাতের অন্যতম পাঠ। রাসূল সাঃ বিশেষ প্রয়োজনে সালাতে...

» দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও পরে দোয়া করেছেন। (দলীল কিয়ামের আলোচনায় দেখুন)

» রুকু অবস্থায়ও সীমিত পরিসরে দোয়া করেছেন, (দলীল রুকুর আলোচনায় দেখুন)

» সিজদাহ অবস্থায় অধিক হারে দোয়া করেছেন এবং দোয়া করতে উৎসাহিত করেছেন।

» দুই সিজদাহর মধ্যবর্তি সময়ে বসা অবস্থায় দোয়া করেছেন এবং দোয়া করতে উৎসাহিত করেছেন।

» শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দোয়া করেছেন এবং দোয়া করতে উৎসাহিত করেছেন।

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن ابن عباس قال كشف رسول الله ﷺ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

ইবন আ'ব্বাস রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ (তখন মৃত্যু শয্যায়, একদা) ঘরের পর্দা তুলে মানুষকে আবু-বকরের পিছনে কাতারবন্দি (সালাতরত) দেখে বললেনঃ হে মানুষ! নবুয়তের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট নেই। এখন বাকি আছে শুধু উত্তম স্বপ্ন যা একজন মুসলিম দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। শোন! রুকু সিজদাহ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকুতে মহান প্রভুর মহত্ব বর্ননা করবে। আর সিজদায় অধিক হারে দোয়া করবে। কারনঃ এটাই কবুল হবার যোগ্যতম (দোয়া।) (মুসলিমঃ ৪৭৯)

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ সিজদাহরত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটতম হয়। তাই তোমরা সিজদাহ অবস্থায় অধিক হারে দোয়া করবে। (মুসলিম)

عن أبي هُرَيرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يقولُ في سجودِه اللّٰهُمَّ اغفِرْ لي ذَنْبي كلَّه دِقَّه وجِلَّه وأوَّلَه وآخِرَه وعلانيتَه وسِرَّه

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, সাজিদাহ অবস্থায় রাসূল সাঃ বলতেনঃ "হে আল্লাহ্! আমার ছোট বড়, অতীত ভবিষ্যত, গোপন প্রকাশ্য সকল গোনাহ মাফ করে দাও"। (মুসলিমঃ ৪৮৩)

পর্যালোচনাঃ রাসুল সাঃ সালাতে সিজদাহ অবস্থায় অনেক দোয়া করতেন এবং সিজদাহ অবস্থায় দোয়া করতে মানুষকে উৎসাহিত করতেন। সিজদাহ অবস্থায় কি পড়তে হবে; এসম্পর্কে হাদীছের প্রায় সকল কিতাবেই আলাদা অনুচ্ছেদ স্থাপন করেছেন। সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে এরচেয়ে বেশী উল্লেখ করা হল না। এব্যাপারে আরো জানার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি অধ্যয়নের অনুরোধ রইল।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সিজদাহরত অবস্থায় দোয়া করার ব্যাপারে ফিক্বহী ইমামগণের মতামত নিম্নে পেশ করা হল..

» শাফিয়ী' ও মালিকী ফিক্বহের অধিকাংশ উলামার মতেঃ ফরজ নফল সকল সালাতে দুনিয়াবী ও দ্বীনি সকল বিষয়ে মুক্তভাবে ইচ্ছামত দোয়া করা যাবে।

» ইমাম আহমদের মতে ফরজ নফল সকল সালাতে কুরআন/হাদীছে উল্লেখিত যেকোনো দোয়া করা যাবে।

» ইমাম আবু-হানীফাহর মতে ফরজ নফল সকল সালাতে দোয়া করা যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন "কালামুন্নাস" মানে এমনভাবে চাওয়া না হয় যা সাধারণত মানুষের কাছে চাওয়া হয়।

হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাস্বার আল-কুদূরী"তে ফরজ সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্বলিত একটি অনুচ্ছেদ আছে, (বাবঃ স্বিফাতি-স-স্বালাত নামে) এতে লিখা আছে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দুরূদের পর...

ودعا بما شاء مما يشبه الفاظ القران والادعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس

মুসল্লি তাঁর ইচ্ছামত দোয়া করবে, এমন সব দোয়া করবে যা আল-কুরআনের শব্দ এবং সুন্নাহ বর্নিত দোয়া সমূহের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন হয়। মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন দোয়া করবে না।

আর হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছেঃ "তাশাহুদ পড়া শেষ হলে নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতার জন্য এবং সকল মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তারপর বলবেঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদদুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাহ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার। (হে রাব্ব! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।)

এভাবে আরো কয়েকটি দোয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরীঃ ১ম খন্ডঃ পৃঃ ১৫১, ১৫২। বাংলা)

মোটকথা সালাতরত ব্যক্তির জন্য ফরজ নফল সকল সালাতে সাজিদাহ অবস্থায় এবং সালামের আগে দোয়া করা মুস্তাহাব। আর বিতর সালাতে কুনুতের সময়েও অনুরূপ দোয়া করবে। কারণ অনেক সাহীহ হাদীছে বর্নিত হয়েছেঃ রাসূল সাঃ সালাতে সিজদাহ অবস্থায় দোয়া করতেন। এখানে ফরজ আর নফলের মাঝে পার্থক¨ করা হয়নি। রাসূল সাঃ বা উনার কোনো সাহাবীও দোয়ার ব্যাপারে ফরজ ও নফলের মাঝে পার্থক্য করেননি। তাই বিষয়টি একদম পরিষ্কার। এ ব্যাপারে বিশ্বের খ্যাতনামা কয়েকজন আলীমের অভিমত পেশ করা হল।

দেখুনঃ "আল-ইসলাম সুওয়াল ও জাওয়াব" (Islam Q and A) নামক ওয়েব সাইটে ফতোয়া নম্বরঃ ১৩০১৭৪ এ বলা হয়েছে..

يستحب للمصلي سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة أن يجتهد في الدعاء في الصلاة في موضعين اثنين: في السجود وقبيل التسليم، وفي صلاة الوتر عند القنوت أيضا، فقد جاءت الأدلة الصحيحة تدل على

ذلك، وذلك فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (٤٧٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أي: جدير وحقيق أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)

وقد بين كثير من الفقهاء كالمالكية والشافعية أن الدعاء في هذين الموضعين في السجود وقبيل التسليم هو من الدعاء المطلق، فلا يشترط أن يكون واردا بنصه في الكتاب والسنة، بل للمصلي أن يدعو بحاجاته الدنيوية والدينية بأي صيغة كانت، وله أن يسأل الله تعالى ما شاء من خيري الدنيا والاخرة، وإن لم يكن هذا الدعاء مأثورا في كتب السنة

সালাতরত ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলঃ ফরজ নফল সকল সালাতে সাজিদাহ অবস্থায় এবং সালামের আগে অধিক হারে দোয়া করা। বিতর সালাতেও কুনুতে অধিক হারে দোয়া করবে। কারনঃ অনেক সাহীহ রিওয়াতে বর্নিত হয়েছে, নবী সাঃ বলেছেনঃ তোমরা সাজিদাহ অবস্থায় অধিক হারে দোয়া করবে।
শাফিয়ী' ও মালিকী ফিক্বহের অধিকাংশ উলামা বলেছেনঃ সিজদাহরত অবস্থায় এবং সালামের আগে মুক্তভাবে ইচ্ছামত দোয়া করা যাবে। এখানে এমন কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি যে; কুরআন বা সুন্নায় উল্লেখিত দোয়াই করতে হবে। বরং সালাতরত ব্যক্তি দ্বীনী ও দুনিয়াবী যে কোনো বিষয়ে দোয়া করতে পারবে। দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর সকল বিষয়ে যা ইচ্ছা চাইতে পারবে। যদিও কিতাবে বা সুন্নতে এর উল্লেখ থাকে না।

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ومحل الدعاء في الصلاة هو السجود، وبين السجدتين، وفي اٰخرالصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي ﷺ وقبل التسليم (مجموع الفتاوي -امام بن باز)

এ যুগের প্রসিদ্ধ বিশ্লেষক, সাঊদী আরবের প্রধান মুফতী শাইখ বিন বায রাহিঃ বলেছেনঃ মুঅমিন ব্যক্তি ফরজ নফল সকল সালাতেই দোয়া করতে পারবে। সালাতে দোয়ার স্থান হচ্ছেঃ সাজিদাহ, দুই সিজদাহর মধ্যবর্তি সময় এবং সালাতের শেষ (বৈঠকে) তাশাহহুদ ও দুরূদের পর সালামের আগে।

يقول الإمام النووي رحمه الله: «مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله أن يقول: اللَّهُمَّ ارزقني كسباً طيباً وولداً وداراً وجارية حسناء يصفها و اللَّهُمَّ خلص فلاناً من السجن وأهلك فلاناً وغير ذلك ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق.

وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة الموافقة للقراٰن واحتج لهم بقوله ﷺ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصِحُّ فيها شيء مِنْ كَلامِ النَّاسِ إِنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِراءَةُ القُرْاٰنِ. رواه مسلم، وبالقياس على رد السلام وتشميت العاطس.

ইমাম নববী বলেছেনঃ সালাতের বাইরে দ্বীন ও দুনিয়ার যেসব বিষয়ে দোয়া করা যাবে সালাতের ভিতরেও ওইসব বিষয়ে দোয়া করা যাবে। এটাই আমাদের (শাফিয়ী) মাযহাব। মুসল্লি দোয়াতে বলতে পারবেঃ হে আল্লাহ্! আমাকে উত্তম পোশাক দান কর। এভাবে সন্তান, বাড়ী, সুন্দরী দাসী, ইত্যাদি চেয়েও দোয়া করতে পারবে।

এভাবেও বলতে পারবেঃ হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে জেল থেকে মুক্তি দাও, অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দাও, ইত্যাদি। এভাবে দোয়া করার কারনে সালাত নষ্ট হবে না। মালিক, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক, গং ইমামগণও এমনই বলেছেন। (কারনঃ রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা যা ইচ্ছা চাইতে পারবে)

আবু-হানীফাহ ও আহমাদ বলেছেনঃ কুরআন হাদীছে উল্লেখিত যে কোনো দোয়া করতে পারবে। এর বাইরে নয়। কারনঃ রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সালাতে "কালামুন্নাস" (মানুষের সাথে কথা) বলা যায় না। বরং তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন পাঠ করা হয়। তাই সালাতের ভিতর যেভাবে সালামের জবাব বা হাসির উত্তর দেয়া যায় না। তেমনিভাবে এমন কিছু চাওয়া যাবে না যা মানুষের কাছে চাওয়া হয়। لجنة الإفتاء. رقم الفتوى :3002. التاريخ: 3-5-2012

বিধানঃ ১২. সালাতে "জালছাহ"র বিধানঃ জালছাহ অর্থ বসা বা বৈঠক করা। এখানে "জালছাহ" বলে বোঝানো হয়েছেঃ সালাতে দুই সিজদাহর মধ্যবর্তি বৈঠক। হানাফী মতে এ বৈঠক ওয়াজিব। সালাতে দুই সিজদাহর মধ্যে না বসলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

জালছাহ"র সময় নির্ধারনঃ সালাতে দুই সিজদাহর মধ্যখানে সাধারণত এতো সময় বসতে হয় যত সময় সিজদায় কাঠিয়েছেন। এটাই উত্তম পন্থা। বর্নিত হচ্ছে

حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي ﷺ وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء

বারা রাঃ বলেছেনঃ সাধারণত রাসূল সাঃ এর রুকু, সাজিদাহ, দুই সিজদাহর মাঝে বসা আর রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো; উনার কিয়াম (সুরাহ ফাতিহাহ ও কিরাত পড়ার জন্য দন্ডায়মান থাকা) এবং কুয়ু'দ (তাশাহুদের জন্য বসা) ছাড়া (বাকি কাজসমূহ) প্রায়ই সমান সমান ছিল। (বুখারীঃ ৭৫৯)

দুই সিজদাহর মধ্যখানে বসার পদ্ধতিঃ দুই সিজদাহর মধ্যখানে বসা আবশ্যক। ফিক্বহী বিন্যাসে কোনো মাযহাব মতে এটা সালাতের রুকন (ফরজ) আর কোনো মাযহাব মতে ওয়াজিব। আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে এসেছেঃ এক ব্যক্তি সালাতে ভূল করেছিল এবং রাসূল সাঃ তাকে সালাত

আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। নবী সাঃ ওই ব্যক্তিকে সুই সিজদাহর মধ্যখানে বসতে আদেশ দিয়েছেন। (হাদীছটি আমরা ত্বামানিয়্যাহ পাঠে বর্ননা করব, ইন শা-আল্লাহ) এখানে শুধু বসার পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে..

وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه، ثم هوى ساجدا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

আবু-হু'মাইদ আল-সায়িদী রাঃ থেকে এক দীর্ঘ হাদীছে রাসূল সাঃ এর সালাতের ধারা বর্ননা উল্লেখ করা হয়েছে, এতে বল হয়েছে.. ..অতঃপত তিনি তার বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসেছেন এবং ধীর-স্থির হয়ে এমনভাবে বসেছেন যে তার শরীরের সমস্ত হাড় ও জোড়াগুলো স্থির হয়ে এসেছে। তারপর পরবর্তী সিজদাহ করতে ঝুকেছেন..। (আহমাদ,আবু-দাউদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ)

দুই সিজদাহর মধ্যখানে বসা অবস্থায় করনীয়ঃ দুই সিজদাহর মধ্যখানে বসা অবস্থায় দোয়া করা উত্তম, ওই সময়ে দোয়া কবুল হয় এবং নবী সাঃ এখানে অনেক দোয়া করেছেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي . رواه الترمذي (٢٨٤) وصححه الألباني

ইবন আ'ব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, দুই সিজদাহর মধ্যখানে (বসা অবস্থায়) নবী সাঃ বলতেনঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহা'মনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্বনী। (হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, আমাকে দয়া কর, আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান কর, আমাকে হেদায়াত কর, আমাকে রিজক দান কর।) (তিরমিযীঃ ২৮৪, হাদীছটি সাহীহ)

বিঃ দ্রঃ = সালাতের ২য় সিজদাহ **১ম** সিজদাহর মতই আদায় করতে হয়। ২য় সিজদাহর পর এক রাকায়াত সমাপ্ত হয়ে যায় তারপর দাড়িয়ে ২য় রাকায়াত আদায় করতে হয়। সালাতের ২য় রাকায়াত **১ম** রাকায়াতের মতই তবে এতে ছানা পাঠ করতে হয় না।

বিধানঃ ১৩. সালাতে ত্বামানিয়্যাহ বা ধীর-স্থিরতা বজায় রাখার বিধানঃ সালাতের প্রতিটি কাজে ত্বামানিয়্যাহ তথা তাড়াহুড়া না করে ধীর-স্থিরভাবে কাজটি সম্পাদন করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ كان ذات يوم جالسا بين أصحابه في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي الكريم ﷺ فقال له النبي ﷺ ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء في المرة الثالثة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي ﷺ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

বুখারী ও মুসলিমে বর্নিত এক হাদীছে আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা নবী সাঃ সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মাসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে (১ম বার) সালাত আদায় করল তারপর এসে নবী সা.কে সালাম দিল।

নবী সাঃ তাকে বললেনঃ যাও, গিয়ে সালাত আদায় কর, কারন তোমার সালাত হয়নি।

লোকটি গিয়ে আবার (২য় বার) অনুরূপ সালাত আদায় করল অতঃপর আবার এসে সালাম করল।

নবী সাঃ এবারও বললেনঃ যাও, গিয়ে সালাত আদায় কর, কারন তোমার সালাত হয়নি।

লোকটি আবার অনুরূপ ৩য় বার সালাত আদায় করল অতঃপর আবার এসে সালাম করল।

নবী সাঃ এবারও বললেনঃ যাও, গিয়ে সালাত আদায় কর, কারন তোমার সালাত হয়নি।

লোকটি তখন (৩ বার সালাত আদায়ের পর) বললঃ ওই সত্ত্বার কসম যিনি সঠিক (দ্বীন ও বিধান) দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করেছেনঃ আমি এরচেয়ে ভালো (করে সালাত আদায়) করতে জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।

নবী সাঃ তখন বললেনঃ যখন তুমি সালাতে দাড়াবে তখন (শুরুতেই)..

» পরিপুর্নভাবে অযু করে নেবে। অতঃপর কিবলাহর দিকে মুখ করে তাকবীর দেবে।
» তারপর আল-কুরআনের যেখান থেকে যতটুকু খুশী পাঠ করবে।
» তারপর রুকু করবে এবং ইত্বমিনানের সহিত (ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্টভাবে) রুকু করবে।
» তারপর (রুকু থেকে) উঠে দাড়াবে এবং ইত্বমিনানের সহিত (ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্টভাবে) দাড়িয়ে থাকবে।
» তারপর সিজদাহ করবে এবং ইত্বমিনানের সহিত (ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্টভাবে) সিজদাহ করবে।
» তারপর (সিজদাহ থেকে) উঠে বসবে এবং ইত্বমিনানের সহিত (ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্টভাবে) বসে থাকবে।
» তারপর (২য়) সিজদাহ করবে এবং ইত্বমিনানের সহিত (ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্টভাবে) সিজদাহ করবে।
» তোমার সালাতের প্রতিটি কাজ এভাবেই ইত্বমিনানের সহিত (ধীর-স্থির ও শান্ত-শিষ্টভাবে) আদায় করবে।

বিধানঃ ১৪. জালসাহ ইস্তিরাহাহঃ ১ম ও ৩য় রাকায়াতের উভয় সিজদাহর পর ২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের জন্য দাড়ানোর আগে একটু বিশ্রামের জন্য সামান্য বসা সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত একটি আমল। ফিক্বহের পরিভাষায় এর নাম জালসাহ ইস্তিরাহাহ তথা বিশ্রামের জন্য বসা। বর্ণিত হয়েছে..

ففي الصحيحين عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم, وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي ؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا, وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض ففي هذا الحديث وغيره أيضا أن النبي ﷺ كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض للركعة الثانية والرابعة، وتسمى هذه الجلسة بجلسة الاستراحة.

বুখারী ও মুসলিমে বর্নিত এক হাদীছে আবু-ক্বিলাবাহ আব্দুল্লাহ বিন যাইদ আল-বাসারী রাহিঃ বলেছেনঃ একদা (রাসূল সাঃ এর সাহাবী) মালিক বিন হুওয়াইরিছ রাঃ আমাদের এই মাসজিদে এলেন এবং বললেনঃ "আমি এখন তোমাদের সামনে সালাত আদায় করব। আমার উদ্দেশ্য কোনো সালাত আদায় করা নয়। আমি রাসূল সা.কে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি (তোমাদেরকে এটা দেখানোর জন্যই এখন সালাত আদায় করব) একজন রাওয়ী তখন আবু ক্বিলাবাহকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তিনি কীভাবে সালাত আদায় করেছিলেন?

উত্তরে তিনি বলেছেনঃ ওই শাইখের মত। (ওখানে বলা হয়েছে) "২য় সিজদাহ থেকে উঠার পর দাড়ানোর আগে তিনি একটু বসতেন"।
এ হাদীছসহ আরো অনেক হাদীছে উল্লেখ আছে "২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের জন্য দাড়ানোর আগে নবী সাঃ সামান্য বিশ্রামের জন্য একটু বসতেন"। আর এ সময়ে বসাকে (ফিক্বহী পরিভাষায়) বলা হয় "জালসাহ ইস্তিরাহাহ" তথা বিশ্রামের জন্য বসা।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের জন্য দাড়ানোর আগে বিশ্রামের জন্য সামান্য বসা সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত একটি আমল। তাই সকল ফিক্বহ মতেই এটা বৈধ এবং এতে কোনো দ্বিমত নেই। তবে এমন বসা শুধুই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নাকি সাধারণ সুন্নাহ, এ নিয়ে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে এটা মুস্তাহাব মানের সাধারণ সুন্নাহ, তাই সকল সালাতেই এ বৈঠকে ছাওয়াব পাওয়া যাবে। আর অনেকের মতে এটা শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এটাই হানাফী মাযহাবের পছন্দনীয় অভিমত।

বিধানঃ ১৫. সালাতে তাশাহহুদের জন্য বসার বিধানঃ ফরজ বা তাত্বাওয়্যু' সকল সালাতে দুই রাকায়াত সমাপ্ত করার পর বসার নিয়ম রয়েছে। এ নিয়ম রাসূল সাঃ এবং সাহাবাদের থেকে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। যদিও তাত্বাওয়্যু' (ফরজ ব্যতীত অন্য সকল) সালাতে এ নিয়ম আবশ্যক নয়। কারণ রাসূল সাঃ এসব সালাত এক বৈঠকে অনেক রাকায়াত আদায় করেছেন বলে একাধিক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে ফরজ সালাতে ২ রাকায়াত পর বসতেই হবে এবং হানাফী ফিক্বহ মতে এ বৈঠক ওয়াজিব।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ শাফিয়ী' ও মালিকী ফিক্বহ মতে এ বৈঠক সুন্নাহ, ইমাম নববী এ ব্যাপারে আবু-হানীফাহ থেকেও এমন একটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম আহমাদ ও হানাফীদের প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী এ বৈঠক ওয়াজিব।

সালাতে বসার নিয়মঃ মুসল্লী তার সালাতে যেকোনো ভাবে বসতে পারবে। তবে সালাতে বসার নিয়মকে সাধারনত ৩ ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ বৈধ বসা, মাকরূহ বসা ও সুন্নাহ বসা।

সুন্নাহ বসাঃ সালাতে ৩ ভাবে বসা সুন্নাহ। আর তা হচ্ছে..

٨٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الاخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ : كُلُّ فَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ

..দুই রাকায়াত আদায়ের পর রাসূল সাঃ যখন বসতেন তখন তিনি বাম পা (বিছিয়ে) এর উপর বসতেন আর ডান পা সোজা খাড়া করে রাখতেন, আর যখন শেষ রাকাত পর বসতেন তখন বাম পা সামনে এগিয়ে দিতেন আর অন্য পা সোজা খাড়া করে রেখে নিতম্বের উপর বসতেন। (বুখারীঃ ৮০৬)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে ৩ ভাবে বসা রাসূল সাঃ থেকে প্রমানীত, তাই এ ৩ ধরনের বসাকে সুন্নাহ হিসেবে ধরা যায়। যেমন..

১. পায়ের উপর বসাঃ ১ম তাশাহহুদের সময় রাসূল সাঃ সাধারণত বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এভাবে বসাকে আরবীতে বলা হয় "ইফতিরাশ"। উপরে উল্লেখিত হাদীছে এমন বসার কথা বলা হয়েছে।

২. নিতম্বের উপর বসাঃ উপরের হাদীছে বলা হয়েছে শেষ বৈঠকে রাসূল সাঃ বাম পা সামনে নিয়ে ডান পা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসতেন।

৩. নিতম্বের উপর বসার আরো একটি পদ্ধতি হচ্ছে বাম পা ভিতিরে রেখে ডান পা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসা। এ পদ্ধতিও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

মাকরূহ বসাঃ সালাতে ৩ প্রকার বসা মাকরূহ। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يجلِسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وَهوَ مُعتمِدٌ علَى يدَيهِ

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : ٨٧٤ إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (٢٩٩) وأحمد (٧٤٣٦) باختلاف يسير

আবদুল্লাহ বিন উ'মার রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ নিষেধ করেছেনঃ কোনো ব্যক্তি যেন সালাতরত অবস্থায় দুই হাতে ভর দিয়ে না বসে। (আবু-দাউদঃ ৯৯২, হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে ৩ ধরনের বসা নিষিদ্ধ বলে রাসূল সাঃ থেকে প্রমানীত, তাই এ ৩ ধরনের বসাকে মাকরূহ হিসেবে ধরা যায়। যেমন..

১. হাতের উপর ভর দিয়ে বসাঃ উপরে উল্লেখিত হাদীছে এমন বসার কথা বলা হয়েছে।
২. দুই হাঁটু উচু করে নিতম্বের উপর বসাঃ এমন বসাকে আরবীতে বলা হয় ইক্বআ'। মানে পায়ের পাতা যমীনে রেখে দুই হাটু উচু করে নিতম্বের উপর বসে দুই হাত দিয়ে পা ধরে রাখা। সালাতে এমনভাবে বসতে নিষেধ করে কিছু হাদীছ বর্নিত আছে।
৩. মুরাব্বা' বা চারজানু বসাঃ সালাতে এমনভাবে বসতে নিষেধ করে কিছু হাদীছ বর্নিত আছে।

বৈধ বসাঃ উল্লেখিত ৬ প্রকার বসা ছাড়া অন্য কোনোভাবে বসা হচ্ছে বৈধ বসা।

আঙ্গুলের ইশারাঃ বসা অবস্থায় ডান হাত ডান হাটুতে আর বামহাত বামহাটুতে রাখবে এবং শাহাদাহ আঙ্গুল দিয়ে ইশারাহ করবে। আঙ্গুল দিয়ে ইশারাহ করা মুস্তাহাব শ্রেণির সুন্নাহ। মানে করলে ভালো, না করলে কোনো ক্ষতি নেই। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

رواه مسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلى الإبهام (السبابة) إلي القبلة ويرمى ببصره إليه

মুসলিমের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (বসা অবস্থায় রাসূল সা.) উনার বামহাত বামহাটুতে আর ডানহাত ডানহাটুতে রাখতেন, শাহাদাহ আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারাহ করতেন এবং তখন চুখের পলক এদিকে রাখতেন।

পর্যালোচনাঃ সালাতে বসা অবস্থায় শাহাদাহ আঙ্গুলের কার্যক্রম নিয়ে ৩ ধরনের হাদীছ পাওয়া যায়। যেমন..

১. শাহাদাহ আঙ্গুল দিয়ে ইশারাহ করা
২. শাহাদাহ আঙ্গুল খাড়া করে রাখা
৩. শাহাদাহ আঙ্গুল নাড়া বা ঘুরানো।

আসলে এ ৩টি কার্যক্রমই হাদীছ দ্বারা প্রমানীত, তাই এর যে কোনো ১টি করলেই হবে অথবা পর্যায়ক্রমে ৩টিই করা যাবে। তবে এ নিয়ে দলাদলি করা বিবাদ করা অথবা বিদ্বেষ ছড়ানো কোনোভাবেই বৈধ নয়।

বিধানঃ ১৬. সালাতে তাশাহহূদ পাঠঃ দুই রাকায়াত সমাপ্ত করার পর বসে তাশাহহূদ পাঠ করতে হয়। শাব্দগত সামান্য পরিবর্তনসহ তাশাহহূদ সাধারণত ৩ ভাবে পড়া যায়।

আসল ব্যাপার হলো আব্দুল্লাহ বিন মাসঊ'দ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন উ'মার (রা.হুম) এ ৩ জন সাহাবী থেকে মূলত তাশাহহূদ বর্ণিত হয়েছে এবং এসব বর্ণনার শুরুর দিকে শব্দগত সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে অর্থ প্রায় সমানই থেকে যায়। যেমন..

১ম তাশাহহূদঃ

فقد ثبتت عن النبي ﷺ أحاديث في التشهد صحيحة، وأقواها باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رواه الشيخان

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊ'দ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিবি বলেছেনঃ (প্রথম প্রথম) নবী সাঃ এর পিছনে সালাত আদায়কালে (তাশাহহূদের সময়ে) আমরা বলতামঃ আল্লাহর প্রতি সালাম। একদা নবী সাঃ বললেনঃ (তোমরা এসব কী বলছ?) আল্লাহ তো নিজেই সালাম (তাই আল্লাহকে সালাম করতে হয় না) তোমরা বরং বলঃ

আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়া-স-সালাওয়াতু ওয়া-ত-ত্বাইয়্যিবাত, আস-সালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস-সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহি-স-স্বালিহী'ন, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন-না মুহা'ম্মাদান আ'ব্দুহু ওয়া রাসূলুহ"

অর্থাৎ সকল শুভেচ্ছা সকল সালাত ও সকল পবিত্রতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত, আমাদের প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের প্রতিও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

সূত্রঃ এ তাশাহহূদ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এবং এ হাদীছটি তাশাহহূদের ব্যাপারে বর্ণিত সবচেয়ে মজবুত হাদীছ। ইসলামী পন্ডিতদের কাছে এ তাশাহহূদটি ইবনে মাসঊ'দের তাশাহহূদ নামে খ্যাত।

২য় তাশাহহূদঃ

تشهد ابن عباس: الذي أخرجه مسلم ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وفي رواية « عبده ورسوله .

মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীছে ইবন আ'ব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত তাশাহহুদটি হচ্ছেঃ "আত-তাহিয়্যাতু আল-মুবারাকাতু আস-স্বালাওয়াতু আত-ত্বায়্যিবাতু লিল্লাহ...(বাকি অংশ আগের তাশাহহূদের মতই) উল্লেখ্য এখানে শুধু একটি শব্দ বেশী আর তা হচ্ছে "আল-মুবারাকাতু" আর এতে অর্থ দাড়াবে "বরকতময় সকল শুভেচ্ছা সকল সালাত ও সকল পবিত্রতার মালিক আল্লাহ।

৩য় তাশাহহূদঃ

تشهد ابن عمر: أخرجه مالك في الموطأ ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله.... كتشهد ابن مسعود وأخرجه أيضاً الشافعي وعبدالرزاق في مصنفه والدارقطني والبيهقي، وقال الزيلعي في نصب الراية: « وهذا إسناد صحيح.

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত এক হাদীছে ইবন উ'মার রাঃ থেকে বর্ণিত তাশাহহুদটি হচ্ছেঃ

আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, আয-যাকিয়াতু লিল্লাহি, আত-ত্বায়্যিবাতু আস-স্বালাওয়াতু লিল্লাহ,.. (বাকি অংশ আগের তাশাহহূদের মতই) উল্লেখ্য এখানে শুধু একটি শব্দ বেশী আর তা হচ্ছে "আয-যাকিয়াতু লিল্লাহি" আর এতে অর্থ দাড়াবে "সকল শুভেচ্ছার মালিক আল্লাহ, সকল বিশুদ্ধতার মালিক আল্লাহ, সকল সালাত ও সকল পবিত্রতার মালিক আল্লাহ, (বাকি অংশ আগের তাশাহহূদের মতই)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ জামহূর তথা অধিকাংশ ফক্বীহদের মতে **১ম** বৈঠকে তাশাহহূদ পাঠ করা সুন্নাহ আর হানাফীদের মতে ওয়াজিব। (সূত্র ইসলাম ওয়েব)

বিধানঃ ১৭. সালাতে শেষ বৈঠকঃ সালাতের সমূদয় রাকায়াত সমাপ্ত করার পর বসা এবং তাশাহহুদ পাঠ করা আবশ্যক। রাসূল সাঃ এর সালাতের বর্ণনা দিয়ে যেসকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এর সবকটিতেই শেষ বৈঠক ও তাতে তাশাহহুদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। রাসূল সাঃ উনার জীবনে কোনো সালাতই শেষ বৈঠক ও তাতে তাশাহহুদ না পড়ে সমাপ্ত করেননি। তাই ফরজ ও তাত্বাওয়্যু তথা আবশ্যক ও ঐচ্ছিক সকল সালাতেই শেষ বৈঠক আবশ্যক।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ শেষ বৈঠক সালাতের রুকন, তাই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুল করে, শেষ বৈঠক ছুটে গেলে সালাত শুদ্ধ হবে না। তবে হানাফী ও মালিকী ফিক্বহ মতে শেষ বৈঠকে তাশাহহূদ পাঠ করা ওয়াজিব। আর শাফিয়ী ও হাম্বলীদের মতে তাশাহহুদ পাঠ করাও সালাতের রুকন।

এক বৈঠকে অধিক রাকায়াতঃ ফরজ সালতে প্রতি ২ রাকায়াত পরপর বৈঠক করা ওয়াজিব আর তাত্বাওয়্যু' (ফরজ ব্যতীত অন্য সালাতে) শুধু শেষ বৈঠক আবশ্যক। মানে ফরজ ব্যতীত অন্য সালাত এক বৈঠকে ২, ৩ বা আরো বেশী সালাত আদায় করা যাবে। যেমন বর্নিত হয়েছে..

كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً يوتِرُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ إلَّا في اٰخرِهنَّ متَّفقٌ عليهِ وكحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّهُ ﷺ كانَ يصلِّي من اللَّيلِ تسعَ ركَعاتٍ لا يجلسُ فيها إلَّا في الثَّامنةِ فيذكرُ اللَّهَ ويحمَدُهُ ويدعوهُ ثمَّ ينهضُ ولا يسلِّمُ ثمَّ يقومُ فيصلِّي التَّاسعةَ ثمَّ يقعدُ فيذكرُ اللَّهَ ويحمدُهُ ويدعوهُ ثمَّ يسلِّمُ تسليمًا يسمِعُناهُ ثمَّ يصلِّي ركعتينِ بعدما يسلِّمُ وهوَ قاعدٌ فتلكَ إحدى عشرةَ ركعةً فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأخذهُ اللَّحمُ أوترَ بسبعٍ وصنعَ في الرَّكعتينِ مثلَ صُنعِهِ في الأولى وفي لفظٍ عنها فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأخذهُ اللَّحمُ أوترَ بسبعِ ركعاتٍ لم يجلس إلَّا في السَّادسةِ والسَّابعةِ ولم يسلِّمْ إلَّا في السَّابعةِ وفي لفظٍ صلَّى سبعَ ركعاتٍ لا يقعدُ إلَّا في اٰخرِهنَّ

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن القيم المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : ٣١٣/٢
خلاصة حكم المحدث : صحيح

(আইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত) রাসূল সাঃ রাতে মোট **১৩** রাকায়াত সালাত আদায় করতেন, এরমাঝে ৫ রাকায়াত বিতর করতেন এবং এর শেষ রাকায়াতের আগে বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি সাঃ রাতে ৯ রাকায়াত সালাত আদায় করতেন এবং ৮ম রাকায়াতের আগে বসতেন না, তার পর (৮ম রাকায়াত সমাপ্ত করার পর) বসে আল্লাহর যিকর করতেন, হামদ করতেন এবং দোয়া করতেন, তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাড়াতেন এবং ৯ম রাকায়াত সমাপ্ত করে আবার বসে আল্লাহর যিকর করতেন, হামদ করতেন এবং দোয়া করতেন, তারপর সালাম করতেন যা আমরাও শুনতে পেতাম।

অতঃপর বসে বসে আরো ২ রাকায়াত পড়তেন, এ হচ্ছে **১১** রাকায়াত।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, যখন তার শরীর দুর্বল হয়ে এলো তিনি তখন ৭ রাকায়াত বিতর পড়তেন এবং ৬ষ্ঠ রাকাতে **১**বার বসলেও সালাম ফিরাতেন না, ৭ম রাকায়াত সমাপ্ত করার পর সালাম ফিরাতেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ তিনি ৭ রাকায়াত পড়তেন এবং ৭ম রাকায়াতের আগে বসতেন না। (সবগুল বর্ননাই সাহীহ)

বিধানঃ ১৮. সালাতে দুরূদ পাঠঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর নবী সাঃ এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে হয়। সালাত পাঠকে ফার্সীতে বলা হয় দুরূদ পাঠ। আমাদের সমাজে ফার্সীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় দুরূদ শরীফ। এখানে ২টি দুরূদ পাঠ করা হয়, এগুলো আমাদের কাছে ইবরাহিমী দুরূদ নামে পরিচিত। দুরূদ ২টি হচ্ছে..

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ আর উনার পরিবারের/অনুসারীদের উপর সালাত বর্ষণ কর, যেমন সালাত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও উনার পরিবারের/অনুসারীদের উপর, নিশ্চয় তুমি চির প্রশংসিত, চির মহিমান্বির।

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ আর উনার পরিবারের/অনুসারীদের উপর বরকত বর্ষণ কর, যেমন বরকত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও উনার পরিবারের/অনুসারীদের উপর, নিশ্চয় তুমি চির প্রশংসিত, চির মহিমান্বির।

আসলে হাদীছে দুরূদের ব্যাপারে অনেকগুলো রিওয়ায়াত এসেছে এবং এতে বিষয়বস্তু এক হলেও শব্দগত সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন..

روى البخاري (٦٣٥٧) ومسلم (٤٠٦) عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وروى البخاري (٣٣٦٩) ومسلم (٦٣٦٠) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

বিধানঃ ১৯. সালাতের ভিতর দোয়া করাঃ শেষ বৈঠকে দুরূদের পর দোয়া করা সুন্নত। বর্নিত হচ্ছে..

عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ علمهم التشهد، ثم قال في اٰخره: ثم لتختر من المسألة ما تشاء رواه مسلم.

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ এরপর তুমি যা চাও চেয়ে নেবে। (মুসলিম)

عن أبي هريرة قال :قال رسول الله ﷺ إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা যখন তাশাহহুদ সমাপ্ত করবে তখন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চেয়ে নেবে। আর এ ৪টি বিষয় হচ্ছেঃ

১. জাহান্নামের আযাব থেকে সুরক্ষা কামনা করা
২. কবরের আযাব থেকে সুরক্ষা কামনা করা
৩. জীবন-মরনের ফিতনাহ থেকে সুরক্ষা কামনা করা
৪. মাসীহ দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে সুরক্ষা কামনা করা (মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يدعو في الصلاة « اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» متفق عليه.

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ সালাতে (তাশাহহুদের পর) দোয়া করে বলতেনঃ হে আল্লাহ!..

» আমি কবরের আযাব থেকে আপনার সুরক্ষা কামনা করছি
» আমি দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে আপনার সুরক্ষা কামনা করছি
» আমি জীবন-মরনের ফিতনাহ থেকে আপনার সুরক্ষা কামনা করছি
» আমি সকল প্রকার পাপাচার ও অপরাধ থেকে আপনার সুরক্ষা কামনা করছি (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = নবী সাঃ এখানে একেক সময়ে একেক ধরনের দোয়া করেছেন, তাই এ ব্যাপারে অনেক হাদীছে অনেকগুলো দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এ মুহূর্তটি দোয়া কবুলের মুহূর্ত, তাই সালাতরত বান্দা এখানে তার মালিকের কাছে মন খোলে আকুতি জানাবে এবং তার মনের কথা তার মালিককে খোলে বলবে। সুতরাং এখানে কোনো ভাষা বা শারীয়া'হ বহির্ভুত কোনো নিয়ম বান্দা ও তার মালিকের মাঝে অন্তরায় হতে পারে না।

ইমাম সাহেবের দোয়াঃ যিনি ইমামতি করবেন তিনি সবার জন্য দোয়া করবেন। তিনি যদি মুসল্লীদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দোয়া করেন তবে এটা খিয়ানাত তথা মুসল্লীদের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা হিসেবে গন্য হবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

٧٥٣- حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن

ছাওবান রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন..

» অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে নজর দেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়, যদি নজর দেয় তবে যেন ভিতরে প্রবেশ করে। অন্য বর্ননায় এসেছে যে নজর দিল সে খিয়ানত করল।

» যে ব্যক্তি ইমামতি করল এবং মুসল্লীদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দোয়া করল সে তাদের সাথে খিয়ানত (বিশ্বাস ঘাতকতা) করল।

» পেশাব বা পায়খানার বেগ নিয়ে কেউ যেন সালাতে না দাড়ায়। (তিরমিযীঃ ৩৫৭, হাদীছটি হাসান।)

শুধু নিজের জন্য দোয়াঃ আর একা সালাত আদায় করলে শুধু নিজের জন্য দোয়া করতে পারবে। তবে তখনো উত্তম সবার জন্য দোয়া করা। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

وَعن أَبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه ﷺ عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ وَارحَمْني إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم متَّفَقٌ عليهِ.

আবু-বকর সিদ্দীক্ব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন, আমি আমার (একাকী) সালাতে এ দোয়াটি করে থাকি। (দোয়াটি হল)

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলম (তথা অনেক পাপ) করে ফেলেছি, এখন আমার এসব পাপ মোচন করার মত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, সুতরাং তোমার নিজের পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও আর আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়াময়। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ এখানে অনেক দোয়া করতেন বলে অনেক হাদীছে বর্নিত হয়েছে। উনারা এখানে যেসব দোয়া করতেন এগুলোকে একত্রে বলা হয় আদইয়া মাছুরা তথা হাদীছে উল্লেখিত দোয়াসমূহ। আল কুরআনেও অনেক দোয়া উল্লেখ আছে। যেমন..

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে রাব্ব! আমাদেরকে দান কর দুনিয়ার সকল কল্যাণ আর আখেরাতের সকল কল্যান এবং আমাদেরকে মুক্ত রাখো জাহান্নামের আযাব থেকে।

বিধানঃ ২০. সালাতে সংশোধনী সাজিদাহঃ সালাতে ভুল করে কিছু ছেড়ে দিলে বা বেশী করে ফেললে এ ভুল সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত দুটি সাজিদাহ দিতে হয়, একে বলা হয় "সাজিদাতাই-স-সাহও" "রিকভারী সাজিদাহ" বা "সংশোধনী সাজিদাহ"।

সংশোধনী সিজদাহর কারণঃ ভুল বশত সালাতের আরকান ও শর্ত ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার গুরুত্বপূর্ণ করনীয় ছেড়ে দিলে বা বাড়িয়ে ফেললে অথবা সংশয়ে পতিত হলে সংশোধনী সাজিদাহ দিতে হয়।
সংশোধনী সিজদাহর কারণ হিসেবে হানাফীদের প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাস্বার আল-কুদূরী"তে লিখা হয়েছে "যিয়াদাহ ওয়া নুক্বস্বান" তথা বাড়িয়ে ফেলা বা কমিয়ে ফেলা।
আর ইসলাম ওয়েবে লিখা হয়েছে "যিয়াদাহ, নুক্বস্বান ওয়া শাক" তথা ছেড়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে ফেলা অথবা সংশয়ে পতিত হওয়া। যেমন বলা হচ্ছে..

اتفق االفقهاء في الجملة على أن موجب سجود السهو هو زيادة، أو نقصان، أو شك، واختلفوا في تفصيل ذلك اختلافاً كبيراً من أراده فليراجعه في كتب الفقه،

মোটকথা সকল ফাক্বীহগণ একমতঃ "যিয়াদাহ, নুক্বস্বান ওয়া শাক" তথা ছেড়ে দেওয়া, বাড়িয়ে ফেলা অথবা সংশয়ে পতিত হওয়া; এসব কারণে সংশোধনী সাজিদাহ আবশ্যক হয়ে যায়। তবে এর ব্যাখ্যা নিয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে ফিক্বহী কিতাবাদি অধ্যয়ন করুন। তবে রাসূল সাঃ সাধারনত যেসব কারণে সংশোধনী সাজিদাহ করেছেন বলে হাদীছে প্রমান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ..

কারণঃ ১. যে ব্যক্তি ৩ অথবা ৪ রাকায়াতী ফরজ সালাতে দুই রাকায়াত পর প্রথম তাশাহহুদের জন্য না বসে ভুল বশত দাড়িয়ে গেলো সে সংশোধনী সাজিদাহ দেবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك

আব্দুল্লাহ বিন বুহা'ইনাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা জোহর সালাতে ২ রাকায়া'র পর না বসে দাড়িয়ে গেলেন অতঃপত সালাত সমাপ্ত করে তিনি ২টি সাজিদাহ করলেন তারপর সালাম ফিরালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

কারণঃ ২. যে ব্যক্তি তার ফরজ সালাত সমাপ্ত করার আগেই ভুল বশত সালাত ফিরিয়ে নিল; সে সংশোধনী সাজিদাহ দেবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وفي بعض روايات هذا الحديث أن تلك الصلاة كانت الظهر أو العصر

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ একদা ২ রাকায়া'ত পর সালাত সমাপ্ত করে ফেললেন। তখন যু-ল-ইয়াদাইন (একজন সাহাবী) বলে উঠলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত কি কম হয়ে গেছে, না কি আপনি ভুলে গেছেন? রাসূল সাঃ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ যুল-ইয়াদাইন কি ঠিক বলছে? লোকজন বললঃ জী, রাসূল সাঃ তখন দাড়িয়ে গেলেন এবং আরো ২ রাকায়া'ত সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর আবার তাকবীর দিয়ে সাধারণ সিজদাহর মত বা আরো দীর্ঘ সাজিদাহ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)
কোনো কোনো বর্ণনা মতে এটা ছিল জোহর বা আসর সালাত।

কারণঃ ৩. যে ব্যক্তি তার ফরজ সালাতে ভুল বশত ১ রাকায়া'ত বাড়িয়ে নিল; সে সংশোধনী সাজিদাহ করবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

في الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي ﷺ الظهر خمساً فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذلك؟» قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين.

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊ'দ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা জোহর সালাত ৫ রাকায়া'ত পড়ে ফেললেন। (সালাত শেষ করার পর) লোকজন বললঃ সালাত কী বেড়ে গেছে? তিনি বললেনঃ কী হয়েছে? লোকজন বললঃ আপনি ৫ রাকায়া'ত পড়েছেন। তখন তিনি দুই পা খাড়া করে দুটি সাজিদাহ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

কারণঃ ৪. যে ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায়কালে কত রাকায়া'ত আদায় করেছে তা ভুলে গেল সে তার সবচেয়ে মজবুত ধারনার উপর ভিত্তি করে সালাত পূর্ণ করবে এবং সালাত শেষে সংশোধনী সাজিদাহ করবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان.

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে শংসয়ে পতিত হয়; সে তিন পড়েছে, না চার? সে তার শংসয় পাশ কাটিয়ে সবচেয়ে মজবুত ধারনার উপর ভিত্তি করে সালাত পূর্ণ করবে। তারপর সালাম ফিরানোর আগে দুটি সাজিদাহ করবে। সে যদি ৫ রাকায়া'ত পড়ে ফেলে তবে আরো এক রাকায়া'ত পূর্ন করবে। তখন তার ৪ রাকায়া'তে সালাত পূর্ণ হবে আর দুই রাকায়া'ত দ্বারা শয়তানকে লাঞ্ছিত করা হবে। (মুসলিম) তবে সালাতের কোনো রুকন বা শর্ত ছুটে গেলে এই সাজিদাহ দ্বারা এর সংশোধনি হবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম ওয়েবে লিখা হয়েছে..

واتفقوا كذلك على أن من ترك ركناً من أركان الصلاة أو شرطاً من شروطها أو فعل شيئاً من مبطلاتها أن ذلك لا يجبر بسجود السهو.

আর ফাক্বীহগণ এ ব্যাপারে একমত পোষন করেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাতের কোনো রুকন বা শর্ত ছেড়ে দিল অথবা সালাত বাতিল হওয়ার মত কোনো কাজ করে ফেলল তবে সংশোধনী সাজিদাহ দ্বারা এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ফিক্বহ মতে ফরজ সালাতে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সংশোধনী সাজিদাহ দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর কোনো সুন্নত বা মুস্তাহাব ছুটে গেলে সাজিদাহ দিতে হয় না।
আর তাত্বাওয়্যু সালাতে সংশোধনী সাজিদাহ নিয়ে ফক্বীহগণের মাঝে ২টি মত লক্ষ্য করা যায়ঃ ইসলাম ওয়েবে ২০-০৩-২০১৩ ঈসায়ী সনের এক ফতোয়ায় লিখা হয়েছে..
মালিকীদের মতে নফল সালাতেও সংশোধনী সাজিদাহ দিতে হবে যেমন ফরজ সালাতে দিতে হয়। আর শাফিয়ীদের মতে তাত্বাওয়্যু' সালাতে সংশোধনী সাজিদাহ দিতে হয় না।

সালামের আগে করবে, না পরেঃ সুংশোধনী সাজিদাহ সালামের আগেও করা যায় আবার বাদেও করা যায়। যেমন একটু উপরে কারণ ১ ও ৪ এ সালামের আগে সিজদাহর কথা বলা হয়েছে আর কারণ ২ ও ৩ এ সালামের পরে সিজদাহর কথা বলা হয়েছে। আসলে তাশাহহুদের তরে বসা অবস্থায় (সালাত ভঙ্গ করার মত কোনোকিছু না করলে) সাজিদাহ করা যায়, এটা সালামের আগে হউক বা পরে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، متفق عليه

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাড়ায় তখন শয়তান এসে তাকে শংসয়ে পতিত করে, এক পর্যায়ে সে ভুলে যায় কত রাকায়া'ত পড়েছে, তোমাদের কারো এমন অবস্থা হলে সে যেন (সালাত শেষে) বসা অবস্থায় দুটি সাজিদাহ করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ জামায়াতে সালাত আদায় করলে ইমাম সাহেবের ভুলের জন্য উনার সাথে সবাইকে সাজিদাহ দিতে হবে আর মুক্তাদির ভুল হলে এজন্য কাউকেই সাজিদাহ দিতে হবে না।

সিজদাহর পর তাশাহহুদঃ সংশোধনি সাজিদাহ সালামের আগে দেওয়া হউক বা পরে; এ সিজদাহর পর পুনরায় তাশাহহুদ পাঠ নিয়ে হাদীছে সুস্পষ্টভাবে কিছু পাওয়া যায়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ৩টি মত পাওয়া যায়। যথা..

অভিমতঃ ১. সংশোধনি সাজিদাহ সালামের আগে দেওয়া হউক বা পরে; এ সিজদাহর পর পুনরায় তাশাহহুদ পাঠ করে সালাম দিতে হবে। এ অভিমতটি হচ্ছে ইবনু মাসঊদ, নাখয়ী, ক্বাতাদাহ, ছাওরী, আওযায়ী, ইত্যাদি আলিমগণের। উনাদের পক্ষে দলীল হচ্ছে..

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

(সাহাবী) ই'মরান বিন হুসাইন রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ একদা উনাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন, সালাতে তিনি ভুল করেছেন এবং (ভুল সংশোধনী হিসেবে) দুটি সাজিদাহ দিয়েছেন। তারপর তাশাহহুদ পড়েছেন এবং সালাম করেছেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযি)

দলীল পর্যালোচনাঃ ইমাম বাইহাক্বী, ইবনু আব্দুল বিরর, ইবনু মুনযির, ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাইখ আলবানিসহ অনেক বিচারকের মতেই হাদীছটি দ্বাইফ, তাই দলীল হিসেবে গ্রহনযোগ্য নয়।

অভিমতঃ ২. সংশোধনী সিজদাহর পর আর কোনো তাশাহহুদ নেই। এ অভিমতটি এসেছে ইমাম শাফিয়ী' থেকে (আল-মাজমু' লিন-নাবাবীঃ ৪/১৫৩)
মালিকী উলামাদের থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ তাশাহহুদ পড়বে আর এক মতে পড়বে না। (মাওাহিবু-ল-জালীলঃ ২/২৯০)
হাম্বলী উলামাদের থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ তাশাহহুদ পড়বে আর এক মতে পড়বে না। (আল-ইনস্বাফঃ ২/১১৪) ইবনু তাইমিয়্যাহ, বিন বায এবং শাইখ উছাইমিনের মতে তাশাহহুদ পড়বে না।

অভিমতঃ ৩. সংশোধনী সিজদাহর পর তাশাহহুদ পাঠ মুসল্লীর এখতিয়ারাধীন। কেউ চাইলে পড়তে পারবে আর কারো ইচ্ছা হলে পড়বে না। ইসলাম ওয়েবে ০৪-০১-২০১১ ঈসায়ী এক ফতোয়ায় এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে লিখা হয়েছেঃ "আমরা মনে করি এ বিষয়টি মুসল্লীর এখতিয়ারাধীন। কারন এ ব্যাপারে রাসূল সাঃ থেকে কোনো সাহীহ হাদীছ পাওয়া না গেলেও উনার সাহাবাদের কেউ কেউ এমনটি করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং কেউ করতে চাইলে এতে দূষের কিছুই নেই আর কেউ না করলেও দোষের কিছু নয়।

বিঃ দ্রঃ = সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাটু আগে নামাবে তারপর দুই হাত নামাবে। এটা মুস্তাহাব শ্রেণির সুন্নাহ, যা পালন করলে ছাওয়াব পাওয়া যাবে তবে এর ব্যতিক্রম হলেও সমস্যা হবে না।

বিধানঃ ২১. তিলাওয়াতের সাজিদাহঃ আল-কুরআনে ১৪/১৫টি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলো তিলাওয়াত করলে সাজিদাহ দিতে হয়, এগুলো সিজদাহর আয়াত নামে খ্যাত। এসব আয়াতের কোনোটিতে মহান আল্লাহকে সাজিদাহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে আর কোনোটিতে সিজদাহর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই সালাতের ভিতরে বা বাইরে এসব আয়াতের কোনো একটি তিলাওয়াত করলে বা শোনলে সাজিদাহ দিতে হয়। রাসূল সাঃ নিজে এসব সাজিদাহ দিয়েছেন এবং আমাদেরকেও দিতে বলেছেন। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ ﷺ قال إذا قرأ ابنُ آدَمَ السجدةَ فسجَدَ، اعتزلَ الشيطانُ يَبكي، يقول: يا وَيْلَهْ! أُمِر ابنُ آدَمَ بالسجود فسَجَدَ؛ فله الجَنَّة، وأُمرتُ بالسجود فعصيتُ؛ فلي النَّار

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ আদম সন্তান যখন সিজদাহর আয়াত পাঠ করে আর সাজিদাহ করে শয়তান তখন কেদে কেদে দূরে সরে যায়, আর বলেঃ হায়! হায়! আদম সন্তানকে সাজিদাহ করতে বলা হল আর সে সাজিদাহ করে ফেলল, ফলে তার তরে নির্ধারিত হল জান্নাত। আর আমাকে সাজিদাহ করতে বলা হলে আমি অবাধ্য হয়ে গেলাম ফলে আমার জন্য অবধারিত হয়ে গেল জাহান্নাম। (মুসলিমঃ ৮১)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ জামহুর তথা মালিকী, শাফিয়ী' ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে তিলাওয়াতের সাজিদাহ সুন্নাহ আর হানাফী ফিক্বহ মতে ওয়াজিব।

সিজদাহর পদ্ধতিঃ তিলাওয়াত করার বা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাজিদাহ করবে, এটাই উত্তম, তবে পরে করলেও পাপ হবে না। আর সালাতের ভিতর তিলাওয়াত করলে দুই ভাবে সাজিদাহ করা যায়। যথা..

* সিজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করার পর দাড়ানো থেকে সোজা সাজিদায় চলে যাবে এবং ১টি সাজিদাহ করার পর আবার উঠে দাড়াবে।
* সিজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করার পর (তিলাওয়াত সমাপ্ত করে) সোজা রুকুতে চলে যাবে আর এতেই সাজিদাহ আদায় হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে রুকুকেই সাজিদাহ আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ধরা হবে।

বিধানঃ ২২. সালামের মাধ্যমে সালাত সমাপ্ত করাঃ দোয়ার পর সালাম বলবে। সালাত শেষে সালাম বলা আবশ্যক। তিরমিযীর ১ম হাদীছে সালামের কথা বলা হছে। সালাম হচ্ছে..

السلام عليكم ورحمة الله

তোমাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
সালাত সমাপ্ত করার পর সালাম একদিকে একবার বলার কথাও হাদীছে উল্লেখ আছে আবার দুইদিকে দুইবার বলার কথাও হাদীছে উল্লেখ আছে।

বর্তমান দুনিয়ার বাস্তবতাঃ বর্তমান দুনিয়ার অনেক দেশেই দুই দিকে দালাম ফিরানো হয়। তবে এক সফরে মরক্কর কয়েকটি মাসজিদে আমি সালাত আদায় করেছি। দেখেছি তারা একদিকে সালাম ফিরায়। আর হারামাইনে ফরজ সালাতের পর দুই দিকে সালাম ফিরালেও জানাযার পর একদিকে সালাম ফিরানো হয়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাত শেষে সালাম বলা হানাফী মতে ওয়াজিব আর অন্যান্য ফিক্বহ মতে সালাতের রুকন।

অনুচ্ছেদঃ ১০.

সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহারের বিধান



সালাত আসলে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন। সালাতে বান্দা তাঁর প্রভুর মহিমা, মহত্ব, বড়ত্ব বর্ননা করে, প্রভুর প্রশংসা করে, প্রভুর কালাম থেকে তিলাওয়াত করে এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে। এসবই সালাতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সুনিয়ার সকল মানুষের ভাষা আরবী নয় এবং সবাই আরবী বুঝেও না। আর জেনে বুঝে নিজের ইচ্ছামত মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলে সালাতকে প্রাণবন্ত করতে সহায়ক হবে।

বস্তুত কুরআন বা হাদীছে এমন কোনো নির্দেশনা নেই যে, সালাতে শুধু আরবী ভাষাই ব্যবহার করতে হবে, আবার অন্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে বলেও সুস্পষ্টভাবে অনুমোদন নেই।

তবে পরবর্তিতে ফিক্বহী ইমামগণ কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন করে এ সম্পর্কে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে খ্যাতনামা কয়েকজন ইমাম ও আলিমের অভিমত পেশ করা হয়। কারনঃ এ বিষয়ে জানা না থাকলে অনেক সময় অনেক ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে জানা থাকলে কোনো মুসলিমের প্রতি বিশেষ ও বৈরিতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে সহায়ক হবে, ইত্যাদি আরো অনেক উপকার হবে। তাই এসব কথা বিবেচনায় রেখে সালাতে আরবী ছাড়া অন্যভাষা ব্যবহারের বিধান সম্বলিত খ্যাতনামা কয়েকজন ইমাম ও আলিমের অভিমত ব্যক্ত করা হল। সালাতে আমরা যা বলি বা পাঠ করি এসব প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা.. আল-কুরআন ও কুরআন ছাড়া অন্যকিছু। তাই বিধানটিকে আমরা দুই ভাবে উল্লেখ করব।

ক. সালাতে অন্য ভাষায় কুরআন পাঠঃ সালাতে কুরআন পাঠ আরবীতেই করতে হবে। আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআন পাঠ করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। এতে সকল ইমাম এবং সকল ফিক্বহ একমত। যদিও সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআন পাঠ করা যাবে বলে আবু-হানীফাহ রাহিঃ থেকে একটি অভিমত বর্নিত আছে।

কিন্তু আসল ব্যাপার হলঃ ইমাম আবু-হানীফাহ প্রথমে মনে করেছিলেনঃ আল-কুরআন শুধু ভাবার্থের নাম। ইবারাত বা মূল পাঠ আসল কুরআন নয়। তাই তিনি বলেছিলেন সালাতে যেকোনো ভাষায় কুরআনের ভাবার্থ পাঠ করলেই কুরআন পাঠ হয়ে যাবে। পরে তিনি অন্য সকলের সাথে ঐক্যমত পোষন করে বলেছেন "আল-কুরআন ইবারাত ও ভাবার্থের সমন্বিত রূপ" তাই তিনি তার

১ম অভিমতটি উইদ্ধৃ করে নিয়েছেন। যেমনটি বায়ান মায়ানিউল বাদী' নামক কিতাবে বলা হচ্ছে..

وقد اتفق العلماء على أن القرآن الكريم هو اسم للنظم والمعنى، وهذا هو الصحيح من قول أبي حنيفة أيضاً، قال الأصفهاني: «والأصح من مذهب أبي حنيفة أن القرآن هو النظم والمعنى جميعاً، والمراد بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها. وصح رجوع أبي حنيفة عن الإجزاء بالمعنى في الصلاة لوجوب القراءة بها لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ} [سورة المزمل، الاية٢٠]، ولا ينطبق حد القرآن على المعنى وحده بل حد القرآن ينطبق على مجموع العبارة والمعنى» (بيان معاني البديع ج١/ ق٢/٩١٥)

এ ব্যাপারে সকল উলামা একমত যে, আল-কুরআন হচ্ছে "নাযম" (মূল পাঠ) ও অর্থের সমন্বিত রূপ। এটাই আবু-হানীফাহ থেকে বর্নিত সঠিক অভিমত। (ইমাম) আস্বফাহানী বলেছেনঃ আবু-হানীফাহ থেকে বর্নিত সঠিক অভিমত হচ্ছেঃ আল-কুরআন নাযম ও অর্থের সমন্বিত রূপ। এখানে নাযম বলে বুঝানো হয়েছে "ইবারাত" (মূল পাঠ) আর অর্থ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ভাবার্থ। (ইমাম) আবু-হানীফাহ যদিও প্রথমে বলেছিলেনঃ সালাতে আল-কুরআনের ভাবার্থ পাঠই যথেষ্ট, পরে তিনি এ অভিমতটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত আছে। কারন আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তোমরা আল-কুরআন থেকে যতটুকু পার পাঠ কর" (মুযযাম্মিলঃ ২০)

আবু-হানীফাহ প্রথমে বলেছিলেনঃ আল-কুরআন শুধু ভাবার্থের নাম। পরে এ মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং অন্যদের সাথে একমত হয়ে বলেছেনঃ আল-কুরআন "নাযম ও ভাবার্থের সমন্বিত রূপ"। অন্যত্র বলা হয়েছে..

وما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يجيز قراءة القرآن بغير العربية فقد بُنِيَ على قول منسوب لأبي حنيفة أن القرآن اسم للمعنى فقط والنظم ركن زائد، ولكن لم يثبت هذا عنه كما حقق ذلك الأصوليون من الحنفية، انظر

(كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٥/١) (التقرير والتحبير ٢١٣/٢-٢١٤) (فواتح الرحموت ٨/٢-٩).

আবু-হানীফাহর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়ঃ সালাতে "আল-কুরআন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পাঠ করা যাবে"। এর মূলে রয়েছে আবু-হানীফাহ থেকে বর্নিত একটি অভিমত। তিনি বলেছিলেনঃ "আল-কুরআন শুধু ভাবার্থের নাম। মতন হচ্ছে সংযুক্ত রুকন"। কিন্তু হানাফী নীতি নির্ধারকগণ বলেছেনঃ এ উক্তিটি আবু-হানীফাহ থেকে সঠিক ভাবে প্রমানিত নয়।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে "হানাফী নীতি নির্ধারক" বলে বুঝানো হয়েছেঃ হানাফী ফিক্বহের নীতি নির্ধারক। শারীয়া'হ বা দ্বীনের নীতি নির্ধারক নয়। কারনঃ শারীয়া'হ বা দ্বীনের মূল নীতিনির্ধারক একমাত্র আল্লাহ্। আর আল্লাহর অনুমোদনে রাসূল সাঃ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে শারীয়া'হ বা দ্বীনের মূল নীতিনির্ধারক মনে করা বা মেনে নেওয়া শিরক।

খ. সালাতে অন্য ভাষায় দোয়া ও তাসবীহ পাঠঃ কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে; সালাতে শুধু আরবীতেই দোয়া করতে হবে? আবার আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করা যাবে বলেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে আলিমগণ একমত হতে পারেননি আর এটাই স্বভাবিক। সুতরাং এখন ব্যাপারটি দাড়িয়েছে..

فاختلف أهل العلم في حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة فمنع ذلك طائفة منهم وأجازته طائفة أخرى وفصَّل بعضهم بين القادر على الدعاء بالعربية وبين غير القادر على ذلك وليس هنالك نص من الوحي يرجح أحد هذه الأقوال ولعل الصواب إن شاء الله تعالى هو أنه إذا أمكنه أن يدعو بالعربية مع فهمه لمعنى ما يدعو به كان ذلك هو الأولى وليختر من الدعاء جوامعه المختصرة مثل: اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللَّهُمَّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إلى غير ذلك من الأدعية المختصرة، الجامعة لخيري الدنيا والاخرة التي يسهل تعلمها وحفظها ومعرفة معناها

فإن كان عاجزاً عن ذلك فليدع بلغته التي يتكلم بها، وحبذا لو كان ضمن ما يدعو به ما هو ترجمة لتلك الدعوات المختصرة الجامعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم

সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করার ব্যাপারে উলামাদের মাঝে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়।

» একদল উলামা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করতে নিষেধ করেছেন।
» একদল উলামা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করার অনুমতি দিয়েছেন।
» একদল উলামা আরবী জানা আর না জানা লোকদের আলাদা করেছেন। উনারা বলেছেনঃ যেহেতু এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো নাস্ব (কুরআন/ হাদীছের সুস্পষ্ট বয়ান) নেই। তাই (উনাদের মতে) বিশুদ্ধ অভিমত হলঃ

যারা আরবী বুঝেন, যে দোয়াগুলো করা হচ্ছে এসবের অর্থ জানেন এবং জেনে বুঝে দোয়া করতে পারেন উনাদের জন্য আরবীতে দোয়া করাই উত্তম। তারা অর্থ বুঝে (আরবী ভাষায় বর্ণিত) দোয়াগুলো করবেন।

আর আরবী বুঝতে সক্ষম না হলে নিজেদের ভাষায় দোয়া করবেন এবং হাদীছে বর্নিত দোয়াসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথাগুলো নিজের ভাষায় বলবেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে

يجوز الدعاء بغير العربية في الصلاة، لمن كانت هذه لغته، لا سيما إذا شق عليه تعلم العربية. وله أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخرة، ولا يشترط أن يكون مأثورا

সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করা যাবে যদি এটা তার নিজের ভাষা হয়। বিশেষ করে মুসল্লির জন্য যখন আরবী ভাষা কঠিন মনে হয়। মুসল্লি তখন তার ইচ্ছামত দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো বিষয় তার রাব্বের কাছে চাইতে পারবে। (ইসলাম সুওয়াল ও জাওয়াব.নেট। ফতোয়া নম্বরঃ ২৬২২৫৪। তারিখঃ ১৯/০৩/২০১৭)

وقال ابن تيمية في مسألة الدعاء والذكر ونحوهما بغير العربية: يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام.

সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া ও যিকরের বিধান সম্পর্কে (শাইখুল ইসলাম) ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেনঃ (সালাতে) আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করা অনুচিত। শুধু ওই ব্যক্তিই আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করতে পারবে যে ভালোভাবে আরবী জানে না। (তিনি আরো বলেছেন) তবে আরবী ছাড়া অন্য ভাষার শব্দকে ইসলামের পরিভাষায় (যেমন নামায, রোজা, ইত্যাদি) রূপান্তির করা ইসলাম পরিপন্থী কাজ। (সূত্রঃ ইসলাম ওয়েব.নেট)

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সমাজে অনেক ব্যাপারে ইসলামী পরিভাষা বাদ দিয়ে ফার্সি ভাষার শব্দকে দ্বীনি পরিভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর মতে এসব ইসলাম পরিপন্থী কাজ। যেমনঃ নামায, রোজা, পীর, শবে বারত, শবে কদর, ঈদগাহ, ইত্যাদি। এগুলোর ইসলামী পরিভাষা হচ্ছেঃ সালাত, সাওম, মুরশিদ, লাইলাতু-ম-মিন-নিস্বফি শা'বান, লাইলাতু-ল-ক্বাদর, মুসাল্লা, ইত্যাদি।

সালাতে আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে ইমাম আবু-হানীফাহ এবং হানাফী কিতাবাদিতে লিখা কিছু নিয়ম ও রীতি তথা মাসআলা-মাসাইল আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল-

» সালাতে ফার্সি (আরবী ছাড়া অন্য) ভাষায় দোয়া করা যাবে। (শারহু বিক্বায়াহ)

» ফার্সীতে তাকবীর বললেও নামায জাইজ হইবে, ইহা মতনে বর্নিত আছে। মুসল্লি (তাকবীর) আরবী বলতে পারুক বা না পারুক ইহা বিবেচ্য নহে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরীঃ ১ম খন্ডঃ পৃঃ ১৪১। বাংলা। তাজ কোম্পানি, ২য় প্রকাশঃ ১৯৯৬)

» (সালাতে) ফার্সীতে কিরাত (কুরআন) পড়া ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু-ইউসুফ (রহঃ) এর মতে ওজর ব্যতীত জায়েয নাই। ইহার উপরই ফতোয়া প্রদত্ব হইয়াছে। ইমাম আবু-হানীফা (রহঃ) এর মতে ফার্সী অথবা অন্য কোনো ভাষায় কিরাত পড়া জায়েয আছে। ইহা শুদ্ধ মত। বর্নিত রহিয়াছে, ইমাম সাহেব (রহঃ) ছাহেবাইনের মতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইহাই নির্ভর যোগ্য। ইহা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরীঃ ১ম খন্ডঃ পৃঃ ১৪২। বাংলা। তাজ কোম্পানি, ২য় প্রকাশঃ ১৯৯৬)

অনুচ্ছেদঃ ১১. সালাত ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ



সাধারণত ৩ ধরনের ক্রিয়া বা কাজ করলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়..

সালাত ভঙ্গকারী বিষয়ঃ ১. সালাতের কোনো রুকন বা ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এর ৩টি পদ্ধতি হতে পারে। যথা..

ক. সালাতের কোনো রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে ভঙ্গ হয়ে যাবে

খ. সালাতের কোনো রুকন অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে সালাত ভঙ্গের উপক্রম হয়ে যাবে। তবে পরে এটা আদায় করা হলে সালাত ভঙ্গ হবে না (সালাতে ছুটে যাওয়া কোনো রুকন পরে আদায় করলে সাজিদাহ সাহওয়া তথা রিকভারী সিজদাহ দিতে হয়)

গ. সালাতের কোনো ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আর অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাজিদাহ সাহওয়া তথা রিকভারী সিজদাহ দিতে হয়)

দলীলঃ দলীল হিসেবে ৯ম অনুচ্ছেদের বিধানঃ ১৩ এ উল্লেখিত হাদীছটি দেখে নিতে পারেন। সালাতের রুকনগুলো ঠিকমত আদায় না করার কারণে রাসূল সাঃ এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন তার সালাত হয়নি।

সালাত ভঙ্গকারী বিষয়ঃ ২. সালাতের ভিতর এমন কোনো কাজ (সালাতরত অবস্থায়) যা করা শারীয়া'হ কর্তৃক নিষিদ্ধ। যেমন.. পানাহার করা, খেলা-দোলা করা, কারো সাথে কথা বলা, উচ্চস্বরে হাসা, ইত্যাদি।

দলীলঃ এর দলীল হিসেবে সূরা বাক্বারাহ আয়াত ২৩৮ দেখে নিতে পারেন। যেখানে বলা হয়েছে "তোমরা আল্লাহর জন্য (সালাতে) দাড়াবে ক্বানিত (চুপচাপ হয়ে, অনুগত হয়ে, দোয়ারত) অবস্থায়"।

সালাত ভঙ্গকারী বিষয়ঃ ৩. আমাল কাছীর বা অধিক কিছু করে ফেলা। উল্লেখ্য আমাল অর্থ কাজ আর কাছীর অর্থ অধিক বা বেশী, সে মতে আমাল কাছীর অর্থ অধিক কাজ বা অনেক বেশী কিছু করে ফেলা।

দলীলঃ এর দলীল হিসেবে সূরা বাক্বারাহ আয়াত ২৩৮ দেখে নিতে পারেন। যেখানে বলা হয়েছে "তোমরা আল্লাহর জন্য (সালাতে) দাড়াবে ক্বানিত (চুপচাপ হয়ে, অনুগত হয়ে, দোয়ারত) অবস্থায়"

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ফিক্বহী ইমামগণের সর্বসম্মত মতে আমাল ক্বালীল তথা সামান্য কিছু করলে সালাত ভঙ্গ হয় না। কারণ এটা মানুষের জন্মগত ও জাতিগত স্বভাব, মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই মানুষ এসব করে ফেলে আর এ থেকে বিরত থাকা প্রায় অসম্ভব, কখনো কখনো এমনকিছু করা মানুষের জন্য

অপরিহার্য হয়ে যায়। আর আমাল কাছীর বা বেশী কিছু করে ফেলা সালাতের পরিপন্থী কাজ, তাই এতে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

সহজভাবে বুঝার জন্য আমাল ক্বালীল ও আমাল কাছীর এর কিছু নমূনা নিচে উল্লেখ করা হল..

আমাল ক্বালীলঃ যেমন..

১. সালাতরত অবস্থায় শিশু বাচ্চাকে কোলে বা কাঁধে উঠানো এবং রুকু সিজদাহ কালীন সময়ে তাকে নামিয়ে রাখা। রাসূল সাঃ মাসজিদে মুসল্লীদের নিয়ে সালাতরত অবস্থায় এমনটি করেছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে।

২. সালাতরত অবস্থায় হাত দিয়ে ইশারাহ করে কাউকে কিছু বুঝানো। আ'ইশাহ রাঃ এমনটি করেছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে।

৩. সালাতরত অবস্থায় মাথা বা গা চুলকানো।

৪. সালাতরত অবস্থায় মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করা।

৫. সালাতরত অবস্থায় (ইমারজেন্সি হলে) গ্যাসের চূলা বা ইলেক্ট্রিক সোইচ বন্ধ করা।

৬. সালাতরত অবস্থায় প্রয়োজন হলে (কিবলাহ থেকে না ফিরে) দরজা খোলে দেওয়া, ইত্যাদি।।

আমাল কাছীরঃ যেমন..

১. সালাতরত অবস্থায় সব্জি কাটা

২. সালাতরত অবস্থায় কোনোকিছু রান্না করা

৩. সালাতরত অবস্থায় কোনোকিছু লেখা বা পড়া

৪. সালাতরত অবস্থায় গাড়ি বা বাইক চালানো

৫. সালাতরত অবস্থায় শিশুকে খাবানো।

৬. সালাতরত অবস্থায় কাউকে উপদেশ দেওয়া। ইত্যাদি।।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ যেসব কারনে সালাত ভঙ্গ করা যাবেঃ সালাতরত অবস্থায় জীবন, স্বাস্থ্য বা সম্পদ নষ্টের সম্ভাবনা বা ঝুকি আছে এমন কিছু ঘটলে সালাত ভঙ্গ করা যাবে এবং এ সালাত ফরজ হলে অবশ্যই পরে আদায় করতে হবে। আর তাত্বাওয়্যু হলে হানাফীদের মতে পরে আদায় করতে হবে আর অন্যান্যদের মতে না করলেও চলবে। যেমন..

১. আপনি সালাত আদায় করছেন এমন সময় আপনার ৫বছরের ছেলেটি আপনার ডয়ার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ বের করে ফেলেছে। ছেলেটির অভ্যাস কাগজ ছিড়া। এখন আপনার অতিগুরুত্বপূর্ণ এ ডকুমেন্টগুলো সে ঠিক রাখবে, না ছিড়ে ফেলবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই, তবে ছিড়ে ফেললে আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন আপনি সালাত ভঙ্গ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টগুলো সেইভ করতে পারবেন।

২. আপনি সালাত আদায় করছেন এমন সময় আপনার ৪ বছরের মেয়েটি আপনার রান্নাঘরে চলে গেছে। সে প্রায়ই রান্নাঘরে গিয়ে চুলার গ্যাস অন করে দেয়। এখন যদি সে গ্যাস ছেড়ে দেয় তবে মহা কেলেংকারী হয়ে যাবে। তখন আপনি সালাত ভঙ্গ করে বিষয়টি সামলাতে পারবেন।

৩. আপনি সালাত আদায় করছেন এমন সময় আপনার ১বছরের শিশুটি খাটের একদম কিনারে চলে এসেছে। যে কোনো সময় সে পড়ে গিয়ে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তখন আপনি সালাত ভঙ্গ করে তাকে সেইভ করতে পারবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যেসব কারনে সালাত ভঙ্গ করতে হবেঃ সালাতরত অবস্থায় নিজের বা অন্য কারো জীবন, স্বাস্থ্য বা সম্পদ নষ্টের অতি সম্ভাবনা বা মারাত্মক ঝুকি আছে এমন কিছু ঘটলে সালাত ভঙ্গ করতে হবে এবং এ সালাত ফরজ হলে অবশ্যই পরে আদায় করতে হবে। আর তাত্বাওয়্যু হলে হানাফীদের মতে পরে আদায় করতে হবে আর অন্যান্যদের মতে না করলেও চলবে। যেমন..

১. আপনি সালাত আদায় করছেন এমন সময় ঘরে আগুন লেগে গেছে। আপনি অবশ্যই সালাত ভঙ্গ করে নিজেকে এবং অন্যকে বাচাতে চেষ্টা করবেন।

২. আপনি শহরের কোনো বড় মসজিদে সালাত আদায় করছেন এমন সময় ফায়ার এলারম বেজে উঠল। আপনি অবশ্যই সালাত ভঙ্গ করে নিজেকে এবং অন্যকে বাচাতে চেষ্টা করবেন।

৩. আপনি সালাত আদায় করছেন এমন সময় ঘরে সাপ বা জীবন নাশক কোনো প্রানী ডুকে গেল। আপনি অবশ্যই সালাত ভঙ্গ করে নিজেকে এবং অন্যকে বাচাতে চেষ্টা করবেন।

৪. আপনি সালাত আদায় করছেন এমন সময় ঘরে চুর বা ডাকাত ডুকেছে। আপনি অবশ্যই সালাত ভঙ্গ করে নিজের এবং অন্যের সম্পদ বাঁচাতে চেষ্টা করবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদঃ ১২. সালাতের ভিতর দোয়া করা

সালাতে দোয়ার গুরুত্বঃ আসলে সালাত শব্দের এক অর্থই হল প্রার্থনা করা। সালাতের মূল বিষয় ২টি। মহান আল্লাহর দাসত্ব করা আর নিজের জন্য প্রার্থনা করা। দোয়া হল সালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সূরা বাক্বারাহর ২৩৮ তম আয়াতে বলা হয়েছে "তোমরা আল্লাহর জন্য (সালাতে) দাড়াবে ক্বানিত (চুপ হয়ে, অনুগত হয়ে, দোয়ারত) অবস্থায়"

ক্বানিত অর্থ কুনুতকারী, যে ব্যক্তি কুনুত করে তাকে ক্বানিত বলা হয়। আর কুনুত শব্দের এক অর্থ দোয়া করা। যেমন আমরা বিতির সালাতে কুনুত করি, মানে দোয়া করি। সেমতে আয়াতের একটি অর্থ দাড়ায় "তোমরা সালাতে দোয়া করবে"।

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَ: إنِّي لا أستَطيعُ أن آخذَ منَ القرآنِ شيئًا فعلِّمني ما يُجزئُني منهُ قالَ قُل: سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أكْبرُ ولا حَولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ العليِّ العظيمِ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا للَّهِ عزَّ وجلَّ فَما لي قالَ قُل: اللَّهمَّ ارحَمني وارزُقني وعافِني واهدِني فلمَّا قامَ قالَ: هَكَذا بيدِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أمَّا هذا فقد ملأَ يدَهُ منَ الخيرِ

الراوي : عبدالله بن أبي أوفى المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: ٢٣٨

خلاصة حكم المحدث : حسن

التخريج : أخرجه أبو داود (٨٣٢) واللفظ له، والنسائي (٩٢٤) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (١٩١١٠) باختلاف يسير

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আবু-আওফা রাঃ বলেনঃ একদা এক বেদুইন ব্যক্তি নবী সাঃ এর কাছে এসে বললঃ "আমি কুরআন শিখতে পারছি না, তাই আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা (সালাতে) কুরআনের স্থলাভিষিক্ত হবে"।

নবী সাঃ বললেনঃ তুমি বলবেঃ "সুবহান আল্লাহ, আল-হা'মদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-হা'ওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি-ল-আ'লিয়্যি-ল-আ'যীম" (অর্থাত আল্লাহ মহিয়ান, সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই সর্ব-উচ্চ ও সর্ব-মহান আল্লাহ ব্যতীত।)

বেদূইন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসবইত মহান ও মহিয়ান আল্লাহর জন্য হল, তবে আমার জন্য কি হল?

নবী সাঃ বললেন তুমি বল "হে আল্লাহ! আমাকে দয়া কর, আমাকে রিজিক (জীবন উপকরণ) দান কর, আমাকে মাফ করে দাও, আমাকে হেদায়াত কর"। লোকটি (সালাতে) দাড়িয়ে হাত তোলে তাই করল। রাসূল সাঃ বললেনঃ সে কল্যাণ দিয়ে হাত ভরে নিয়েছে। (আবু-দাঊদ, হাদীছটি সাহীহ)

পর্যালোচনাঃ উক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়ঃ সালাতের মূল অংশ দুটি। মহান আল্লাহর দাসত্ব করা আর নিজের জন্য দোয়া করা। তাইতো সালাতের ধাপে ধাপে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাঃ। যেমন..

১ম ধাপঃ সালাত শুরু করার পর প্রথমেই ছানা পাঠ করা হয়। আর এ ছানা পাঠকালীন সময়েও দোয়া করেছেন আমাদের প্রিয় রাসূল সাঃ। যেমন বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে (কিছুক্ষন) চুপ থাকতেন। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার তরে নিবেদিত। (আমি লক্ষ্য করেছি) তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে আপনি চুপ থাকেন, তখন কি পড়েন?
রাসূল সাঃ বললেনঃ আমি বলিঃ "আল্লাহুম্মা বা-ই'দ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বায়া কামা- বা-আ'ত্তা বাইনা-ল-মাশরিক্বি ওয়া-ল-মাগ'রিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিনা-ল-খাত্বায়া কামা- য়ুনাক্বক্বা-ছ-ছাউবু-ল-আবইয়াদ্বু মিনা-দ-দানাস। আল্লাহুম্মাগ'সিল খাত্বায়া বি-ল-মা-ই ওয়া-ছ-ছালজি ওয়া-ল-বারদি"।
অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার আর আমার পাপের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে দাও, যেমন দূরত্ব তৈরি করেছ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে। হে আল্লাহ্! আমাকে পাপ মুক্ত কর, যেমন পরিচ্ছন্ন কাপড় ময়লা মুক্ত হয়। হে আল্লাহ্! আমার পাপকে ধোয়ে দাও পানি দিয়ে, বরফ দিয়ে, তোষার দিয়ে। (বুখারীঃ ৭৪৪, মুসলিমঃ ৫৯৮)

২য় ধাপঃ সালাতে ছানার পর সূরা ফাতিহাহ পাঠ করা হয়। আর সূরা ফাতিহাহ ও আসলে দোয়া।

৩য় ধাপঃ সালাতে সূরা ফাতিহাহ পাঠ করার পর কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে হয়। আর আল-কুরআনে আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন মহান রাব্বু-ল-আ'লামীন। তাই তিলাওয়াতেও এসব আয়াত পাঠ করে দোয়া করা যায়।

৪র্থ ধাপঃ ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা, তথা সকল ফরজ সালাতে তিলাওয়াতের পর রুকুর আগে দাড়িয়ে দোয়া করেছেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাঃ। যেমন বর্ণিত হয়েছে..

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

(প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) মুহাম্মাদ বিন সিরীন বলেনঃ একদা (রাসূল সাঃ এর বিশেষ খাদিম সাহাবী) আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলঃ নবী সাঃ কি ফজর সালাতে কুনুত করেছেন? তিনি বললেনঃ হা, করেছেন। আবার জিজ্ঞেস করা হলঃ তিনি রুকুর আগে কুনুত করেছেন, না পরে? তিনি বললেনঃ রুকুর পরপরই। (ফাতহু-ল-বারী ফী শারহি-ল-বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ

(তাবিয়ী) আ'স্বিম বলেনঃ একদা আমি আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে কুনুত (সালাতে দাড়ানো অবস্থায় দোয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ হা, (নবী সাঃ এর সময়ে) কুনুতের প্রচলন ছিল। আমি বললামঃ রুকুর পরে, না আগে? তিনি বললেনঃ রুকুর আগে। আমি বললামঃ অমুক ব্যক্তি বলেছেঃ আপনি বলেছেন রুকুর পরে? তিনি বললেনঃ সে মিথ্যা বলেছে। রাসূল সাঃ রুকুর পরে কুনুত করেছেন এক মাস। কারণ তিনি প্রায় ৭০ জন সাহাবীর একটি শিক্ষক দলকে একটি গোত্রের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তাদের সফর ছিল একটি মুশরিক গোত্রের কাছ দিয়ে যাদের সাথে নবী সাঃ এর নিরাপত্তা চুক্তি ছিল কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নবী সাঃ এর সাহাদের হত্যা করে। তাই তিনি এক মাস তাদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করে (ফজর সালাতে রুকুর পর) কুনুত করেছেন। (ফাতহু-ল-বারী ফী শারহি-ল-বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ (রাসূল সাঃ এর সময়ে) মাগরিব ও ফজরে কুনুত (সালাতে দাড়ানো অবস্থায় দোয়া) করা হত। (ফাতহু-ল-বারী ফী শারহি-ল-বুখারী)

عَنْ عبدالله بن عباس قنت رسولُ اللهِ ﷺ شهرًا مُتتابِعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ والصبحِ (زاد المعاد : ابن القيم :صحيح)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর সালাতে লাগাতার একমাস কুনুত (সালাতে দাড়ানো অবস্থায় দোয়া) করেছেন। (যাদ আল-মুয়ায। হাদিছটি সাহীহ)

পর্যালোচনাঃ বিশেষ কারণে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে এভাবে দোয়া করাকে বলা হয় কুনুত নাযিলাহ তথা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দোয়া করা। বছরের যে কোন সময়ে যে কোন ফরজ সালাতে দাড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও পরে এমনভাবে দোয়া করা যায় এবং রাসূল সাঃ নিজেই করেছেন। যদিও স্থায়ীভাবে এমন দোয়ার প্রচলন করা উচিত নয়।

৫ম ধাপঃ সালাতে রুকু অবস্থায় আসলে আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করা হয়, এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে রুকু অবস্থায়ও মাঝে মাঝে দোয়া করেছেন রাসূল সাঃ। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان النبي ﷺ يقول: في ركوعه وسجوده سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেনঃ রুকু ও সিজদার ভিতর নবী সাঃ বলতেনঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহা'মদিকা, আল্লাহুম্মাগ'ফিরলী" (হে আল্লাহ্! হে আমাদের রাব্ব! তুমি মহিয়ান, সকল প্রশংসার তুমিই মালিক। হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও।) (বুখারীঃ ৭৬১)

৬ষ্ঠ ধাপঃ সালাতে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পরও রাসূল সাঃ দোয়া করেছেন, দলিলসহ যে কথা আলোচিত হয়েছে একটু উপরে ৪র্থ ধাপে।

৭ম ধাপঃ সালাতে সিজদাহরত অবস্থায় দোয়া করেছেন রাসূল সাঃ। দলিলসহ যে কথা আলোচিত হয়েছে ৯ম অনুচ্ছেদের **১১**তম বিধানে তথা সিজদাহর বিধানে।

৮ম ধাপঃ সালাতে দুই সিজদাহর মধ্যখানে বসা অবস্থায় দোয়া করেছেন রাসূল সাঃ। দলিলসহ যে কথা আলোচিত হয়েছে ৯ম অনুচ্ছেদের ১২তম বিধানে তথা দুই সিজদাহর মধ্যখানে জালসাহর বিধানে।

৯ম ধাপঃ সালাতে তাশাহহুদের পর বসা অবস্থায় দোয়া করেছেন রাসূল সাঃ। দলিলসহ যে কথা আলোচিত হয়েছে ৯ম অনুচ্ছেদের ১৯তম বিধানে বিধানে।

পর্যালোচনাঃ আশা করি সালাতে দোয়া করটুকু গুরুত্ব রাখে একথা বুঝার আর বাকি নেই। আর এ দোয়া ফরজ, সুন্নাত, নফলসহ সকল সালাতেই করা যায়। আসলে দোয়া করা সুন্নত সালাতের ভিতর কিন্তু আমাদের সমাজ এ সুন্নাত বাদ দিয়ে সালাতের পর সম্মিলিত দোয়ার প্রচলন করেছে, যা আমাদেরকে জঘন্যতম পাপ বিদয়াতের দিকে ধাবিত করছে।

অনুচ্ছেদঃ ১৩. ফরজ সালাতে সালামের পর করনীয়

আমাদের সমাজে ফরজ সালাতে সালামের পর সম্মিলিত মোনাজাতের প্রচলন রয়েছে। আসলে এটা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। নবী সাঃ এবং উনার সাহাবাগণ এমনটি করেননি, ফিক্বহী ইমামগণ ও এমনটি বলেননি। বরং ফরজ সালাতের পর করণিয় অনেক সুন্নাহ রয়েছে, বিষয়টি উল্লেখ করে হাদীছের কিতাবাদিতে আলাদা আলাদা অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ স্থাপন করা হয়েছে। যেমন..

কিতাব	আরবী শিরোনাম	বাংলা অর্থ
বুখারী	باب الذكر بعد الصلاة	সালাতের পর করণীয় যিকর
মুসলিম	باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته	সালাতের পর মুস্তাহাব যিকর এবং এর ধরন
আবু-দাউদ	باب ما يقول الرجل إذا سلم	সালামের পর কী বলবে
তিরমিযী	باب ما يقول إذا سلم من الصلاة	সালাতে সালামের পর কী বলবে
নাসায়ী	باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة وباب الاستغفار بعد التسليم وباب التهليل بعد التسليم وباب التعوذ في دبر الصلاة	সালাতে সালামের পর নাস ও ফালাক পাঠ, সালামের পর ইস্তিগফার করা, সালাতের পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, সালাতের পর সুরক্ষা কামনা
ইবনু মাজাহ	باب ما يقال بعد التسليم	সালাতে সালামের পর কী বলা হবে

সালাত শেষ করে সালাম ফিরানোর পর অনেকগুলো সুন্নাহ করণীয় রয়েছে। যেমন হচ্ছে..

সুন্নাহঃ ১. ক্বিবলার দিক থেকে ঘুরে মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বসা। বর্ণিত হচ্ছে..

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام.

আ'ইশাহ রাঃ বর্ণনা করেনঃ সালাতে সালাম ফিরানোর পর "আল্লাহুম্মা আনতা-স-সালাম ওয়া মিনকা-স-সালাম, তাবারাকতা ইয়া যা-ল-জালালি ওয়া-ল-ইকরাম" বলতে যতটুকু সময় লাগে এরচেয়ে বেশী সময় নবী সাঃ (ক্বিবলার দিকে) বসে থাকতেন না। (মুসলিম)

وفي صحيح مسلم عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

(তাবেয়ী) সুদ্দী বলেনঃ আমি একদা (সাহাবী) আনাস রাঃ জিজ্ঞেস করলামঃ সালাত শেষে আমি কোন দিকে ঘুরব, ডানদিকে, না বামদিকে? তিনি বললেনঃ আমি দেখেছি রাসূল সাঃ অনেক সময়ে ডান দিকে ঘুরতেন। (মুসলিম)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ : نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ) رواه البخاري (٨٧٥)

وعنها أيضا « أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ « رواه البخاري (٨٦٦)

উম্মু সালামাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ সালাম সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা উঠে চলে যেতেন আর নবী সাঃ সামান্য সময় বসে তারপর উঠতেন। একজন রাওয়ী বলেছেন আমি মনে করি (আল্লাহু আ'লাম) তিনি এজন্য এমন করতেন যাতে পুরুষরা উঠার আগেই মহিলারা উঠে চলে যেতে পারে। (বুখারীঃ ৮৭৫)

অন্য এক বর্ণনায় উম্মু সালামাহ রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ এর যামানায় (মাসজিদে ফরজ সালাতের জামায়া'তে) সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন আর রাসূল সাঃ ও পুরুষগণ কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন (তথা মহিলাদেরকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেন) পরে রাসূল সাঃ যখন উঠে যেতেন তখন পুরুষগণও উঠে চলে যেতেন। (বুখারীঃ ৮৬৬)

সুন্নাহঃ ২. ইস্তিগফার করা ও আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করা। বর্ণিত হচ্ছে..

كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا انْصَرَفَ مِن صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. قالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كيفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : ٥٩١ خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

রাসূল সাঃ এর দাস ছাওবান রাঃ বলেনঃ সালাত সমাপ্ত করে মুখ ঘুরানোর পর রাসূল সাঃ ৩ বার ইস্তিগফার করতেন। তারপর বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা! আনতা-স-সালাম ওয়া মিনকা-স-সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল-জালাই ওয়া-ল-ইকরাম" (অর্থাত হে আল্লাহ! আপনি নিজেই সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তা) আর সকল শান্তি ও নিরাপত্তার আপনিই মূল উৎস, হে মহান ক্ষমতা ও মহত্বের মালিক! আপনি বড়ই বরকতময়।)

(হাদীছের একজন রাওয়ী) ওয়ালিদ বলেন আমি (আমার উস্তাদ) আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করলামঃ তিনি কীভাবে ইস্তিগফার করতেনঃ তিনি বললেনঃ তিনি বলতেনঃ আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। (মুসলিম)

সুন্নাহঃ ৩. প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আল্লাহর একত্ববাদের কথা (কালিমাহ তাওহীদ) বর্ণনা করা। বর্ণিত হচ্ছে..

إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يقولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ وكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّه كانَ يَنْهَى عن قيلَ وقالَ، وكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وإِضَاعَةِ المَالِ، وكانَ يَنْهَى عن عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، ووَأْدِ البَنَاتِ، ومَنْعٍ وهَاتِ.

الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : ٧٢٩٢]
التخريج : أخرجه مسلم (٥٩٣)

মুগীরাহ বিন শু'বাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ প্রত্যেক সালাতের পর বলতেনঃ (আরবী হাদীছ থেকে শিখে নিন। অর্থাত) নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই, সার্বভৌমত্বের তিনিই মালিক, সকল প্রশংসার মালিকও তিনিই, তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। হে আল্লাহ! তুমি যাকে/যা দেও কেউ তা ফিরাতে পারে না আর তুমি যাকে/যা দেও না কেউ তা দিতে পারে না, তোমার ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো শ্রমই কাজে আসে না। (বুখারী ও মুসলিম)

সুন্নাহঃ ৪. তাসবীহ পাঠ করা। বর্ণিত হচ্ছে..

مُعَقِّباتٌ لا يَخِيبُ قائِلُهُنَّ، أوْ فاعِلُهُنَّ، دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاثٌ وثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً وثَلاثٌ وثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً وأَرْبَعٌ وثَلاثُونَ تَكْبِيرَةً.

الراوي : كعب بن عجرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : ٥٩٦ خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

কায়া'ব বিন উ'জরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত (নবী সাঃ বলেছেন) ফরজ সালাতের পর এই তাসবীহগুলো পাঠকারী কাউকে কখনো নিরাশ হতে হবে না। (তাসবীহগুলো হচ্ছে)

ক- সুবহান আল্লাহ = ৩৩ বার

খ- আল-হা'মদু লিল্লাহ = ৩৩ বার

গ- আল্লাহু আকবার = ৩৪ বার (মুসলিম)

উল্লেখ্য উক্ত তাসবীহ সমূহ ৪টি পদ্ধতিতে পাঠ করা যায় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যথা..

পদ্ধতিঃ ১ = ৩৩, ৩৩ ও ৩৪ বার করে

পদ্ধতিঃ ২ = ১০, ১০ ও ১০ বার করে

পদ্ধতিঃ ৩ = ৩৩, ৩৩, ও ৩৩ বার করে। আর ১বার বলতে হবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"..

পদ্ধতিঃ ৪ = ২৫, ২৫, ২৫, ২৫ বার করে (৩য় পদ্ধতিতে উল্লেখিত ৪টি বাক্য)

বিঃ দ্রঃ = এভাবে সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা ইখলাস্ব, আয়াতু-ল-কুরসী ইত্যাদি আয়াতসমূহ এবং "আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনা-ন-নার"সহ আরো অনেক দোয়ার ও যিকরের কথা হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছের কিতাবাদি বা হিসনুল মুসলিম ইত্যাদি কিতাব থেকে এগূলো শিখে নিন।

অনুচ্ছেদঃ ১৪. সালাতের জামায়াত

শব্দ পরিচিতিঃ মূল আরবী শব্দ "জামায়া'হ"। আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সী উচ্চারনে বলা হয় "জামায়াত" অনেকে আবার শব্দটির আসল উচ্চারন পরিবর্তন করে বলে থাকেন "জামাত"। একাধিক ব্যক্তি বা একাধিক বস্তুর সমাগম বা সম্মেলনকে আরবীতে বলা হয় জামায়া'হ। আর ইসলামী সমাজনীতির পরিভাষায় ২ বা দুয়ের অধিক ব্যক্তির সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করাকে বলা হয় "আস-সালাত বি-ল-জামায়া'হ তথা জামায়াতে সালাত আদায় করা আর এরই সংক্ষিপ্তরূপ জামায়াত।

দুইভাবে সালাত আদায় করা যায়ঃ ইসলামী শারীয়া'হ মতে দুইভাবে সালাত আদায় করা যায়ঃ এককভাবে আর সম্মিলিতভাবে। দুই বা দুয়ের অধিক মানুষের সম্মিলিত সালাত আদায়কে বলা হয় জামায়াতে সালাত আদায় করা।

জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্বঃ ইসলামী সমাজনীতিতে জামায়াতে সালাত আদায় করার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে আল-কুরআন থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন..

১ম ইঙ্গিতঃ আল-কুরআনের সূরা বাক্বারাহ এর ৪৩ তম আয়াতে বলা হয়েছে "আর তোমরা রুকু করবে রুকুকারীদের সঙ্গী হয়ে"।
উল্লেখ্য আরবী রুকু শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন..
ক- রুকু অর্থ নতজানু হয়া বা আত্মসমর্পণ করা। সেমতে উক্ত আয়াতের অর্থ দাড়াবে "আর তোমরা মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করবে আত্মসমর্পণকারীদের সঙ্গী হয়ে"।
খ- রুকু অর্থ আনুগত্য মেনে নেওয়া। সেমতে উক্ত আয়াতের অর্থ দাড়াবে "আর তোমরা মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেবে ও মেনে চলবে অন্যান্য আনুগত্যকারীদের সঙ্গী হয়ে"।
গ- রুকু অর্থ সালাতের রুকু। সেমতে উক্ত আয়াতের অর্থ দাড়াবে "আর তোমরা সালাত আদায় করবে অন্যান্য সালাত আদায়কারীদের সঙ্গী হয়ে" মানে জামায়াতে।

২য় ইঙ্গিতঃ আল-করআনে ইক্বামাতে সালাত এর আদেশ দিয়ে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এর মাঝে প্রায় সকল আয়াতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর একটিমাত্র আয়াত (সূরা ইসরা/বনি-ইসরাঈলঃ ৭৮) এ একবচন

ব্যবহার করা হয়েছে, এটাকে আমরা জামায়াতে সালাত আদায়ের ইঙ্গিত হিসেবে দেখতে পারি।

হাদীছের বর্ণনাঃ রাসূল সাঃ এর জীবনী থেকেও আমরা জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। মদীনাতে গিয়েই রাসূল সাঃ দুটি মাসজিদ নির্মান করেছেন এবং জামায়াতে সালাত আদায়ের প্রচলন করেছেন আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবেই সালাত আদায় করেছেন। রাসূল সাঃ এর ইন্তেকালের পর ইসলামের খালীফাহগণ সামাজিক ও জাতীয়ভাবে জামায়াতে সালাত আদায়ের এ রীতি অব্যাহত রেখে ছিলেন। এ ছাড়া অনেক হাদীছ থেকেও আমরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারি। যেমন বর্নিত হয়েছে..

أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: والذي نَفْسِي بيَدِهِ لقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بحَطَبٍ فيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاَةِ فيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ والذي نَفْسِي بيَدِهِ لو يَعْلَمُ أحَدُهُمْ أنَّه يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ওই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন! আমার মণ চায় কাউকে জালানী আনতে বলি, জালানী আনার পর সালাতের জন্য বলি, আজান দেওয়া হলে এক ব্যক্তিকে বলি সে যেন সালাতে ইমামতি করে আর আমি গিয়ে ওইসব লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা (বিনা অজরে জামাতে শরীক হয়নি।)

ওই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন! তারা যদি জানতে পারত যে (ইশার জামায়াতে শরীক হলে খাদ্য হিসেবে তাদেরকে) এক বা দুই টুকরা মাংস (খেতে) দেওয়া হবে তবে ইশা সালাতে শামিল হত। (অর্থাত অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হলঃ খাবারের জন্য দাওয়াত দেওয়া হলে মানুষ ঘুম ত্যাগ করে হলেও দাওয়াতে শরীক হয় কিন্তু সালাতের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে পারে না।) (বুখারী)

কখন জামায়াতে না আসলেও হবেঃ আসলে জামায়াতে সালাত আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতটা গুরুত্ব রাখে না যে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে হলেও আসতেই হবে। প্রতিকুল আবহাওয়া, খাবারের সময়, ইত্যাদি কারনে জামায়াতে অনুপস্থিত থাকা যাবে। যেমন বর্নিত হয়েছে..

ففي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا!؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছেঃ একদা মেঘবৃষ্টির দিনে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ (যিনি তায়েফের প্রশাসক ছিলেন) উনার মুয়াজ্জিনকে বললেনঃ আজানে "আশহাদু আন-না-মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ" বলার পর "হাইয়্যা আ'লা-স্বালাহ" না বলে বলবে "আলা- স্বাল্লু ফী বুয়ুতিকুম" (অর্থাৎ শুনো! সবাই নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করে নাও)

হঠাত এমন ঘোষনা শুনে লোকজন পছন্দ করল না (মানুষ ভাবলঃ এটা কেমন ঘোষনা? মানুষের এমন ভাব বুঝতে পেরে) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বললেনঃ তোমরা এতে আশ্চর্য হয়ে গেলে?! যিনি আমার থেকে অনেক উত্তম (অর্থাত মুহাম্মাদ সাঃ) তিনিও এমনটি করেছেন। আসলে জামায়াত একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ তবে এজন্য তোমরা কাদা-মাটি মাড়াবে এটা আমি পছন্দ করিনি। (বুখারী ও মুসলিম। এ ব্যাপারে আরো অনেক সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে)

ففي الصحيحين أنه ﷺ قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. متفق عليه، وفي لفظ البخاري: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাঃ বলেছেনঃ যখন খানা হাজির করা হবে তখন (জামায়াতে) সালাত কায়েম করা হলেও তোমরা প্রথমে খাবার দিয়ে শুরু করবে।

বুখারীর এক হাদীছে বলা হয়েছেঃ যখন তোমাদের খাবার দেওয়া হবে আর সালাতের জামায়াত কায়েম করা হবে তখন তোমরা খাবার দিয়ে শুরু করবে। আর তাড়াহুড়া করবে না বরং (শান্তশিষ্টভাবে খাবার) শেষ করবে।

ইবন উ'মার রা.র অভ্যাস ছিল তাকে যদি খাবার দেওয়া হত আর তখন সালাতের জামায়াত কায়েম করা হত তিনি খাবার শেষ না করে জামায়াতে শরীক হতেন না। অথচ (তার ঘর মসজিদের এতো কাছে ছিল যে) তিনি ইমামের কিরাত শুনতে পারতেন। (বুখারী)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছেঃ খানা এসে গেলে আর কোনো সালাত নেই

وفي اللفظ الاخر لا صلاة بحضرة الطعام

জামায়া'তের ফজিলতঃ জামায়া'তে সালাত আদায় করলে ২৫-২৭ গুন ছাওয়াব পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে..

تَفْضُلُ صلاةُ الجمعِ صلاةَ أحدِكم وحدَهُ بخمْسٍ و عشرينَ جزءًا وتَجْتَمِعُ ملائِكَةُ الليلِ وملائِكَةُ النَّهارِ في صلاةِ الفَجْرِ

الراوي : أبو هريرة : أخرجه البخاري (٦٤٨) ومسلم (٦٤٩) باختلاف يسير

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, একা সালাত আদায়ের চেয়ে জামায়া'তে সালাত আদায় করলে ২৫ গুন বেশি ফজিলত পাওয়া যায়। আর ফজর সালাতে রাত ও দিনের ফিরিস্তাগণের সমন্বয় ঘটে। (বুখারীঃ ৬৪৮, মুসলিমঃ ৬৪৯)

عن عبدالله بن عمر صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً . (أخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠)

ইবন উ'মার রাঃ থেকে বর্ণিত, (রাসূল সাঃ বলেছেনঃ) একা সালাত আদায়ের চেয়ে জামায়া'তে সালাত আদায় করলে ২৭ গুন বেশি ফজিলত পাওয়া যায়। (বুখারীঃ ৬৪৫, মুসলিমঃ ৬৫০)

عن عبدُ الرَّحْمنِ بنُ أَبي عَمْرةَ أنَّ دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. (مسلم)

(তাবেয়ী) আব্দুর রাহমান বিন আবু-আ'মরাহ রাহিঃ বলেনঃ একদা মাগরিব সালাতের পর উছমান বিন আ'ফফান রাঃ (৩য় খালীফাহ) মসজিদে প্রবেশ করে একা একা বসে রইলেন। আমি তখন উনার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেনঃ ভাতিজা! আমি শুনেছিঃ রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামায়া'তে আদায় করল সে যেন আধারাত ইবাদাত করল আর যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামায়া'তে আদায় করল সে যেন পুরা রাত ইবাদাত করল। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ জামায়াতে সালাত আদায় করা কল্যাণকর কাজ এবং এতে অনেক ছাওয়াব পাওয়া যায়, এটা সকল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং সকল ফিক্বহ মতেই স্বীকৃত। তবে ফিক্বহী বিন্যাসে জামায়া'তে সালাত আদায়ের বিধান শ্রেনীবিন্যাস করতে গিয়ে ভিন্নমত তৈরি হয়েছে আর এ ব্যাপারে ৩টি মত পাওয়া যায়। যেমন..

ফরজে কিফায়াহ (সামাজিক ফরজ) ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। আল-মাজমু' নামক কিতাবে ইমাম নববী লিখেছে..

قال الإمام النووي في المجموع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس: قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية،.... وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية. اهـ

আমাদের মাযহাবের সঠিক অভিমতে এটা কিফায়াহ ধরনের ফরজ (তথা ফরজে কিফায়াহ বা সামাজিক ফরজ।)

আর ক্বাজী ইয়াজ বলেছেনঃ অধিকাংশ উলামার মতে এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ, ফরজ নয়।

وقال ابن قدامة في المغني: وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَلَمْ يُوجِبْهَا مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ

আল-মুগ'নী নামক কিতাবে ইবনু ক্বুদামাহ লিখেছেনঃ ৫ ওয়াক্ত সালাতের জামায়া'ত করা ওয়াজিব। (সাহাবাদের মাঝে) ইবন মাসঊদ ও আবু-মূসা রাঃ থেকে এবং (তাবেয়ীদের মাঝে) আ'ত্বা, আওযায়ী', আবু-ছাউর রাহিঃ থেকে এমন মতামত বর্ণিত আছে। তবে ইমাম মালিক, ছাওরী, আবু-হানীফাহ, শাফিয়ী' ওয়াজিব বলেননি (বরং সুন্নাহ বলেছেন।) উল্লেখ্য হানাফী ফিক্বহের কিতাবাদিতেও সুন্নাহ বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ১৫. আযান ও ইক্বামাহ

আযান ও ইক্বামাহ পরিচিতিঃ আযান অর্থ আহবান করা, ঘোষনা দেওয়া। ফরজ সালাতের ওয়াক্ত আসার পর সালাতের জামায়াতের ঘোষনা এবং জামায়াতে শামিল হওয়ার জন্য নবী সাঃ এর শিখানো বিশেষ ঘোষনা দেওয়াকে আযান বলা হয়। আযান আসলে সাধারণ মুসলিমদের জন্য জামায়াতে শামিল হওয়ার আহবান। আযানের উদ্দেশ্য যেহেতু বাইরের মানুষদের আহবান জানানো। তাই আযানের শব্দগুলো যথা সম্ভব উচ্চস্বরে ঘোষনা করা উচিত।
আর ইক্বামাহ অর্থ কায়েম করা, প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনে বলা হয় একামত। আযান শোনে যারা মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন উনাদের জন্য জামায়াত শুরুর ঘোষনাকে বলা হয় ইক্বামাহ বা একামত। ইক্বামাহ দেওয়ার অর্থ দাড়ায় "এখন সামাজিকভাবে সালাত কায়েম হতে যাচ্ছে তাই এতে শামিল হন"। ইক্বামাহ মূলত উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে জামায়াত শুরুর ঘোষনা এবং এতে শামিল হওয়ার আহবান।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতের জামায়াত কায়েম করার জন্য আযান ও ইক্বামাহ দেওয়া ফিক্বহী বিধানে সুন্নাহ শ্রেণীর কাজ। অর্থাৎ দিলে অনেক ছাওয়াব পাওয়া যাবে আর না দিলে পাপ হবে না বা সালাতের ক্ষতি হবে না। আযান বা ইক্বামাহ দেওয়ার জন্য পূর্ণ পবিত্রতা বা ক্বিবলাহ মুখী থাকা শর্ত নয়।

আযানের শব্দ ও পদ্ধতিঃ আযান ও ইক্বামাহ আসলে কয়েকজন সাহাবীর স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয়। পরে নবী সাঃ এর স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নিজে কয়েকজন সাহাবীকে আযান ও ইক্বামাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিন ভাবে আযান দেওয়ার কথা হাদীছ থেকে পাওয়া যায়। তাই এ ৩টি নিয়মই সাহীহ ও সঠিক। এক নিয়ম মত ১৫টি বাক্য উচ্চারণ করে আযান দেওয়া হয়, এক নিয়ম মত ১৭টি আর এক নিয়ম মত ১৯টি। যথা..
আযানে ১৫টি বাক্য উচ্চারণের ব্যাপারে হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يُعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى ، قال : فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمَّداً رسول الله أشهد أن محمَّداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله قال : ثم استأخر عني غير بعيد ، ثم قال : وتقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمَّداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .

فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد .

رواه أبو داود (٤٩٩). وصححه ابن خزيمة (١٩١/١) وابن حبان (٥٧٢/٤)، ونقل الترمذي تصحيحه عن الإمام البخاري كما في « سنن البيهقي « (٣٩٠/١)

হাদীছের প্রেক্ষাপটঃ মদীনাতে যাওয়ার পর রাসূল সাঃ মদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সমাজ ও সরকার গঠন করেন এবং নিজে নির্বাহী প্রধান হয়ে সরকার পরিচালনা শুরু করেন। ইসলামী সমাজ ও সরকারের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে তিনি মসজিদ নববী নির্মান করেন এবং জামায়াতের সহিত সমাজে সালাত কায়েম করেন। তখন প্রয়োজন দেখা দিল জামায়াতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মানুষকে আহবান করার। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে একটা সমাধান খোজে বের করতে জরুরী আলোচনা সভার আহবান করা হয়। আলোচনায় প্রস্তাব আসে আগুন জালানোর, প্রস্তাব আসে শিঙ্গা ফুকার, প্রস্তাব আসে ঘন্টা বাজানোর। কিন্তু এ তিনটি বিষয়ই বিশেষ ৩টি ধর্মের ধর্মীয় সংস্কৃতি তাই এতে একমত হওয়া যায়নি। ফলে বিষয়টি অমিমাংসিতই থেকে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু সাহাবী স্বপ্নে দেখেন। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

আব্দুল্লাহ বিন যাইদ বলেনঃ মানুষকে সালাতের জন্য জমা করার জন্য রাসূল যখন নাকূস (বিশেষ ধরনের ঘন্টা) বাজানো নিয়ে আলোচনা করছিলেন এমতাবস্থায় স্বপ্নে আমি এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম, তার হাতে একটি নাকূস বহন করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কী এটি বিক্রি করবেন?

লোকটি বললঃ আপনি এটি দিয়ে কী করবেন?

আমি বললামঃ সালাতের জন্য আহবান করব।

লোকটি বললঃ আমি কী এজন্য আপনাকে এরচেয়ে উত্তম কিছু শিখিয়ে দেব?

আমি বললামঃ অবশ্যই

লোকটি বললঃ আপনি বলবেন..

২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
১টি বাক্য	আশহাদু আ-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই
১টি বাক্য	আশহাদু আ-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই
১টি বাক্য	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল
১টি বাক্য	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ	আসো! সালাতের জন্য
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ	আসো! সালাতের জন্য
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-ল-ফালাহ	আসো! সফলতার জন্য
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-ল-ফালাহ	আসো! সফলতার জন্য
২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
১টি বাক্য	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ	নাই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া
	(মোট ১৫টি বাক্য)	

অতঃপর কিছুক্ষন সে চুপ করে থাকল তারপর বললঃ আর যখন সালাতের জন্য ইক্বামাহ দিবে তখন বলবে..

২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
১টি বাক্য	আশহাদু আ-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই
১টি বাক্য	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ	আসো! সালাতের জন্য

১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-ল-ফালাহ	আসো! সফলতার জন্য
২টি বাক্য	ক্বাদক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ, ক্বাদক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ	সালাত এখনি দাড়িয়ে যাচ্ছে, সালাত এখনি দাড়িয়ে যাচ্ছে,
২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
১টি বাক্য	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ	নাই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া
	(মোট ১১টি বাক্য)	

(আব্দুল্লাহ বিন যাইদ বলেন) সকাল হতেই আমি রাসূল সাঃ এর কাছে ছুটে এলাম এবং আমার স্বপ্নের কথা খুলে বললাম। তিনি বললেনঃ ইন শা-আল্লাহ এটা একটা কল্যানকর স্বপ্ন। তুমি বিলালের পাশে দাড়াও এবং স্বপ্নে যা দেখেছ বিলালকে তা শিখিয়ে দাও, এ বাক্যগুলো দিয়ে সে আযান দেবে, কারনঃ তার আওয়াজ তোমার আওয়াজের চেয়ে বলিষ্ঠ। আমি বিলালের কাছে গিয়ে তাকে বাক্যগুলো শিখিয়ে দিলাম আর সে এগুলো দিয়ে আযান দিন। উমর রাঃ উনার ঘরে (ঘুমিয়ে) ছিলেন। আযান শোনে উনি পরনের কাপড় টানতে টানতে ছুটে এলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে স্বত্তা সঠিক (জীবন আদর্শ) দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করেছেন ওই স্বত্তার কসম! আমিও এমন স্বপ্ন দেখেছি যা উনি দেখেছেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ। (আবু-দাউদঃ ৪৯৯ হাদীছটি সাহীহ)

আযানে **১৭**টি ও **১৯**টি বাক্য উচ্চারণের ব্যাপারে হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي محذورة: أن النبي ﷺ علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

আবু-মাহযূরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ নিজে উনাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে **১৯**টি বাক্য ছিল আর ইক্বামাতে ছিল **১৭**টি বাক্য। (তিরমিযী, হাদীছটি সাহীহ)

وعن أبي محذورة: أن رسول الله ﷺ علَّمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، مرتين، حيَّ على الصلاة، مرتين، حيَّ على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم.

আবু-মাহযূরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ নিজে উনাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন। (যে আযান ছিল..)

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার	(২ বার)
আশহাদু আল-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	(২ বার)
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	(২ বার)
অতঃপত পুনরায় বলেছেন..	
আশহাদু আল-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	(২ বার)
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	(২ বার)
হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ	(২ বার)
হাইয়্যা আ'লা-ল-ফালাহ	(২ বার)
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার	(২ বার)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	(১ বার) (মুসলিমঃ ৩৭৯)

(উল্লেখ্য এখানে মোট ১৭ বার হয়। আর সাধারণ নিয়ম মত প্রথম "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"-কে ৪ বার করলে হয় ১৯ বার।)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ মালিকী ফিক্বহ মতে মোট ১৭টি বাক্য দিয়ে আযান দেওয়া উত্তম। (দলীলঃ উপরের হাদীছ)

শাফিয়ী ফিক্বহর পছন্দনীয় মতে আযানে মোট বাক্য ১৯টি। (দলীলঃ উপরের হাদীছ তবে অন্য হাদীছ মত ১ম বাক্য ৪ বার হবে)

আবু-হানীফাহ ও আহমাদ রাহিঃ-র পছন্দনীয় মতে আযানে মোট বাক্য ১৫টি। (দলীলঃ আযানের স্বপ্ন দ্রষ্টা সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যাইদ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ। হাদীছ বিশারদগণের কাছে এটা বিলালের আযান হিসেবে খ্যাত)

ফজরের আযানে অতিরিক্ত যা বলবে..

وعن أبي محذورة قال: قلتُ: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فعلَّمه، وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله رواه أحمد وأبو داود.

আবু-মাহযূরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি তখন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন ফজরের সময়ে বলবেঃ "আস্ব-স্বালাতু খাইরু-ম-মিনান্নাওম" "আস্ব-স্বালাতু খাইরু-ম-মিনান্নাওম" (অতঃপর বলবে) আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (আহমাদ ও আবু-দাঊদ)

ইক্বামাতের পদ্ধতিঃ ইক্বামাতের জন্য দুটি পদ্ধতি হাদীছ দ্বারা প্রমানিত তাই উভয় পদ্ধতিই সঠিক ও সাহীহ।

وعن ابن عمر قال: إنما كان الأذانُ على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاةُ، وكنا إذا سمعنا الإقامةَ توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي.

ইবনু উ'মার রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ এর সময়ে আযান ছিল দুইবার দুইবার করে আর ইক্বামাহ ছিল একবার একবার করে, শুধু "ক্বাদ-ক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ" ২ বার বলা হত। আর আমরা যখন ইক্বামাহ শুনতাম তখন অযু করে সালাতের জন্য বের হতাম। (আহমাদ, আবু-দাঊদ,নাসায়ী)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَة . رواه البخاري (٦٠٥) ومسلم (٣٧٨).

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেছেনঃ বিলালকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন আযান জোড় বাক্যে করেন আর ইক্বামাহ করেন বেজোড় বাক্যে। শুধু ইক্বামাহ (ক্বাদ-ক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ) **শব্দ ব্যতীত।** (বুখারীঃ ৬০৫, মুসলিমঃ ৩৭৮)

عن أبي محذورة رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه أبو داود (٥٠٢) والترمذي (١٩٢) وصححه الألباني .

আবু-মাহযূরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ নিজে উনাকে ১৭ বাক্যে ইক্বামাহ শিক্ষা দিয়েছেন। (যেমন..)

২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
১টি বাক্য	আশহাদু আ-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই
১টি বাক্য	আশহাদু আ-ল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই

১টি বাক্য	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল
১টি বাক্য	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা-র-রাসূলুল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ	আসো! সালাতের জন্য
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ	আসো! সালাতের জন্য
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-ল-ফালাহ	আসো! সফলতার জন্য
১টি বাক্য	হাইয়্যা আ'লা-ল-ফালাহ	আসো! সফলতার জন্য
১টি বাক্য	ক্বাদ-ক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ	সালাত এখনি দাড়িয়ে যাচ্ছে
১টি বাক্য	ক্বাদ-ক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ	সালাত এখনি দাড়িয়ে যাচ্ছে
২টি বাক্য	আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়
১টি বাক্য	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ	নাই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া
	(মোট ১৭টি বাক্য)	

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইক্বামাতের বাক্য সংখ্যা নিয়েও হাদীছে কয়েক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই ফিক্বহী ইমামগণের মাঝেও বিষয়টি নয়ে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। উনারাও একেক জনে একেকটি হাদীছিকে প্রাধান্য দিয়ে একেকটি সংখ্যা পছন্দ করেছেন। যেমন..

» শাফিয়ী ও হাম্বলীদের পছন্দ ১১ বাক্যে ইক্বামাহ দেওয়া, মানে আল্লাহু আকবার ২ বার আর ক্বাদ-ক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ ২ বার আর বাকী সব ১বার করে।

» ইমাম মালিক রাহিঃ-র পছন্দ ১০ বাক্যে ইক্বামাহ দেওয়া মানে ক্বাদ-ক্বামাতি-স্ব-স্বালাহ ১ বার।

» হানাফীদের পছন্দ ১৭ বাক্যে ইক্বামাহ দেওয়া। মানে প্রথমে আল্লাহু আকবার ৪ বার আর বাকী সব ২ বার ২ বার করে।

ইক্বামাহ শুরু হলে ফরজ ব্যতীত অন্য সব ধরনের সালাত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বর্ণিত হচ্ছে..

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم وغيره

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ সালাতের ইক্বামাহ হয়ে গেলে মাকতুবাহ (ফরজ) ব্যতীত আর কোনো সালাত পড়া যাবে না। (মুসলিমঃ ৭১০)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ কেউ যদি তাত্বাওয়্যু' তথা সুন্নত বা নফল সালাতরত থাকে আর এমতাবস্থায় ফরজ সালাতের জন্য ইক্বামত হয়ে যায় তবে অন্য সালাত ছেড়ে অবশ্যই ফরজে শামিল হতে হবে। তবে কীভাবে অন্য সালাত ছাড়বে আলিমগণ এর কয়েকটি পন্থা উল্লেখ করেছেন। যেমন..

» তাত্বাওয়্যু' তথা সুন্নত বা নফল সালাত ভেঙ্গে ফেলবে এবং ফরজ সালাতে শামিল হয়ে যাবে। (হানাফী মতে পরে এ সালাত পূর্ন করবে আর অন্য মতে পূর্ন করতে হবে না)

» তড়িঘড়ি করে তাত্বাওয়্যু' তথা সুন্নত বা নফল সালাত (২ বা ৪ রাকায়াত) সমাপ্ত করে ফরজ সালাতে শামিল হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৬. জামায়া'তে দাড়ানোর পদ্ধতি ও ইমামাত

জামায়া'ত কাদের জন্যঃ পুরুষ, নারী ও শিশুসহ প্রত্যেক মুসলিমই জামায়া'তে সালাত আদায় করবে। মাসজিদে কোনো দল, মসলক, মিনহাজ বা মাযহাবসহ লিঙ্গগত বা বয়ষের কোন্য বৈসম্য করা যাবে না বরং পুরুষ, নারী ও শিশুসহ সকল মুসলিমদের জন্য মাসজিদ উন্মুক্ত রাখতে হবে। এটাই আমাদের মুসলিম ঐতিহ্য আর এটাই ইসলামের বিধান। ইরশাহ হচ্ছে..

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? অথচ তাদের উচিত ছিল (আল্লাহর ভয়ে) ভীত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। (যারা আল্লাহর ঘরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে) তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা-অপমান আর আখেরাতে অবিধারিত হয়ে যাবে মহা আযাব। (২ বাক্বারাহঃ ১১৪)

রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের সময়ে পুরুষ, নারী, শিশুসহ কাউকেই মসজিদ থেকে বিরত রাখা হয়নি। এমনকি তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে যে ৩ জন সাহাবীর বিরূদ্ধে সামাজিক বৈকঠ ঘোষনা করা হয়েছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে রাসূল সাঃ এর সাহাবগণ তাদের সাথে সালাম-কালাম ও সামাজিক লেন-দেন পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন উনাদেরকেও মসজিদে আসতে বারণ করা হয়নি।

আলী রাঃ খিলাফতকালে ভ্রান্ত দল খাওয়ারিজদেরকেও মসজিদ থেকে বিরত রাখা হয়নি। আর নারী-শিশুদেরকে তো না-ই।

শুধুমাত্র অন্য মাযহাব, অন্য মসলক, অন্য মিনহাজ বা অন্য দল হবার কারণে বা লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে যারা মসজিদে প্রবেশে বা কুরআন হাদীছের দারসে বা দ্বীনি আলোচনা করতে বাঁধা দেয় বা মসজিদে বসেও দম্ভ করে, তারা যেন উক্ত আয়াত নিয়ে ভালো ভাবে চিন্তা করে।

কিন্তু আজকাল আমাদের উপমহাদেশের মসজিদগুলো থেকে নারী ও শিশুদেরকে বিরত রাখা হয়, তাদেরকে মসজিদে এসে জামায়া'তে সালাত আদায় করতে দেওয়া হয় না। দলীয় কারণে, মাযহাবগত কারণে, মসলকগত কারণে, মিনহাজগত কারণে, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে বা অন্য কোনো কারণে কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারীকে আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়। হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ : نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ . رواه البخاري (٨٧٥)

وعنها أيضا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ . رواه البخاري (٨٦٦)

উম্মু সালামাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ সালাম সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা উঠে চলে যেতেন আর নবী সাঃ সামান্য সময় বসে তারপর উঠতেন। একজন রাওয়ী বলেছেন আমি মনে করি (আল্লাহু আ'লাম) তিনি এজন্য এমন করতেন যাতে পুরুষরা উঠার আগেই মহিলারা উঠে চলে যেতে পারে। (বুখারীঃ ৮৭৫)

অন্য এক বর্ণনায় উম্মু সালামাহ রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ এর যামানায় (মাসজিদে ফরজ সালাতে) সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন আর রাসূল সাঃ ও পুরুষগণ কিছুক্ষণ বসে থাকতেন (মহিলাদেরকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেন) পরে রাসূল সাঃ যখন উঠে যেতেন তখন অন্য পুরুষগণ ও উঠে চলে যেতেন। (বুখারীঃ ৮৬৬)

নারীদের মসজিদে গমনের অধিকার এবং এ ব্যাপারে বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ নারীরা মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তারা মসজিদে গমনের পূর্ন অধিকার রাখে। যে কেউ তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারন করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا، وفي رواية: لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وفي رواية:ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

ইবন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ নারীরা মসজিদে যাবার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের মসজিদ থেকে বিরত রেখো না। অন্য বর্ণনা মতে (রাসূল সাঃ বলেছেনঃ) তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে বিরত রেখো না। অন্য বর্ণনা মতে (রাসূল সাঃ বলেছেন) রাতেও নারীদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দিও। (মুসলিমঃ ৪৪২, বুখারীঃ ৫২৩৮)

উল্লেখিত হাদীছসহ আরো অনেক হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ নারীদেরকে মসজিদ থেকে বিরত রাখা বা ফিরিয়ে রাখা মোটেই উচিত নয়। যদিও ঘরকে তাদের জন্য উত্তম বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে..

ما رواه ابو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) فهذا الحديث في أصله صحيح لكن زيادة (وبيوتهن خير لهن) شاذة، فقد تفرد بها حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وقد روى نافع ومجاهد الحديث دون هذه الزيادة، وهما أوثق من حبيب وأكثر عددا، فكيف وحبيب أصلاً مدلس، وقد روى الحديث بالعنعنة؟ ثم إن هذا الحديث رواه أبو هريرة وعائشة وزيد بن خالد أيضا، دون هذه الزيادة.

আবু-দাউদ এর এক বর্ণায় এসেছে, ইবন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রেখো না। যদিও ঘর তাদের জন্য উত্তম। উক্ত হাদীছের দুটি অংশ রয়েছে। যথা.

» তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রেখো না।

» ঘর তাদের জন্য উত্তম।

সনদ হিসেবে হাদীছটি সাহীহ এবং হাদীছের **১ম** অংশ আরো অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছের ২য় অংশ "ঘর তাদের জন্য উত্তম" শায তথা অখ্যাত, শুধুমাত্র হাবীব বিন আবু-ছাবিত নামক একজন রাওয়ী এ অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীছের অনেক ইমাম এ অংশের উপর তানক্বীদ করেছেন। তবে অনেকে আবার এর সমাধানও দিয়েছেন।

পর্যালোচনাঃ হাদীছটির **১ম** অংশ সুখ্যাত এবং আরো অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর ২য় অংশ অখ্যাত, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। সুতরাং সঠিক ভাবে বিচার করলে হাদীছটির **১ম** অংশের গুরুত্ব ২য় অংশ থেকে অনেক বেশী।

আর উভয় অংশকে সমান গুরুত্ব দিলেও **১ম** অংশে সুস্পষ্ট ভাবে নিষেধ করা হয়েছেঃ আমরা যেন আমাদের নারীদেরকে মসজিদ থেকে বিরত না রাখি। সুতরাং ফিক্বহী বিধান মতে রাসূল সাঃ এর নিষেধ হয়ত হারাম হবে অথবা মাকরূহ। অর্থাৎ নারীদেরকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়ত হারাম হবে নতুবা মাকরূহ। আর হাদীছটির ২য় অংশে আদেশ বা নিষেধ কিছুই নেই। শুধু ঘরকে উত্তম বলা হয়েছে। সকল হাদীছকে বিবেচনায় নিলে বুঝা যায়ঃ মহিলাদেরকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া যাবে কিন্তু মসজিদে আসতে নিষেধ করা যাবে না। (আল্লাহু আ'লাম)

সুতরাং আমাদের সমাজের যারা এ হাদীছকে অপব্যবহার করে হাদীছের **১ম** অংশকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে এবং এর বিরোধিতা করে ২য় অংশ নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি হিসেবে নারীদের মসজিদে গমনকে একেবারে নিষিদ্ধ করে ফেলেছেন, তাদের প্রতি আহ্বান রইল তারা যেন দলীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে উঠে রাসূল সাঃ'র কথা হিসেবে হাদীছটি নিয়ে চিন্তা করেন।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ মসজিদে জামায়া'তে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করেই রাসুল সাঃ পুরুষ, নারী ও শিশু সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এখনও আরব সমাজের প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি অঞ্চলেই এ ব্যবস্থা বলবত আছে। শুধু মসজিদে কেন/রাসূল সাঃ এর সময়ে উন্মুক্ত মাঠে ঈদ সালাতে শরীক হতেও মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা হত। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (٣٢٤) ومسلم (٨٩٠) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

উম্মু আ'ত্বিয়্যাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ আমাদেরকে আদেশ দিয়ে ছিলেন; আমাদের বালিকারা, অবিবাহিত যোবতীরা, এমনকি ঋতুস্রাব ওয়ালী নারীরা (তথা সকল মহিলারা) যেন ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আদ্বহা সালাতে অংশ গ্রহন করি। তবে ঋতুস্রাব ওয়ালি নারী যেন সালাতে শরীক না হই, বরং কল্যাণকর অন্য কাজ /খুতবাহ ও (২য় খুতবায়) মুসলিমদের সঙ্গে যেন দোয়াতে শরিক হতে পারি। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একজনের (হিজাব করার মত) জিলবাব তথা ওড়না নেই (সেও কি যাবে?) রাসূল সাঃ বললেনঃ (হা, সেও যাবে) অন্য কোনো বোন তার জিলবাবে একে শরিক করে নেবে (মানে এক চাদরে দুই জন মাথা ঢেকে নেবে, তবুও ঈদ সালাতে হাজির হবে) (বুখারীঃ ৩২৪, মুসলিমঃ ৮৯০)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ফিক্বহসহ সকল ফিক্বহ মতেই নারীরা পুরুষের সঙ্গে একই জামায়াতে সালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। কোনো ফিক্বহ মতেই এটা নাজাইজ বা মাকরূহ নয়।

জামায়া'তে কে কোথায় দাড়াবেঃ রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদে আলাদা কোনো হিজাব বা পার্টিশনের ব্যবস্থা ছিল না বরং পুরুষ ও নারীগণ একই হলে একই সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং একই সঙ্গে একই মজলিসে বসে দ্বীন শিক্ষা করতেন। এটাই আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আর জামায়াতে সালাত আদায়কালে ইমাম সাহেবের পিছনে প্রথমে দাড়াবে পুরুষের সারি, তারপর বালকদের সারি আর তারপর দাড়াবে নারীদের সারি।

في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها اٰخرها وخير صفوف النساء اٰخرها وشرها أولها.

মুসলিমের এক বর্ণনায় নবী সাঃ বলেছেনঃ পুরুষদের সর্ব উত্তম লাইন হচ্ছে সামনের লাইন আর সর্ব-নিকৃষ্ট লাইন হচ্ছে পিছনের লাইন। আর নারীদের সর্ব উত্তম লাইন হচ্ছে পিছনের লাইন আর সর্ব নিকৃষ্ট লাইন হচ্ছে সামনের লাইন।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ বিষয়টি এতই কমন যে হানাফী ফিক্বহের নির্ভরযোগ্য প্রায় সকল কিতাবে উল্লেখ আছে, প্রথমে দাড়াবে পুরুষের সারি, তারপর বালকদের সারি আর তারপর দাড়াবে নারীদের সারি।

বিঃ দ্রঃ = যেহেতু রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদে আলাদা কোনো পার্টিশন ছিল না বরং পুরুষ ও নারীগণ একই কক্ষে এক সঙ্গে সালাত আদায় করতেন আর রাসূল সাঃ এর যুগ হচ্ছে আমাদের জন্য সর্ব উত্তম ও আদর্শ যুগ। তাই মসজিদে মহিলাদের সালাত আদায়ের জন্য আলাদা ঘর বানানো বা পার্টিশন দিয়ে তাদের সালাতের স্থানকে আলাদা করে দেওয়া বৈধ হলেও এটাকে উত্তম বলা যাবে না। যেহেতু রাসূল সাঃ এবং খুলাফা রাশিদীনের পর আলাদা করা শুরু হয়েছে তাই এটাকে উত্তম বললে নীতিগতভাবে এ কথা মেনে নেওয়া হবে যে, আমাদের বানানো পদ্ধতি নবী সাঃ এর বাতানো পদ্ধতির চেয়ে উত্তম, আর একথা একমাত্র বিদয়াতীরাই বলতে পারে।

শুধু মহিলাদের জামায়াতঃ কোনো জামায়া'তে যদি পুরুষ না থাকে, আর শুধু মহিলা মহিলা মিলে একজন মহিলাকে ইমাম বানিয়ে জামায়া'তে সালাত আদায় করে তবে এ সালাত শুদ্ধ হবে কী না? আল-কুরআন বা হাদীছে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বর্ননা পাওয়া যায়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। যেমন..

الحنفية: ذهب الحنفية إلى القول بالكراهة التحريمية لجماعة النساء وحدهن بدون رجال ولو في صلاة التراويح في غير صلاة الجنازة، فلا تُكره فيها؛ لأنها فرض كفاية، فإن صَلّين جماعة وقفت (المرأة الإمام) في وسطهن في الصف الأول.

المالكية: ذهب المالكية إلى القول بعدم صحة صلاة جماعة النساء، وذلك لأنهم ذهبوا إلى حرمة إمامة المرأة مطلقاً.

الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بجواز صلاة جماعة النساء، بل قالوا باستحبابها وأنّ الشرع الحنيف ندب إليها، وكيفيته وقوف (المرأة الإمام) في وسط الصف الأول بين النساء، فلا تتقدم عنهن.

الحنابلة: ذهب الحنابلة في حكم صلاة جماعة النساء إلى قولين: الأول الاستحباب، والثاني الكراهة

كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة ٤٩١١ - ٥٩١١.

হানাফীদের মতেঃ পুরুষ ব্যতীত শুধু নারীরা জামায়া'ত (করলে সালাত আদায় হয়ে যাবে তবে) মাকরুহ তাহরিমী হবে। এমনকি এটা তারাবী সালাত হলেও। তবে শুধু নারীদের জানাযা মাকরূহ হবে না। কারণ এটা (আসল ফরজ নয় বরং) ফরজে কিফায়াহ। পুরুষ ছাড়া শুধু নারীরা জানাযা জামায়া'ত করলে নারী ইমাম সামনে না দাড়িয়ে মুসল্লী নারীদের মধ্যে (একটু আগে) দাড়াবে।

মালিকীদের মতেঃ পুরুষ ব্যতীত শুধু নারীরা জামায়া'তে সালাত আদায় করলে এটা বৈধ হবে না।

শাফিয়ী'দের মতেঃ পুরুষ ব্যতীত শুধু নারীরা জামায়া'তে সালাত আদায় করলে এটা বৈধ হবে, বরং এটা মুস্তাহাব হবে। নারী ইমাম সামনে না দাড়িয়ে মুসল্লী নারীদের মধ্যে (একটু আগে) দাড়াবে।

হাম্বলীদের মতেঃ পুরুষ ব্যতীত শুধু নারীরা জামায়া'তে সালাত আদায় সম্পর্কে হাম্বলীদের থেকে দুটি মত পাওয়া যায়। মুস্তাহাব /মাকরূহ। (আল-ফিক্বহ আল-ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহুঃ পৃঃ ১১৯৪-১১৯৫। ইসলামঃ Q&A)

হানাফী মতেঃ হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে লিখা হয়েছেঃ "স্ত্রীলোকের জন্য স্ত্রীলোকের ইমাম হওয়া মাকরূহ কিন্তু জানাযার নামাযে মাকরূহ নহে"। (১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৬, বাংলা, তাজ কোম্পানী, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩ ঈসায়ী।)

ইমামের সাথে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হইলে পুরুষ ডানে এবং স্ত্রীলোকটি পিছনে দাড়াইবে। ইমামের সাথে দুই জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হইলে পুরুষ দুইজন ইমামের পিছনে এবং স্ত্রীলোকটি তাহাদের পিছনে দাড়াইবে। (১ম খন্ড, ৫ম পাঠঃ পৃঃ ১৭২, বাংলা, তাজ কোম্পানী, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩ ঈসায়ী।)

ইমাম ও ইমামতঃ ইমাম অর্থ নেতা আর ইমামত অর্থ নেতৃত্ব। মূল আরবী শব্দ "ইমামাহ" আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণে বলা হয় ইমামত। আমাদের বর্তমান সমাজে মসজিদের ইমামতীকে আলাদা একটি পেশা হিসেবে দেখা হলেও ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির পরিভাষায় মসজিদের ইমামতী আলাদা কোনো পেশা নয়। বরং এটা হচ্ছে সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে একটি দায়িত্ব বা কাজ মাত্র।

ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির পরিভাষায় ইমামাহ (ইমামত বা ইমামতী) হচ্ছে সামাজিক নেতৃত্ব। আর সমাজের নেতৃত্বের একটি দায়িত্ব হল সালাতে ইমামতী করা, অর্থাৎ যিনি রাজনৈতিক নেতা তথা শাসক বা প্রশাসক হবেন তিনিই হবেন তার এলাকার মসজিদের স্থায়ী ইমাম। সালাতে ইমামতি করা এবং জনতাকে নিয়ে সালাত আদায় করা তার পেশাগত দায়িত্বের অংশ। অন্য

কেউ ইমামতি করতে চাইলে তার অনুমতি নিতে হবে এবং তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সেই সালাতে ইমামতি করবে।

তাই বিষয়টিকে পরিস্কার করে বুঝানোর জন্য ফিক্বহ শাস্ত্রে ইমামতকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ ইমামত কুবরা আর ইমামত সুগরা মানে বড় ইমামত আর ছোট ইমামত। ছোট ইমামত সর্বদাই বড় ইমামতের আওতাধীন হবে। সমাজের নেতৃত্ব হচ্ছে বড় ইমামত আর সালাতের নেতৃত্ব হচ্ছে ছোট ইমামত।

ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির পরিভাষায় সবচেয়ে বড় ইমাম হচ্ছেন খালীফাহ, তারপর গভর্নর, তারপর হাকিম। যেমন হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে জুমুয়া'হ সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যে ৬টি শর্ত রয়েছে এর ২য় শর্তের বর্ননায় লিখা হয়েছেঃ "বাদশা বা শাসক থাকা চাই, সে আদেল হউক বা জালিম, অথবা বাদশার প্রতিনিধি থাকা চাই। বাদশা বা বাদশার প্রতিনিধির হুকুম ব্যতীত জুমুয়া'হ কায়েম করা জায়েজ হইবে না"। (১ম খন্ড, পৃঃ ১৭০, বাংলা, তাজ কোম্পানী, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩ ঈসায়ী।)

ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিঃ ইমামতের বা নেত্রিত্বের যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞান ও শারিরিক সক্ষমতা। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

নবী বললঃ তোমাদের মালিক (রাজা /বাদশা) হিসেবে আল্লাহ ত্বালূতকে মনোনীত করেছেন। (ইয়াকুব আঃর ১২ ছেলের একজন ছিল ইয়াহুযা, একজন লাওয়ী। সাধারণত তাদের রাজা হত ইয়াহুযা পরিবার থেকে আর নবী হতেন লাওয়ী পরিবার থেকে। ত্বালূত ইয়াহুযা পরিবারের ছিলেন না। তিনি ছিলেন গরীব। তাই) তারা বললঃ সে কি করে আমাদের উপর রাজত্ব করবে? (তার তো রাজত্ব করার কোনো যোগ্যত/অধিকারই নেই।) তার চেয়ে বরং আমরাই রাজত্বের অধিক যোগ্য/অধিকারী। (রাজত্ব করতে অধিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। আর) তার তো সম্পদ বলতে কিছুই নেই। নবী বললঃ আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন আর তাকে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন **জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে**। আল্লাহ যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ হলেন সর্ব-উদার, মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৭)

ইমামতের অগ্রাধিকারী ব্যক্তিঃ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দায়িত্ববোধ, ত্যাগ ও কর্তৃত্ব অনুপাতে ইমামতের অগ্রাধিকার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن أَبي مسعودٍ عُقبةَ بنِ عمرٍو البدريِّ الأنصاريِّ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِراءَةِ سَواءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُد فِي بيْتِهِ عَلَى تَكْرِمتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ رواه مسلم.

আবু-মাসঊদ উ'ক্ববাহ বিন আ'মার আল-বাদরী আল-আনস্বারী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ জাতির ইমামত করবে (নেতৃত্ব দেবে) ওই ব্যক্তি যে ঐ জাতির মাঝে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী, কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে বরাবর হলে যেব্যক্তি নবীর হাদীছ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী, হাদীছের জ্ঞানে বরাবর হলে যে ব্যক্তি হিজরতে (আল্লাহর পথে ত্যাগ স্বীকারে) অগ্রগামী, হিজরতে বরাবর হলে যে ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ। কোনো ব্যক্তি অন্যের সুলতানাত (মালিকানাধীন /শাসনাধীন) স্থানে /বিষয়ে তার উপর ইমামত করবে না /নেতৃত্ব দেবে না এবং কারো ঘরে গিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত তার আসনে বসবে না। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদঃ ১৭. ভীতিকর অবস্থায় সালাত (স্বালাতু-ল-খাউফ)

ভীতিকর অবস্থা আসলে এমার্জেন্সী অবস্থা। এমতাবস্থায় সুযোগ ও সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাভেদে নিজ নিজ সাধ্যমত সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে আমরা এখানে মাত্র দুটি পদ্ধতি ও বিধান বর্ণনা করব। যথা..

বিধানঃ ১. যুদ্ধক্ষেত্রে সালাতের জামায়া'তঃ মুসলিম সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলায় অবস্থান করেও সালাতের জামায়া'ত কায়েম করতে চায় তবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বজায় রেখে এর ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন মহান রাব্ব। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

(হে নবী! কোনো অভিযানে বের হলে) তুমি যখন তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তাদের নিয়ে (জামায়াতে) সালাত আদায় করবে তখন (সবাই এক সাথে সালাতে দাড়াবে না। বরং কিছুলোক শত্রুর মোকাবিলায় রয়ে যাবে। আর) কিছুলোক তোমার সাথে সালাতে দাঁড়াবে, (সালাতরত অবস্থায়) তারা যেন নিজ নিজ অস্ত্র হাতে রাখে। (এক রাকায়াত সমাপ্ত করে) সিজদাহ করার পর তারা পিছনে চলে যাবে আর যারা সালাত না পড়ে (শত্রুর মোকাবিলায়) পিছনে ছিল তারা এসে সালাতে দাঁড়াবে। তারাও যেন নিজেদের অস্ত্র ধরে রাখে এবং সতর্ক থাকে। কাফিররা চায় তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র থেকে গাফিল হয়ে যাও আর তারা অতর্কিত হামলা করে (সব ধ্বংস করে দিক।) তবে অসুস্থতা বা বৃষ্টি জনিত অসুবিধার কারণে (সালাতের সময়) অস্ত্র রেখে দিলে কোনো পাপ হবে না। কিন্তু তোমরা (সর্বাবস্থায়) সতর্কতা বজায় রাখবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনার আযাব। (৪. নিসাঃ ১০২)

আইন ও বিধানঃ যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। ফিক্বহের পরিভাষায় এভাবে সালাত আদায় করাকে বলা হয় "সালাতু-ল-খাউফ" (বা ভীতিকর অবস্থায় নামায।) তবে আল-কুরআনে ভীতিকর অবস্থায় সালাত বলে সালাত আদায়ের অন্য পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে।

বিধানঃ ২. ভীতিকর অবস্থায় সালাতঃ ভীতিকর পরিস্থিতিতে বাহনের উপর ছাওয়ার থেকে অথবা চলতে চলতেও সালাত আদায় করা যায়। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

আর তোমরা যদি (দুশমন বা জীবজন্তুর ভয় বা অন্য কোনো কারনে) ভীতিকর পরিস্থিতিতে থাকো তবে হেঁটে হেঁটে বা বাহনের উপর (সালাত আদায় করতে পারবে) আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আল্লাহর যিকির (সালাত আদায়) করবে যেমন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে তোমরা জানতে না। (২. বাক্বারাহঃ ২৩৯)

আইন ও বিধানঃ ভীতিকর পরিস্থিতিতে হেঁটে হেঁটে বা বাহনের উপর বসে বসে ফরজ সালাত আদায় করা যাবে। তখন রুকু সিজদাহ করবে মাথার ইশারায়। ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় স্বালাতু-ল-খাউফ বা ভীতিকর অবস্থায় সালাত। উল্লেখ্য উক্ত আয়াতে "যিকর" শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে সালাত আদায় করা।

অনুচ্ছেদঃ ১৮. সালাতের স্থান ও মসজিদ

মসজিদ ও মুস্বাল্লা পরিচিতিঃ মূল আরবী শব্দ মাসজিদ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণে বলা হয় মসজিদ। মসজিদ অর্থ সিজদাহর স্থান। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিমদের ইবাদাত ও সামাজিক কার্যকলাপের জন্য নির্মিত ঘর ও নির্ধারিত স্থানকে মসজিদ বলা হয়। রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদই ছিল মুসলিমদের ইবাদাত, শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যালয় এবং অসহায় নারী-পুরুষসহ সকলের আশ্রয়স্থল।

আর মুস্বাল্লা অর্থ সালাত আদায়ের স্থান। সালাতের জন্য নির্ধারিত কাপড়, কার্পেট বা চাটাইকেও মুস্বাল্লা বলা হয়। আমাদের উপমহাদেশে ফার্সীতে বলা হয় জায়-নামায।

অন্য উম্মতের ইবাদাতের স্থানঃ আগেকার উম্মতের জন্য সব জায়গায় সালাত আদায় করা বৈধ ছিল না। তারা শুধু নির্ধারিত স্থানে সালাত আদায় করতে পারত। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

পটভূমিঃ বাণী ইসরাঈল শুধু নির্ধারিত ঘরে ইবাদাত করতে পারত। অন্যত্র ইবাদাত করা তাদের জন্য বৈধ ছিল না। (সর্বত্র সালাত বা ইবাদাত করার সুযোগ মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের বৈশিষ্ট্য) ফেরাউন তাদের সকল ইবাদাতশালা ধ্বংস করে প্রকাশ্যে সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। (দেখুনঃ কুরতুবী) তাই..

আমি (আল্লাহ) মূসা ও তার ভাইকে ওহী পাঠালামঃ তোমাদের জাতির জন্য শহরে কিছু ঘর তৈরি কর এবং এ ঘরগুলোকে ক্বিবলাহ (সালাতের স্থান) হিসেবে নির্ধারণ করে সালাত কায়েম কর আর মুঅমিনদের সুসংবাদ দাও (অচিরেই তাদেরকে মুক্ত করা হবে) (১০. ইউনুসঃ ৮৭)

আমাদের ইবাদাতের স্থানঃ কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের জন্য সারা পৃথিবীকে সালাতের স্থান হিসেবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

لقوله ﷺ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه

নবী সাঃ বলেছেন আমাকে ৫টি বিশেষত্ব দেওয়া হয়েছে যা ইতোপুর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। (যেমন..)

১. এক মাসের দূরত্বের ভয়ভীতি দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (শত্রুরা এক মাস দূরত্বে থেকেও আমাকে ভয় পায়)
২. আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ (ইবাদাতের স্থান) ও পবিত্রতার (তায়াম্মুমের) উপকরণ হিসেবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেখানেই সালাতের সময় হবে লোকজন সেখানেই (পানি না থাকলে তায়াম্মুম করে) সালাত আদায় করতে পারবে।
৩. আমার জন্য গনীমত (যুদ্ধলব্দ শত্রু-সম্পদ) হালাল করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কারো জন্যই হালাল ছিল না।
৪. আমাকে মহান শাফায়াতের অধিকার দেওয়া হয়েছে।
৫. অন্য নবীগণ শুধু বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির প্রতি। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদকে যেভাবে সক্রিয় রাখা হবেঃ মসজিদ ইসলামী সমাজ ও শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামী সমাজে ইবাদাত, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিচার, শাসন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং অসহায় নারী-পুরুষসহ সকলের আশ্রয়স্থল হবে মসজিদ। এটাই ছিল রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের সময়কার রীতি ও সংস্কৃতি।

উল্লেখিত কার্যকলাপসহ অপরাধের সাজা, অপরাধীকে বেধে রাখা, সম্পদ কালেকশন ও বন্টন, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধের প্রশিক্ষন, এমনকি সাহাবাগণ মসজিদে লাঠি খেলেছেন বলেও সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

মসজিদ নির্মান ও পরিচালনাঃ মসজিদ নির্মান ও পরিচালনা অনেক ছাওয়াবের কাজ এবং এটা হচ্ছে ইসলামী সমাজ ও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। আদম আ. দুনিয়াতে আসার পর সর্ব প্রথম মক্কায় মাসজিদ হারাম আর তারপর বাইতু-ল-মাক্বদিসে (জেরুছালেমে) মাসজিদ আক্বস্বা নির্মান করেছেন। আমাদের রাসূল সাঃ মদীনাহ আসার পর সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মান করে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ ও সরকার পরিচালনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

মানব কল্যাণে নির্মিত প্রথম ঘর এটাই যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর পথিকৃৎ। (৩. আ-ল ই'মরানঃ ৯৬)

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

وقال النبي ﷺ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) رواه البخاري (٤٥٠) ومسلم (٥٣٣) من حديث عثمان رضي الله عنه .

উছমান রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মান করল আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে এমনটি ঘর নির্মাক করেন। (বুখারীঃ ৪৫০, মুসলিমঃ ৫৩৩)

পর্যালোচনাঃ মসজিদ নির্মান করে এর ছাওয়াব পেতে হলে এ মসজিদটি অবশ্যই আল্লাহর জন্য নির্মান করতে হবে। দলের জন্য বা দলাদলির জন্য মসজিদ নির্মান করে এজন্য ছাওয়াব আশা করা নিতান্তই ভুল হবে।

কারা মসজিদ নির্মান ও পরিচালনা করবেঃ মসজিদ বানানো ও পরিচালনা করা খুবই কল্যাণকর ও ছাওয়াবের কাজ। তবে যারা বানাবে আর যারা মসজিদ পরিচালনা করবে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে আল-কুরআন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

আল্লাহর ঘর মজসিদ শুধু তারাই নির্মান /পরিচালনা করবে যারা/যাদের..

» আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে/আছে (তাই ফাসিক বা মুনাফিকদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদ থেকে সুফল আশা করা যায় না)

» (যারা ব্যক্তি জীবনে ও সমাজে) সালাত কায়েম করে (তথা ইসলামী সমাজ বিনির্মানে সদা সচেষ্ট থাকে। তাই স্যাকুলার মুনাফিদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদ থেকে সুফল আশা করা যায় না)

» (যে বা যারা) যাকাত আদায় করে (তথা ইসলামী সরকারের আনুগত্য, ইসলামী সমাজনীতি ও অর্থনীতি মেনে চলে। তাই স্যাকুরলার ও পুজিবাদে বিশ্বাসীদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদ থেকে সুফল আশা করা যায় না)

» (যে বা যারা) আল্লাহ ছাড়া অন্যকাউকে /অন্যকিছুকে ভয় পায় না। (তাই কাফির শক্তির ভয়ে ভীতুদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদ থেকে সুফল আশা করা যায় না)

» (যে বা যারা এমন হতে পারবে) আশা করা যায় তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্গত হতে পারবে। (৯. তাওবাহঃ ১৮)

জাহান্নামী মসজিদঃ আসলে মসজিদ বানালেই জান্নাতে যাওয়া যাবে বা সকল মসজিদই তার নির্মাতা ও পরিচালকদের নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং কিছু মসজিদ এমনও আছে যা তার নির্মাতা ও পরিচালদেরকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا..

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ এর এক সাহাবী হানযালাহ বিন আবু-আ'মির রা.। হানযালাহ অহুদ যুদ্ধের আগের দিন জামিলাহ নামী এক মেয়েকে বিয়ে করেন। (এক বর্ণনা মতে রাসূল সাঃ নিজে এ বিয়ের মোহর পরিশোধ করে ছিলেন) হানযালাহ রাসূল সাঃ থেকে অনুমতি নিয়ে অহুদ যুদ্ধে না গিয়ে নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে রয়ে যান।

হানযালাহ রাঃ ফজরের সালাত আদায় করে আবার স্ত্রী গমন করেন। এমন সময় যুদ্ধের আহবান শোনে (ফরজ গোসল না করেই) রণাঙ্গনে ছুটে যান এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর শহীদদের দাফনকালে রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর ফিরিস্তারা হানযালাহকে গোসল করিয়েছে। তখন থেকে তার নাম হয়ে যায় "গাসীলু-ল-মালাইকাহ" মানে যাকে ফিরিস্তা গোসল করিয়েছে।

হানযালাহ রা.র পিতা আ'মির ছিল মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইর বন্ধু। রাসূল সা.'র মদীনায় আগমন এবং মদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সরকার তাদের মোটেই পছন্দ ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বাহ্যত মুসলিম হয়ে গিয়েছিল আর আ'মির ছিল প্রকাশ্য কাফির। আ'মির জাহিলী যুগে রাহিব নামে খ্যাত ছিল। তাকে বলা হত আ'মির আল-রাহিব।

আ'মির আল-রাহিব অহুদ যুদ্ধে মদীনাহ থেকে পালিয়ে গিয়ে মুশরিকদের পক্ষ নিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর মক্কা গিয়ে মুশরিকদের সাথে বসবাস শুরু করেছিল। রাসূল সাঃ তার নাম দিয়েছিলেন আ'মির আল-ফাসিক।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আ'মির শামদেশে চলে যায়। সেখানে থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই মারা যায়।

মদীনাহর নিকটতম এলাকা ক্বুবা। আ'মার বিন আ'উফ ও গু'মার বিন আ'উফ নামে দুই ভাই ছিল এখানকার আদি বাসিন্দা। এ দুই ভাইয়ের বংশধরগণ বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

রাসূল সাঃ এর আগমনের পর মদীনাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়। ইসলামের প্রভাবে মানুষের জীবনে বিপ্লবী পরিবর্তন আসে। বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।

বাণী আ'মার নেতারা ছিল সাচ্চা মুসলিম। তারা মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের সবকিছু রাসূল সাঃ এর উপর ছেড়ে দিয়েছিল এবং রাসূল সাঃ এর ইচ্ছায় নিজেদের এলাকায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল যা আজো বিদ্যমান এবং মাসজিদ ক্বুবা নামে খ্যাত।

পক্ষান্তরে বাণী গু'মার নেতারা ছিল মুনাফিক। তারা ইসলামী সমাজ ও বহিরাগত মুসলিমদের সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

আ'মির আল-রাহিব বণী-গু'মারের লোক। সে শামদেশে গিয়ে রাজা ক্বাইসারের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। আ'মির আল-রাহিব চাচ্ছিল রোমান বাহিনী মাদীনাহ

আক্রমণ করে ইসলামী সমাজ ও সরকার ভেঙ্গে দিক এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদকে হত্যা করুক। তার পরিকল্পনা বস্তবায়নে সহায়তার জন্য তারই পরামর্শে বানী-গু'মার এলাকায় একটি নতুন মাসজিদ বানানো হল। বাহ্যত প্রচার করা হলঃ এলাকার মানুষের নামাযের জন্য মাসজিদটি বানানো হচ্ছে। কিন্তু আসলে মাসজিদটি বানানো হল..

» আ'মির আল-রাহিবের লোকজনকে আশ্রয় দেবার জন্য
» ইসলামী সমাজ ও সরকারের বিরুদ্ধে আগত লোকজনকে সহায়তা করার জন্য
» মুসলিম সমাজে বিভেদ ও বিভক্তি তৈরি করার জন্য।

মাসজিদটি বানানোর পর উদ্বোধনের জন্য রাসূল সা.কে আমন্ত্রণ জানানো হল। কিন্তু রাসূল সাঃ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্থ থাকায় আসতে পারেননি। তিনি তাবুক থেকে ফিরে এসে আসবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হল..

১০৭. আর যারা..

» (ইসলাম ও মুসলিমদের) ক্ষতিসাধনের জন্য,
» কুফরের সহায়তার জন্য,
» মুঅমিনদের মাঝে বিবাদ ও বিভক্তি তৈরী করার জন্য
» এবং আল্লাহ ও রাসূল বিরোধীদের আশ্রয় দেবার জন্য,

মাসজিদ বানায় এবং কসম করে বলেঃ আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই কাজটি করেছি (এরা মুঅমিন নয় বরং মুনাফিক।)

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ এরা মিথ্যুক। (হে নবী!) তুমি কখনো ওই মাসজিদে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে না। (৯. তাওবাহঃ ১০৭)

আয়াতের উপর রাসূল সাঃ এর আমলঃ আয়াতটি নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ মালিক বিন দুখশুম, মায়া'ন বিন আ'দি, আ'মির বিন সাকান এবং ওয়াহশী (যিনি হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করেছিলেন, পরে মুসলিম হয়ে ছিলেন এবং ভন্ড নবী মুসাইলামাহকে হত্যা করেছিলেন।) রাঃ-হুমকে ডেকে পাঠালেন। এবং (৪ সদস্যের একটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করে) বললেনঃ দ্রুত ছুটে যাও। ওই পাপিষ্ঠদের মসজিদটি ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও। সাহাবাগণ আদেশ পেয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন, মালিক বিন দুখশুম উনার ঘর থেকে আগুন নিলেন এবং ওই মাসজিদটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে ধ্বংস করে দিলেন। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে)

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

» উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)
» বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

» যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন আনয়া'মঃ ১৫৯)

» আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

» সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাস্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

বিঃ দ্রঃ = সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল, বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন এবং ভেবে দেখুন; বর্তমানে আমাদের সমাজ ও মসজিদগুলোর কি অবস্থা। এগুলো কী আল্লাহর জন্য নির্মিত ও কুরআনে বর্ণিত মান-সম্পন্ন লোকদের দ্বারা পরিচালিত, নাকি অন্যকিছু?

জানাযাহ অর্থ মরদেহ বা মৃতব্যক্তি আর সালাত অর্থ দোয়া। জানাযাহ সালাত আসলে ইসলামের রীতি অনুযায়ী সুন্নাহ পদ্ধিতিতে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। জানাযাহ সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হয়। রাসূল সা. ও সাহাবাগণ মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবেই দোয়া করেছেন এবং এ দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের ভাইবোনদেরকে চির বিদায় জানিয়েছেন আর এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের দোয়া করার জন্য এ ছাড়া যত পদ্ধতিই আবিষ্কার করা হোক না কেন সবই ভুল ও বিদয়াত কাজ।

মসজিদঃ সেকাল ও একাল

রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদ

তখনঃ রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদে নিয়মিত আযান হত, জামায়াতের সহিত সালাত আদায় করা হত। তখন মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর ছিল, মসজিদে কুরআন, হাদীছসহ মানব জীবনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। তখনকার দিনে সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, বিচার, সাজা, বিনোদন, চিকিৎসা, ইত্যাদি সকল কাজই মসজিদে সম্পন্ন করা হত। অসহায় পুরুষ নারী সবাই তখন মসজিদে আশ্রয় পেত, খাবার পেত। আর এসকল কাজেই পুরুষ, নারী, শিশু, সবাই ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহন করত।

এখনঃ আমাদের দেশের মসজিদগুলো হয়ে গেছে শুধুই নামাযের স্থান এবং তাও শুধুই পুরুষদের জন্য, আমাদের নারী ও শিশুদেরকে পরিকল্পিত ভাবে মসজিদ থেকে দূরে রাখা হচ্ছে, যদিও এমন করতে বারন করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ। কিন্তু এখন এসবের অনেক কিছুই নেই।

আযান

রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদে নিয়মিত আযান হত, তবে প্রতিকুল আবহাওয়াতে আযানের সময় "স্বালাতে আসার আহবান" না করে বলা হতঃ শোনো! নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করে নাও। যেমন বর্ণিত হয়েছে..

ففي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا!؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ একদা বৃষ্টির দিনে (জুমুয়ার সময়ে) মুয়াযযিনকে বললেনঃ "আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ" বলার পর "হাইয়্যা আ'লা-স্ব-স্বালাহ" (আসো! স্বালাতের জন্য) এর স্থলে বলবে "আলা! স্বাল্লু ফী বুয়ুতিকুম" মানে শোন! নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করে নাও। (মুয়াযযিন তাই করল। ইবন আব্বাস রাঃ বুঝতে পারলেন) এমন ঘোষনা মানুষ পছন্দ করছে না। তাই বললেনঃ "তোমরা আশ্চর্য হয়ে গেছো!? যিনি আমার চেয়ে অনেক অনেক উত্তম ছিলেন তিনি (মানে নবী সা.) নিজেই

এমনটি করেছেন। নিশ্চয় জুমুয়া'হর গুরুত্ব অনেক। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চাইনি, আমি চাইনি তোমরা মাটি ও কাদার মাঝে হেটে আসো"। (বুখারী ও মুসলিম। আরো অনেক সাহাবী থেকে এমন অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে)
কিন্তু এখন এসবের অনেক কিছুই নেই।

সালাত, জামায়াত, জামায়াতে নারী ও শিশুদের অংশ গ্রহন

রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদ ছিল পুরুষ, নারী, শিশু, মুসলিম, অ-মুসলিম সবার জন্য উন্মুক্ত। মুসলিম পুরুষ, নারী, শিশু সবাই তখন মসজিদে একই সাথে একই কক্ষে জামায়াতের সহিত সালাত আদায় করত। এমনকি কাপড়ের সল্পতার কারনে সাজিদাহকালে নারীর সামনে পুরুষের সতর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও তিনি নারীদেরকে জামায়াতে শরীক হতে বারন করেননি। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد، قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر، خلف النبي ﷺ. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن، حتى يرفع الرجال.

সাহল বিন সা'দ রাঃ বলেনঃ আমি নিজে দেখেছি জীর্ন পোশাকের কারনে পুরুষরা বাচ্চাদের মত ইজার (লুঙ্গি) গলায় বেধে নবী সাঃ এর পিছনে সালাত আদায় করতেন (যেহেতু পুরুষদের পিছিনে থাকত নারীদের লাইন, তাই সাজিদাহকালে পুরুষদের লাজ্জাস্থান নারীদের নজরে আসার সম্ভাবনা ছিল আর এজন্যই) ঘোষনা দেওয়া হয়েছিল "পুরুষরা সিজদাহ থেকে উঠার আগে নারীরা যেন মাথা না তুলে"। (বুখারী ও মুসলিম)

عن أبي قتادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما مرفوعاً: إني لأقوم إلى الصلاة، وأريد أن أُطَوِّلَ فيها، فأسمع بكاء الصبي فأَتَجَوَّزُ في صلاتي كراهيةَ أن أَشُقَّ على أمه. حديث أبي قتادة رواه البخاري. حديث أنس متفق عليه

আবু-ক্বাতাদাহ ও আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ কখনো আমি (ইমাম হিসেবে) সালাত শুরু করে দীর্ঘ কিরাত পড়তে ইচ্ছা করি কিন্তু যখন শিশুদের কান্না শুনি তখন সালাতকে সংক্ষীপ্ত করে ফেলি। কারন আমি পছন্দ করি না (শিশুদের কান্নার কারনে আমার সঙ্গে সালাতরত) মায়েরা কষ্ট পাক। (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = রাসূল সাঃ এর সময়ে পুরুষ, নারী, শিশু সবাই মসজিদে একই সাথে একই কক্ষে সালাত আদায় করত। রাসূল সাঃ এর পর খুলাফা রাশিদীনের সময়েও একই নিয়ম কার্যকর ছিল, এমনকি তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত

মক্কাহ, মদীনাহসহ আরব সমাজের প্রায় সকল মসজিদেই পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সালাতের ব্যবস্থা থাকে। কারন মুসলিম নারীদেরকে মসজিদ থেকে বিরিত রাখতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং রাসূল সা., এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে। যেমন..

ومنها حديث عبدالله بن عمر أن النبي ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ؛ متفق عليه

আব্দুল্লাহ বিন উ'মার রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রেখো না। (বুখারী ও মুসলিম) এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে।

কিন্তু এখন রাসূল সাঃ এর আদেশ লঙ্ঘন করে এবং রাসূল সাঃ এর নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে আমাদের নারী সমাজকে মসজিদ থেকে দূরে রাখা হচ্ছে।

আশ্রয়

তখনকার দিনে মসজিদ ছিল অসহায় মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্র। অসহায় পুরুষ, অসহায় নারী সবাই মসজিদে আশ্রয় পেত। রাসূল সাঃ এর সময়ে এক অসহায় দাসীর জন্য মসজিদে একটি তাবু বানিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। বুখারীতে এ ব্যাপারে একটি বাব (অনুচ্ছেদ) স্থাপন করা হয়েছে, নাম "নাওমু-ল-মারআতি ফি-ল-মাসজিদ" বাব নম্বরঃ ২৯৮, হাদীছ নঃ ৪২৬ ইফাবা। হাদীছটি অনেক দীর্ঘ বিধায় এখানে উল্লেখ করা হল না। কিন্তু এখন এসব কল্পনা করাও আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে গেছে।

সামাজিক বিষয়াদি

রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদে বিয়ে হত, মিটিং বা সভা হত, সমাজ সেবার জন্য সম্পদ কালেকশন ও ডিস্টিবিউশন হত, ভোজ সভা বা দাওয়াতী খানা হত, ইত্যাদি সকল প্রকার সামাজিক কাজ মসজিদে করা হত। এ ব্যাপারে হাদীছের কিতাবসমূহে অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে। যেমন..

عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا نأكل على عهد النبي ﷺ في المسجد الخبز واللحم . رواه ابن ماجة في سننه (٣٣٠٠) وصححه الألباني

আব্দুল্লাহ বিন হারিছ রাঃ বলেনঃ নবী সাঃ এর সময়ে আমরা (মাঝে মাঝে ভোজ সভার আয়োজন করে) মসজিদে রুটি ও গোস্ত খেতাম। (সুনান ইবনু মাজাঃ ৩৩০০, আলবানীও হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন)

روى مسلم في صحيحه (٦٧٠) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .

জাবির বিন সামুরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ সাধারনত ফজর সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন আর সুর্য উদয় হওয়ার পর চলে যেতেন। সাহাবাগন তখন কুফরী যুগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং হাসাহাসি করতেন, (এসব শোনে ও দেখে) নবী সাঃ এর মিটমিটিয়ে হাসতেন। (মুসলিমঃ ৬৭০)

عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّي قد وهبتُ لك نفسي فقال رجلٌ: زوِّجْنيها، قال: قد زوَّجْناكها بما معك مِن القُرآنِ . رواه البخاري ومسلم

সাহল বিন সা'দ রাঃ বলেনঃ একদা রাসূল সাঃ এর কাছে এক মহিলা এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সত্ত্বা আপনাকে দান করে দিয়েছি। (নবী সাঃ তখন সাহাবাদের নিয়ে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সাহাবাগন জানতেনঃ আইনগতভাবে ওই মহিলার পূর্ন কর্তৃত্ব এখন রাসূল সাঃ এর হাতে। নবী সাঃ ওই মহিলাকে গ্রহন করছেন না দেখে) এক ব্যক্তি বলে উঠল (আপনি না চাইলে) উনার বিয়ে আমার সাথে দিয়ে দিন। (রাসূল সাঃ এতে সম্মত হয়ে গেলেন এবং ওই ব্যক্তিকে বিয়ের মোহর জোগাড় করতে বললেন। উনি জানালেনঃ উনার কাছে কিছুই নেই। তখন) নবী সাঃ বললেনঃ তোমার কাছে যতটুকু কুরআন (এর জ্ঞান) আছে এর বিনিময়ে আমরা তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (١٤٦٤)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ আদেশ দিয়েছিলেন সবাই যেন প্রতি ১০০ ওয়াছাকে ১০ ওয়াছাক (উৎপাদনের ১০%) খেজুর মসজিদে ঝুলিয়ে রাখে। (যেন গরীব মানুষ এখান থেকে খেতে পারে) (সাহীহ আবু-দাউদঃ ১৪৬৪) নবী সাঃ মসজিদে সম্পদ জমা করতেন এবং মসজিদ থেকেই বিতরন করতেন বলে আরো অনেক হাদিছ বিদ্যমান আছে।

সামরিক

রাসূল সাঃ এর সময়ে যুদ্ধের ব্যাপারে মিটিং, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধা সংগ্রহ, যুদ্ধের প্রশিক্ষন, ইত্যাদি সবকিছুই মসজিদ থেকে পরিচালিত হত। এ ব্যাপারে হাদীছের কিতাবসমূহে অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে।

রাজনৈতিক

রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদই ছিল ইসলামী সরকারের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র। মসজিদ থেকেই সরকার ও সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হত। মুসলিম, মুশরিক, আহলে কিতাবসহ সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রতিনিধিগন মসজিদেই অবস্থান করতেন, মসজিদেই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতেন, মসজিদে বসেই চুক্তি সম্পাদিত হত, মসজিদই ছিল তখনকার সরকার ও সমাজের প্রধান কেন্দ্র। এ ব্যাপারে হাদীছের কিতাব সমূহে অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে।

বিচার ও সাজা

রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদ কেন্দ্রিক শাসন ছিল, তখন মসজিদেই বিচার হত, মসজিদেই সাজা দেওয়া হত, অপরাধীকে ধরে এনে মসজিদেই বেধে রাখা হত। রাসূল সাঃ মসজিদে বিচার করেছেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে লিয়ান করিয়েছেন বলে অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বুখারীতে এ ব্যাপারে আলাদা একটি অনুচ্ছেদই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে। (দেখুনঃ ইফাবা/ বাংলাঃ অনুচ্ছেদঃ ২৮৫ আর হাদীছ ৪১১)

বিনোদন

তখনকার সময়ে অন্যান্য কাজের মত বিনোদনের জন্য মসজিদকেই ব্যবহার করা হত। মসজিদেই কবিতা আবৃতি হত, অনেক খেলাধুলাও মসজিদেই হত। যেমন বর্নিত হয়েছে..

أَنَّ عَائِشَةَ قالَتْ لقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا علَى بَابِ حُجْرَتِي والحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، ورَسولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بردَائِهِ، أنْظُرُ إلى لَعِبِهِمْ. الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري

আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ একদা আমি দেখলাম রাসূল সাঃ আমার কক্ষের দরজায় (দাঁড়িয়ে) আছেন আর হাবাশাহ (আফ্রিকান) লোকজন মসজিদে খেলা করছে। (আমি খেলা দেখতে ইচ্ছা করলে) রাসূল সাঃ উনার গায়ের চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখলেন আর আমি (ইচ্ছামত) খেলা দেখলাম। (বুখারী)

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله ﷺ بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله ﷺ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ وفي رواية البخاري من طريق اُخر: أنهم كانوا يلعبون في المسجد

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেনঃ একদা আফ্রিকান লোকজন মসজিদে রাসূল সাঃ এর সামনে বল্লম নিয়ে খেলা করছিল, এমন সময় উমর রাঃ এলেন এবং তাদের উপর মারার জন্য কংকর তুলে নিলেন, রাসূল সাঃ বললেনঃ উ'মার! তাদেরকে ছেড়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = আজকাল আমাদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়েছে, তাই সরকারের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, সামরিক বিভাগ, ইত্যাদি আলাদা করে এসব পরিচালনার জন্য আলাদা অফিস তৈরি করা হয়েছে। আমি বলছি নাঃ এভাবে আলাদা অফিস তৈরি করা নিষিদ্ধ এবং এসব বাদ দিয়ে সকল কাজ মসজিদে সম্পাদন করতে হবে। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিঃ রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদে এসব কাজ করা হত এবং এখনো করা বৈধ আছে; একথার স্বীকৃতি দিতে।

মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা

ইসলামী সমাজের মূল কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। রাসূল সাঃ এর সময়ে মসজিদ থেকেই দেশ, জাতি ও সমাজ পরিচালিত হত। তখনকার দিনে রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচার, শাসন, সমরনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই মসজিদ থেকে পরিচালিত হত। এমনকি অসহায় পুরুষ ও নারীরা মসজিদে এলে খেতে পারত, থাকতে পারত, আশ্রয় পেত। তাই ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির বিধান মতে..

» মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের
» তবে কেউ চাইলে এককভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজের বাড়িতে বা পাড়ায় নিজস্ব মসজিদ নির্মান ও পরিচালনা করতে পারবে (মসজিদ নির্মান ও পরিচালনার এ দুটি পদ্ধতি বর্তমানে সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে বিদ্যমান আছে)

তবে ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মসজিদ নির্মান ও পরিচালনা করতে চাইলে এর পরিচালক বা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের নিম্নতম যোগ্যতার বর্ননা দিয়েছে আল-কুরআন। তাই মসজিদ কমিটির সদস্য হতে হলে কমপক্ষে এ ৪টি গুনে গুনান্বিত হতে হবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেছেন..

আল্লাহর ঘর মসজিদ কেবল তারাই তা'মীর (নির্মান, সংরক্ষণ, পরিচালনা) করবে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে না। (যারা উল্লেখিত চারটি গুণে গুণান্বিত

হয়ে মাসজিদ নির্মান ও পরিচালনা করবে) তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবার আশা করতে পারে। (তাওবাহঃ ১৮)

জ্ঞাতব্যঃ মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি তিনিই হতে পারবেন যিনি কমপক্ষে চারটি গুণে গুণান্বিত..

» যিনি সঠিক ঈমানের অধিকারী হবেন (সুতরাং কুফর, শিরক, নিফাক বা কবীরাহ গোনায় জড়িত ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)

» যিনি নিয়মিত সালাত কায়েম করেন (সুতরাং বে-নামাযী বা অনিয়মিত নামাযী ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)

» যিনি হিসাব করে যাকাত আদায় করেন (সুতরাং নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না এমন কোনো ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)

» যিনি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করেন না, তথা কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকার মত সাহসী। (সুতরাং যিনি মানুষের ভয়ে, সমাজের ভয়ে বা সরকারের ভয়ে আল্লাহর কোনো বিধান বাদ দিয়ে দেন এমন ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)

উল্লেখিত চারটি গুণের অধিকারী ব্যক্তিই কেবল মাসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারবে। আর যার মাঝে এসব গুণের সমন্বয় থাকবে না তার জন্য মাসজিদ কমিটির সদস্য হওয়া উচিত নয় বা বৈধ নয়। এতে তার লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

বেসরকারী ভাবে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনায় কিছু পরামর্শঃ মনে রাখতে হবে মসজিদ কারো ব্যক্তিগত বা পাঞ্চায়িতী সম্পত্তি নয়। মসজিদ আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহর বিধান মেনেই এটা নির্মান ও পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং..

» উল্লেখিত ৪টি গুনের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এককভাবে বা কমিটি করে মসজিদ নির্মান ও পরিচালনা করবে

» কুফর, শিরক, নিফাক বা কবীরাহ গোনায় জড়িত কোনো ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির সদস্য হিসেবে নেওয়া যাবে না

» তবে মূল কমিটিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুসল্লী কমিটি গঠন করা যাতে পারে। মসজিদের ইমাম ও মুসল্লীবৃন্দ নিয়ে মুসল্লী কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি মসজিদ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে মূল কমিটিকে পরামর্শ দেবে।

» মসজিদের পেশ ইমাম পদাধিকার বলে মুসল্লি কমটির সভাপতি থাকবেন আর নিয়মিত মুসল্লীগণ হবেন এ কমিটির সদস্য।

» ইমাম সাহেব মসজিদে ঘোষনা দিয়ে কমপক্ষে ১ দিনের নোটিশে পরামর্শ সভা আহবান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৯. দুই সালাত একত্রে আদায় করা

প্রারম্ভিক কথাঃ দুনিয়ার জীবনে আমরা নানাজনে নানা পেশায় নানান কাজে নিয়োজিত ও ব্যস্ত থাকি। পেশাগত ব্যস্ততা বা নানান কারনে মাঝে মাঝে সময়মত সালাত আদায় করতে গিয়ে আমাদেরকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন.. একজন ডাক্তার যদি জোহর সালাতের পর ৪/৫ ঘন্টার জন্য অপারেশন থিয়েটারে যায় তখন আসর ও মাগরিব সালাত সময়মত আদায় করা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে ডুবুরী, ট্রেন ড্রাইভার, পাইলট, ইত্যাদি অনেক মানুষকেই মাঝে মাঝে এমন সমস্যায় পড়তে হয়।
ইসলাম যেহেতু সর্বকালীন ও সার্বজনীন, তাই এ ব্যাপারেও সঠিক সমাধান দিয়েছে ইসলাম।

পরিচিতিঃ দুই সালাত একত্রে আদায় করাকে আরবীতে বলা হয় "জাময়ু' বাইনা-স্ব-স্বালাতাইন" আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "জমা বাইনাস সালাতাইন। আর ইংলিশে বলা হয় "কম্বাইন প্রেয়ার"। রাসূল সাঃ উনার সাহাবাদেরকে নিয়ে সফররত অবস্থায় এবং মাসজিদ নববীতেও দুই সালাত একত্রে আদায় করেছেন বলে অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।
উল্লেখ্য নবী হয়ার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল সাঃ (আমার অনুসন্ধান মতে) ৩১টি সফর করেছেন। এর মাঝে..

» ১ টি ছিল তায়েফের দাওয়াতী সফর।
» ১ টি ছিল হিজরতের সফর।
» ১ টি ছিল (হুদাইবিয়ার পরের বছর) উমরার সফর।
» ১ টি ছিল হাজ্জের সফর।
» ২৭ টি ছিল যুদ্ধের সফর।

এর মাঝে প্রথম ২ টি ছাড়া বাকি সকল সফরেই নবী সাঃ এর সঙ্গে অনেক সাহাবী থাকতেন এবং এসব সফরে তিনি জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা এ দুই সালাতকে এক সময়ে একত্রে আদায় করেছেন বলে অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

ما رواه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً

মুয়ায বিন জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তবুক যুদ্ধের সময় আমরা (যখন) নবী সাঃ এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তিনি তখন জোহর ও আসরকে

একসাথে একত্রে আদায় করতেন এবং মাগরিব ও ইশাকে এক সাথে একত্রে আদায় করতেন। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ জমা বাইনা-স-সালাতাইন তথা দুই সালাত একত্রে আদায় করা রাসূল সাঃ থেকে প্রমাণিত একটি বৈধ পদ্ধতি এবং সকল ফিক্বহ মতেই বিষয়টি অনুমোদিত। তবে কোনো কোনো ফাক্বীহর মতে এটা তখনই করা যাবে যখন কোনো উজর বা কারণ বিদ্যমান থাকবে। যেমনঃ সফর, অসুস্থতা, প্রতিকূল আবহাওয়া, ইত্যাদি। আর অনেকের মতে এটা কোনো কারণ ছাড়াই সব সময় সর্বাবস্থায় করা যাবে।

যারা মনে করেন দুই সালাত একত্রে আদায় করার জন্য কোনো কারন বা উজর থাকতে হবে, বিনা কারনে এমনটি করা যাবে না। উনারা দলীল হিসেবে একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.

هذا حديث ضعيف جداً، أخرجه الترمذي وغيره، وفيه راوٍ اسمه: الحسين بن علي بن قيس، وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جداً فلا يجوز الاعتماد عليه من أجل ترك الجمع.

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিনা উজরে দুই সালাতকে একত্রিত করল সে কাবীরাহ গোনাহের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হয়ে গেল। (তিরমিযী)

সূত্রঃ হাদীছটি বর্ননা করার পর ইমাম তিরমিযী লিখেছেনঃ "এ হাদীছে একজন রাওয়ী আছেন হানাশ, যিনি আবু-আলী আল-রাহাবী নামে খ্যাত, উনার আসল নাম হুসাইন বিন ক্বাইস। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে উনি একজন দ্বাইফ রাওয়ী। ইমাম আহমদও উনাকে দ্বাইফ বলেছেন"।

আসলে এ হাদীছটি দ্বাইফ জিদ্দান তথা অতি দুর্বল ও মাতরূক বা অগ্রহনযোগ্য। এর উপর মোটেই ভরসা করা যায় না।

আসলে এ হাদীছটি যে ভুল এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর উপর মিথ্যাচার নিম্নের হাদীছ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে পরিস্কার বুঝা যায়।

কোনো কারন ছাড়াই দুই সালাত একত্রে আদায় করাঃ যেসব ফাক্বীহ বলেছেন কোনো কারণ ছাড়াও দুই সালাত একত্রে আদায় করা যায় উনাদের দলীল হচ্ছে রাসূল সাঃ এবং সাহাবাদের আমল। রাসূল সাঃ নিজেও বিনা উজরে/কোনো কারণ ছাড়াই জমা বাইনা-স-সালাতাইন করেছেন এবং উনার সাহাবাগণও। বর্ণিত হচ্ছে..

في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.

(তাবেয়ী) আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব রাহিঃ বলেনঃ একদা আসর সালাতের পর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ (যিনি তায়েফের গভর্নর ছিলেন) আমাদের সামনে ভাষন শুরু করলেন। সূর্য অস্ত হয়ে গেল, তারকারাজি জ্বলে উঠল (তবুও মাগরিবের সালাত আদায় না করে তিনি বলেই যাচ্ছেন) লোকজন তখন (পরস্পরে গুনগুনিয়ে) বলাবলি করতে লাগল "সালাত, সালাত।"

এমন সময় তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তমিয-লেহাজ না রেখে (উচ্চস্বরে) বলে উঠল "সালাত, সালাত"।

তখন (ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) ইবন আব্বাস রাঃ বললেনঃ তুমি আমাকে সুন্নাহ শিখাচ্ছো? "তোমার মা নেই" (এটা একটা আরবী প্রবাদ। তখনকার আরব সমাজে কোনো মানুষকে মূল্যহীন বা অভদ্র বুঝাতে এমন প্রবাদ ব্যবহার করা হত।) অতঃপর তিনি বললেনঃ "আমি দেখেছিঃ রাসূল সাঃ (কোনো প্রকার ভীতি, বৃষ্টি ও সফর ছাড়াই) জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা সালাতকে একত্রিত করে একসাথে আদায় করেছেন" (তাবেয়ী) শাক্বীক্ব বলেনঃ এতে (আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের এমন কথা শুনে) আমার মনে একটু অস্বস্থিবোধ অনুভুত হল। আমি আবু-হুরাইরাহ রা.র কাছে গিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলাম। তিনিও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের কথার সত্যায়ন করলেন। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে..

لحديث ابن عباس في الصحيحين وصلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً» وزاد مسلم في رواية « من غير خوف ولا سفر» وفي رواية « من غير خوف ولا مطر

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ মদীনাতে (কোনো প্রকার ভীতি ও সফর ছাড়াই) জোহর ও আসর সালাত একত্রে আদায় করেছেন। অতঃপর মাগরিব ও ইশা সালাতও একত্রে আদায় করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় "কোনো প্রকার ভীতি ও সফর ছাড়াই" শব্দটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ "কোনো প্রকার ভীতি ও বৃষ্টি ছাড়াই"।

عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ মাগরিব-ইশা এবং জোহর-আসর (একত্রিত করে এক সাথে) ৭ ও ৮ রাকায়াত সালাত আদায় করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

দুই সালাত একত্রে আদায়ের পদ্ধতিঃ দুই সালাত একত্রে আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে আযান ও ইক্বামাহ দিয়ে জোহর সালাত আদায় করবে। তারপর ইক্বামাহ দিয়ে আসর সালাত আদায় করবে। এভাবে প্রথমে আযান ও ইক্বামাহ দিয়ে মাগরিব সালাত আদায় করবে। তারপর ইক্বামাহ দিয়ে ইশা সালাত আদায় করবে। বর্ণিত হচ্ছে..

لثبوت ذلك عن النبي ﷺ كما في حديث جابر في صفة حج النبي ﷺ قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً إلى أن قال جابر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبِّح بينهما شيئاً» رواه مسلم.

রাসূল সাঃ এর হাজ্জের বর্ণনা দিতে গিয়ে জাবির রাঃ বলেনঃ ..অতঃপর আযান দেওয়া হল এবং পরে ইক্বামাহ দেওয়া হল রাসূল সাঃ তখন জোহর সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার ইক্বামাহ দেওয়া হল এবং রাসূল সাঃ আসর সালাত আদায় করলেন। উভয় সালাতের মধ্যখানে অন্যকোনো সালাত (সুন্নত বা নফল) আদায় করেননি। ...মুজদালিফাতে যাওয়ার পর এভাবেই এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও ইশা সালাত আদায় করলেন, উভয় সালাতের মধ্যখানে কোনো সুন্নত বা নফল সালাত আদায় করেননি। (মুসলিম)

দুই সালাত একত্রে আদায়ের সময়ঃ ৩ সময়ে দুই সালাত একত্রে আদায় করা যায়। যথা..

» জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আসর। এভাবে মাগরিবের ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশা। এ পদ্ধতিকে বলা হয় "জমে তাক্বদিম" তথা অগ্রিম একত্রিকরণ।

» আসরের ওয়াক্তে জোহর ও আসর। এভাবে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশা। এ পদ্ধতিকে বলা হয় "জমে তাখীর" তথা শেষ সময়ে একত্রিকরণ।

» দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে জোহর ও আসর। এভাবে দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে মাগরিব ও ইশা। এ পদ্ধতিকে বলা হয় "জমে স্বূরী" তথা রূপক একত্রিকরণ।

পর্যালোচনাঃ অনেকে মনে করেন; বিনা কারণে দুই সালাত একত্রে আদায় করা বৈধ নয়। দলীল হিসেবে উনারা একটি হাদীছ উপস্থাপন করে থাকেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে..

في الترمذي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قال أبو عيسى : وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এসেছে, ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়াই দুই সালাতকে আকত্রিত করল সে মহাপাপের দরজায় এসে গেলো।

(হাদীছটি বর্ণিনা করার পর ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ এ হাদীছের একজন রাওয়ী "হানাশ" যিনি হলেন আবু-আলী আল-রাহাবী, যার আসল নাম হাসান বিন ক্বাইস, হাদীছ বিশারদগণের কাছে তিনি রাওয়ী হিসেবে দ্বাইফ। ইমাম আহমাদসহ আরো অনেকেই উনাকে দ্বাইফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।) যেহেতু হাদীছটি দ্বাইফ, তাই ফিক্বহের উস্বুল (মূলনীতি) হিসেবে এ হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহনযোগ্য নয়।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ আমাদের মনে রাখতে হবে দুই সালাত একত্রে আদায় করা নবী সাঃ এর সাধারণ অভ্যাস ছিল না। সাধারনত তিনি প্রত্যেক সালাতকে যথা সময়েই আদায় করতেন। যদিও উম্মতের জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিতে তিনি মাঝে মাঝে কখনো কারনে আর কখনো অকারনে দুই সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তাই বিষয়টিকে এভাবেই নিতে হবে, এভাবেই দেখতে হবে এবং এভাবেই মানতে হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, যেন বিষয়টি মানতে গিয়েও আমরা অতি বাড়াবাড়ি না করি আর যেন এর বিরোধিতাও না করি।

অনুচ্ছেদঃ ২০. বিতর সালাত

বিতর পরিচিতিঃ বিতর অর্থ বেজোড়। রাসূল সাঃ রাতের শেষে বেজোড় সালাত আদায় করতেন। এ সালাতকেই বিতর বলা হয়। আমাদের দেশে উচ্চারণকে একটু বিক্রিত করে বলা হয় বিতির সালাত।

বিতর সালাতের বিধানঃ বিতর একটি গুরুত্বপূর্ন সালাত। রাসূল সাঃ বিতর পড়েছেন এবং পড়তে বলেছেন, যা অনেক সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত।

দলীলঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহি (বুখারী ও মুসলিমে বর্নিত) হাদীছ। যা সাহীহ হাদীছের ৭ স্তরের মাঝে সবচেয়ে উন্নত স্তর।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال اجعلوا اٰخر صلاتكم بالليل وترا

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ তোমরা রাতের সর্বশেষ সালাতকে বিতর (বেজোড়) করে নিও। (বুখারীঃ ৯৫৩, বিতর অধ্যায়। মুসলিমেও হাদীছটি বর্নিত হয়েছে)

দলীল বিশ্লেষণঃ হাদীছটি সাহীহ এবং উস্বুলে হাদীছ তথা হাদীছ মানার নীতিমালার আলোকে বিধান প্রমান করার জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট। তাই উম্মতের সবাই হাদীছটি মেনে নিয়ে বিতরের গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন। সবাই একথা মেনে নিয়েছেন যে, ফরজ সালাতের পর বিতর একটি গুরুত্বপূর্ন সালাত। তবে বিতরের ফিক্বহী অবস্থান নির্নয় নিয়ে ফাক্বীহগণের মাঝে দ্বিমত পাওয়া যায়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইমাম আবু-হানীফাহর মতে বিতির ওয়াজিব এবং ইমাম মালিক, শাফিয়ী', আহমাদ রাহিঃ সহ অন্য সকল ইমামের মতে বিতর সুন্নত। আবু-হানীফাহর প্রসিদ্ধ দুই শিষ্য ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃও উনাদের উস্তাদ আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতের বাইরে গিয়ে অন্য সকলের সাথে একাত্বতা পোষণ করে বলেছেনঃ বিতির সুন্নত।

দলীলঃ ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর পক্ষ থেকে বিতর ওয়াজিব হবার দলীল হিসেবে দুটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়। এর একটি হলঃ (الوتر حق) "আল-বিতরু হাক্ব"। ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর অনুসারীরা এখানে "হাক্ব" শব্দের অর্থ করেন ওয়াজিব। আর অন্যরা অর্থ করেন প্রমানিত।

হাদীছের শব্দ বিশ্লেষণঃ আসলে "হাক্ব" শব্দটি সঠিক, প্রমানিত, অধিকার, ইত্যাদি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। '

হাদীছের মান বিশ্লষনঃ এ হাদীছটি বুরাইদাহ রাঃ থেকে বর্নিত হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে "বিতর হাক্ব, যে বিতর করল না সে আমাদের কেউ নয়"। এ হাদীছটি দ্বাইফ। "আল-বিতরু হাক্ব" শব্দ সম্বলিত একটি হাদীছ আবু-আইয়্যুব রাঃ থেকেও বর্নিত হয়েছে। ইমাম ইবনু হিব্বান যাকে সাহীহ বলেছেন।
ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.র পক্ষ থেকে অন্য দলীল দেয়া হয়।

عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي :حديث حسن

আলী বিন আবু-তালিব রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কুরআনের অনুসারীগণ! বিতর পড়। কারনঃ আল্লাহ্ বেজোড়, তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান)
ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.র পক্ষ থেকে অন্য দলীল হিসেবে বলা হয় রাসূল সাঃ সদা বিতর আদায় করেছেন। কখনো ছুটে গেলে সকালে কাজা হিসেবে পড়তেন।

অন্য ইমামগণের দলীলঃ

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي ﷺ بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেছেনঃ আমার খালীল সাঃ আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেনঃ প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখতে, দ্বুহা'র (এক প্রহরের) সালাত আদায় করতে আর ঘুমাবার আগে বিতর পড়তে। (বুখারী ও মুসলিম)
এখানে বিতরকে অন্য দুটি সুন্নাহ আমলের সাথে মিলানো হয়েছে। তাই বিতর ও সুন্নাহ হবে।
এছাড়া সালাতের বিধান সম্বলিত অনেক হাদীছে শুধুই ৫ সালাতের কথা বলা হয়েছে আর এ ছাড়া বাকি সকল সালাতকে তাত্বাওয়্যু' বলা হয়েছে। তাত্বাওয়্যু' অর্থ ঐচ্ছিক। এসব হাদীছের সনদ মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গেছে। তাই পরিষ্কার বুঝা যায় বিতর সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়।

দলীল পর্যালোচনাঃ বিতর সুন্নাহ হবার দলীলসমূহ খুবই শক্তিশালী এবং বিতর ওয়াজিব হবার দলীলসমূহ তুলনা মূলকভাবে এতো উন্নত নয়। আর হয়ত এজন্যই ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.র প্রধান দুই শিষ্য ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃ উনাদের উস্তাদের মতের বাইরে গিয়ে বিতরকে ওয়াজিব না বলে সুন্নাহ বলেছেন।

বিতর সুন্নাহ হবার পক্ষে যৌক্তিক কারন দেখাতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-হিদায়াতে" লিখা হয়েছেঃ কারনঃ বিতরের জন্য আযান দেয়া হয় না এবং বিতর অস্বীকার করা কুফর নয়। আর বিতর ওয়াজিব হবার পক্ষে যৌক্তিক কারন দেখাতে গিয়ে "আল-হিদায়াতে" লিখা হয়েছেঃ কারন এটা ছুটে গেলে কাজা করতে হয়। (দেখুনঃ আল-হিদায়াহ, বিতর অধ্যায়)

বিতর সালাত বসে পড়াঃ যারা বলেন বিতর সালাত ওয়াজিব, উনাদের মতে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও বসে পড়লে বিতর আদায় হবে না। আর যারা বলেছেনঃ "বিতর সুন্নাহ" উনাদের মতে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও বসে বসে পড়লে বিতর আদায় হয়ে যাবে।

বিতর না পড়া বা না মানাঃ ফক্বীহগণের সর্বসম্মত মতে নীতিগতভাবে বিতর সালাতকে অবজ্ঞা করা বা না মানা কুফর নয়। কারন এটা অকাট্য দলীল (دليل قطعي) দ্বারা প্রমানিত নয়। তবে যারা বলেনঃ "বিতর ওয়াজিব" উনাদের মতে বিতর ছেড়ে দিলে পাপ হয়। আর যারা বলেনঃ "বিতর সুন্নাহ" উনাদের মতে বিতর না পড়া পাপ নয় তবে বিতর পড়া প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ, তাই বিতর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

বিতির সালাতের সময়ঃ ইশা সালাতের পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় বিতর পড়তে হয়। এটাই বিতর সালাতের সময়। তবে শেষ রাতে বিতর পড়া উত্তম। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي بصرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إنّ الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء والفجر» رواه أحمد

আবু-বাস্বরাহ (আল-গিফারী) রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি সালাত দান করেছেন। তোমরা ইশা ও ফজরের মধ্যখানে তা আদায় করবে। (আহমাদ, শব্দগত সামান্য পরিবর্তনসহ হাদীছটি কয়েকভাবে বর্নিত হয়েছে। হাদীছটি সাহীহ)

দলীল ও ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ শাইখ আলবানীর তাহক্বিক মতেও হাদীছটি সাহীহ। বিতর সালাতের সময়ের ব্যাপারে এ হাদীছের বিপরীতে আর কোনো হাদীছ নেই। তাই এ নিয়ে কোনো দ্বিমত বা ভিন্নমতের অবকাশ নেই এবং কেউ দ্বিমত করেননি। বরং সকল মাযহাবের সকল ফক্বীহগণ একমত যে, বিতরের সময় হলঃ ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত। তবে রাতের এক তৃতিয়াংশ অতিবাহিত হবার পর বিতর পড়া উত্তম। এ ব্যাপারেও বেশ কয়েকটি হাদীছ বর্নিত হয়েছে।

বিতির সালাত কত রাকায়া'তঃ রাসূল সাঃ সাধারণত রাতের শেষ সালাত বেজোড় পড়তেন। এ বেজোড়ের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। কখনো তিনি ১ রাকায়াত পড়তেন, কখনো ৩, কখনো ৫, কখনো ৭, কখনো ৯ ইত্যাদি। হাদীছে বর্নিত হয়েছে

عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ ﷺ قال الوترُ ركعةٌ من اٰخِرِ اللَّيلِ

ইবন উমার রাঃ থেকে বর্নিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ বিতর হচ্ছে শেষ রাতে এক রাকায়াত। (মুসলিমঃ ৭৫২)

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بثلاثٍ، يَقرأُ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى

ইবন আব্বাস রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ তিন রাকায়াত বিতর পড়তেন। এর ১ম রাকায়াতে পড়তেনঃ সাব্বিহিসমা রাব্বিকা-ল-আ'লা (সূরা আ'লাক্ব) (নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী। হাদীছটি সাহীহ)

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي من الليلِ ثَلاثَ عَشرةَ ركعةً يُوتِرُ من ذلك بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلَّا في اٰخِرِه

আইশাহ রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ রাতে ১৩ রাকায়াত সালাত পড়তেন। এরমাঝে ৫ রাকায়াত বিতর এবং এতে শেষ বৈঠক ছাড়া মাঝে আর বসতেন না। (মুসলিমঃ ৭৩৭)

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: لَمَّا أَسَنَّ رَسولُ اللَّه ﷺ وأَخَذَ اللَّحْمَ صلَّى سَبْعَ رَكَعاتٍ لا يَقْعُدُ إلَّا في اٰخِرِهِنَّ

আইশাহ রাঃ বলেছেনঃ বার্ধক্যে শরীর দুর্বল হয়ে এলে রাসূল সাঃ (রাতে) ৭ রাকায়াত সালাত পড়তেন এবং শেষ বৈঠক ছাড়া মাঝে আর বসতেন না। (নাসায়ীঃ ১৭১৮, হাদীছটি সাহীহ) এভাবে আরো অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আসলে বিতর সালাতের ব্যাপারে হাদিছগুলোর বর্ননা সুস্পষ্ট তবে রাকায়াতের সংখ্যা বর্ননায় হাদীছগুলো অভিন্ন নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। কোনো হাদীছে এক রাকায়া'তের কথা বলা হয়েছে, কোনো হাদীছে তিন, কোনো হাদীছে আরো বেশী। আসলে বিষয়টি ছিল আমাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু এতেও কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

কিন্তু আসলে বিষয়টি ভিন্নমতের নয় বরং আসলে বিষয়টি হচ্ছে মানুষকে সুযোগ দেয়ার, অবকাশ দেয়ার, যাতে করে মানুষ সময় ও সুযোগ অনুযায়ী একটি সংখ্যা পছন্দ করে আদায় করে নিতে পারে। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ইমাম মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ রাহিঃ বিষয়টিকে এভাবেই নিয়েছেন। যেমন..

» মালিকীদের মতে বিতর ১ রাকায়াত পড়লেও হয়ে যায় এবং এরচেয়ে বেশী যে কোনো বেজোড় সংখ্যাও পড়া যায়।

» শাফিয়ী'দের মতে বিতর ১ থেকে ১৩ রাকায়াত পর্যন্ত যে কোনো বেজোড় সংখ্যা পড়া যায়।

» হাম্বলীদের মতে ১ থেকে ১১ রাকায়াত পর্যন্ত যে কোনো বেজোড় সংখ্যায় পড়া যায়। ইমাম আহমাদ বর্ননা করেছেনঃ ইবন আব্বাস, আইশাহ, ইবন উমর, যাইদ বিন খালিদ, গং সাহাবীগণ বিতর ১ রাকায়াত পড়তেন। (মাসাইল ইমাম আহমাদঃ ১/৩৩৫)

» হানাফীদের মতেও ১ রাকায়াত পড়লে বিতর আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে, হানাফী মতে বিতর পড়বে ৩ রাকায়াত।

বিতির সালাতে কুনুত পড়ার বিধানঃ বিতর সালাতে কুনুতের বিধান নিয়ে ফক্বীহগণের মাঝে ভিন্নমত পাওয়া যায়। যেমনঃ শাফিয়ী' ও আহমাদ রাহি.র মতে শুধু রমজান মাসের শেষ অর্ধেকে বিতর সালাতে কুনুত পড়বে।

দলীলঃ হাসান হাদীছ

عن الحسن ان عمر بن الخطاب جمع الناس علي ابي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الا في النصف الباقي فاذا كانت العشر الاواخر تخلف وصلي في بيته فكانوا يقولون ابق ابي. اخرجه ابو داود في كتاب الصلاة باب قنوت في الوتر

হাসান (বাস্বারী রাহিঃ) বলেনঃ উমর বিন খাত্তাব রাঃ লোকজনকে উবাই বিন কায়া'বের পিছনে একত্রিত করে (রমজানে জামায়াতে কিয়ামুল-লাইলের) ব্যবস্থা করে দিলেন। উবাই বিশ রাত লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি (বিতর পড়তেন) কুনুত পড়েননি। শেষ অর্দ্ধেক শুরু হলে তিনি কুনুত পড়তে শুরু করেন। আর শেষ দশকে (ইশার পর) ঘরে চলে যেতেন। লোকজন বলতে লাগলঃ উবাই পালিয়েছে। (আবু-দাউদঃ হাদীছটি সাহীহ নয়। হাসান লি গাইরিহী)

ইমাম মালিক রাহিঃ মতে শুধু রমজান মাসে কুনুত পড়বে।

তবে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.র মতে বিতরে কুনুত আছে এবং তা পুরা বছরই পড়বে।

দলীলঃ দ্বাইফ জিদ্দান হাদীছ

১. আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ বিতরে কিভাবে কুনুত পড়েন তা দেখার জন্য একদা আমি রাসূল সাঃ এর কাছে অবস্থান করলাম। আমি দেখেছি তিনি রুকুর আগে কুনুত পড়েছেন..। (ইবনু আবী-শাইবাহ ও আব্দুর রাজ্জাক হাদীছটি বর্ননা করেছেন। হাদীছটিঃ সাহীহ নয় বরং দ্বাইফ জিদ্দান। দেখুনঃ আল-আহাদীছ ওয়া-ল-আছার ফি কুনুতি-ল-বিতরঃ হাদীছ নঃ ১৯)

২. সুওয়াইদ বিন গা'ফলাহ বলেনঃ আমি শুনেছি আবু-বকর, উমর, উছমান, আলী রা.হুম বলেছেনঃ রাসূল সাঃ বিতরের শেষে কুনুত পড়তেন। এবং উনারাও তাই করতেন। (দার কুত্বনী হাদীছটি বর্ননা করেছেন। তবে এ হাদীছটি মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়, হাদীছটি মাওদ্বু'। দেখুনঃ আল-আহাদীছ ওয়া-ল-আছার ফি কুনুতি-ল-বিতরঃ হাদীছ নঃ ১)

শাইখু-ল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিঃ বিতরে কুনুত সম্পর্কে লিখেছেনঃ এ ব্যাপারে উলামাদের তিনটি মত পাওয়া যায়। যথাঃ

১. বিতর সালাতে কুনুত প্রমানিত নয়।
২. বিতর সালাতে কুনুত আছে তবে শুধু রমজান মাসে
৩. বিতর সালাতে কুনুত আছে এবং সব সময়।

এ তিনটি অভিমত ব্যক্ত করার পর তিনি লিখেছেনঃ আসলে কুনুত মানুষের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন ঐচ্ছিক ব্যাপার বিতরের রাকায়া'ত সংখ্যা এবং (প্রতি দুই রাকায়া'তের পর) বসা বা না বসা। কেউ ইচ্ছা করলে বিতর সালাতে কুনুত পড়তে পারবে আর কেউ চাইলে পড়বে না। (ইসলাম ওয়েবঃ ফতোয়া নঃ ১২১০২৯)

অনুচ্ছেদঃ ২১. তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক) সালাত

আসলে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাতই ফরজ বা আবশ্যক। এ ছাড়া বাকি যত সালাত আছে সবই তাত্বায়্যু' বা ঐচ্ছিক। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

طلحة بن عُبَيدالله قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرَّأس، يُسمع دويُّ صوتِه ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يَسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ خمسُ صلواتٍ في اليوم واللَّيلة، فقال هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أن تَطوَّع، قال رسول الله ﷺ وصيام رمضان، قال هل عليَّ غيرُه؟ قال: لا، إلاَّ أن تَطوَّع قال: وذَكَر رسول الله ﷺ الزكاة قال هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أن تَطوَّع، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أَزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله ﷺ أَفْلحَ إنْ صَدَق؛ (مسلم : باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان

ত্বালহা'হ বিন উবাইদুল্লাহ রাঃ বলেনঃ একদা নাজদের এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর কাছে এল। তার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। (সে দূর থেকেই কথা বলা শুরু করে দিল। ফলে) তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল তবে কথা বুঝা যাচ্ছিল না। কাছে আসার পর বুঝা গেল সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে যাচ্ছে।

রাসূল সাঃ বললেনঃ রাতদিনে ৫ সালাত (কায়েম করবে)

সে বললঃ এ ছাড়া আর কোনো সালাত আবশ্যকীয় আছে কি?

রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তবে তুমি চাইলে তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক হিসেবে) করতে পারবে।

রাসূল সাঃ আরো বললেনঃ আর রামাদ্বানে সিয়াম (রোজা) পালন করবে।

সে বললঃ এছাড়া আর কোনো সিয়াম পালন করতে হবে কি?

রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তবে চাইলে তাত্বায়্যু' (ঐচ্ছিক) হিসেবে পালন করতে পারবে।

রাসূল সাঃ তাকে যাকাতের কথাও বললেন।

সে বললঃ এ ছাড়া আর কোনোকিছু (দান) করতে হবে কি?

রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তবে চাইলে তাত্বায়্যু' (ঐচ্ছিক হিসেবে) করতে পারবে।

তারপর লোকটি চলে গেল। সে বলছিলঃ আল্লাহর কসম! (আপনি যা বলেছেন আমি শুধু তাই করব) এরচেয়ে একটু বেশীও করব না, কমও না। রাসূল সাঃ বললেনঃ সত্য বলে থাকলে সে অবশ্যই সফল হবে। (বুখারী, মুসলিম)

দলীল বিশ্লেষণঃ দৈনিক ৫ বার সালাত আদায়ের কথা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে অনেক আয়াতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীছ এবং মুসলিমদের ধারাবাহিকতা উচ্চ মান সম্পন্ন মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গেছে। মুতাওয়াতির হাদীছ ইসলামী শারীয়া'হর অকাট্য দলীল হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক। তাই এসব হাদীছের বিধান তথা দৈনিক ৫ সালাতের বিষয়টি মেনে নেওয়া ফরজ আর অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর। এতে দ্বিমত করা গ্রহণ যোগ্য নয়। আর কেউ দ্বিমত করেনওনি। সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে দৈনিক ৫ বার সালাত আদায় করা ফরজ তথা প্রতিটি মুসলিমের উপর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ দলীল ও গুরুত্ব বিবেচনায় ফিক্বহ শাস্ত্রে এসব তাত্বাওয়্যু' বা ঐচ্ছিক সালাতকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন.. ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ও নফল। এসবের পরিচিতিসহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের "ডিপ্লমা ইন শারীয়া'হ" কোর্সের ১ম অধ্যায়ে করা হয়েছে। তাই এখানে পরিচিতি বিষয়ক আলোচনা না করে শুধু কোন কোন সালাত ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ও নফল। শুধু এ ব্যাপারে আলোচনা করব। ইন শা-আল্লাহ।

ওয়াজিবঃ মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে ওয়াজিব বলে আলাদা কোনো সালাত নেই, তবে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এর মতে ঈদ সালাত ও বিতর সালাত ওয়াজিব, যদিও উনার প্রধান শিষ্য ইমাম আবু-ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বিতর সালাতকে সুন্নাহ বলেছেন।

সুন্নাহঃ দিনে-রাতে ১২ রাকায়াত সালাত সুন্নাহ। আর তা হচ্ছে.. ফজরে ফরজ সালাতের আগে ২ রাকায়াত, জোহরে ফরজের আগে ৪ আর পরে ২ রাকায়াত, মাগরিবের ফরজ সালাতের পরে ২ রাকায়াত আর ইশার ফরজ সালাতের পরে দুই রাকায়াত। হাদিছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أم حبيبةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعتُ رسول الله ﷺ يقول مَن صلَّى اثنتَي عشرةَ ركعةً في يومٍ وليلةٍ؛ بُنِي له بهن بيتٌ في الجنة؛ رواه مسلم.

উম্মু হাবীবাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি; রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত-দিনে (তাত্বাওয়্যু' হিসেবে) ১২ রাকায়াত সালাত আদায় করবে, এর বদলে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। (মুসলিম)

عن عائشة أم المؤمنين من ثابرَ على ثنتي عشرةَ رَكعةً منَ السُّنَّةِ بنى اللَّهُ لَهُ بيتًا في الجَنَّةِ أربعِ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ ورَكعتينِ بعدَها ورَكعتينِ بعدَ المغربِ ورَكعتينِ بعدَ العشاءِ ورَكعتينِ قبلَ الفجرِ: أخرجه الترمذي (٤١٤) واللفظ له، والنسائي (١٧٩٤) وابن ماجه (١١٤٠)

উম্মু-ল-মুঅমিনীন আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সুন্নাহ হিসেবে (দিন-রাত মিলিয়ে) কষ্ট করে ১২ রাকায়াত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তায়া'লা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। (আর এ ১২ রাকায়া'ত হচ্ছে) জোহরের আগে ৪ রাকায়া'ত ও পরে ২ রাকায়া'ত, মাগরিবের বাদে ২ রাকায়া'ত, ইশার বাদে ২ রাকায়া'ত আর ফজরের আগে ২ রাকায়া'ত। (তিরমিযীঃ ৪১৪, নাসায়ীঃ ১৭৯৪, ইবনু মাজাঃ ১১৪০)

মুস্তাহাবঃ মুস্তাহাব আসলে সুন্নতেরই অংশ, সুন্নাহ ক্বাইমাহ তথা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ থেকে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহকে মুস্তাহাব বলা হয়। যেমন তাহাজ্জুদ সালাত। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কর (তথা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ইবাদাত কর) এটা তোমার জন্য নফল (তথা ঐচ্ছিক আমল।) আশা করতে পারো প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন। (তাহাজ্জুদ অর্থ জেগে উঠা। রাতে ঘুম থেকে জেগে সালাত আদায় করাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়) (১৭ ইসরাঃ ৭৯)

এভাবে সূর্য গ্রহণের সালাত, চন্দ্র গ্রহণের সালাত, দ্বূহা'র সালাত, ইত্যাদি বেশকিছু মুস্তাহাব সালাত আছে এবং এব্যাপারে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে।

নফলঃ ফরজ ও সুন্নাহ ছাড়াও কেউ ইচ্ছা করলে আল্লাহকে খুশী করার জন্য নিজের ইচ্ছামত আরো সালাত আদায় করতে পারবে, এসব আসলে তাত্বাওয়্যু' সালাতেরই অংশ, তবে ফিক্বহি পরিভাষায় এগুলোকে নফল বলা হয়। কোনো নফলেরই সময় বা রাকায়া'ত নির্ধারিত নয়। যার যখন খুশী এবং যত রাকায়া'ত খুশী নফল করতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবেঃ ৩ সময়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ।

অনুচ্ছেদঃ ২২. মাকরূহ সময়

তিন সময়ে সালাত আদায় করা মাকরূহঃ সূর্য উঠার সময়, সূর্য ডুবার সময় আর দুপুরের সময় যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকে। বর্ণিত হচ্ছে..

وروى مسلم عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

উ'ক্ববাহ বিন আ'মির রাঃ থেকে বর্ণিত, ৩ সময়ে সালাত আদায় করতে অথবা মৃতকে দাফন করতে রাসূল সাঃ আমাদেরকে নিষেধ করতেন।

১. যখন সূর্য উদয় শুরু হয়, যতক্ষণ না পরিপূর্ণভাবে উদয় হয়ে যায়।
২. দুপুরের সময় সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর এসে যায়, যতক্ষণ না (পশ্চিম দিকে) ঢলে যায়।
৩. যখন সূর্য ডুবার জন্য ঢলে পড়ে, যতক্ষণ না ডুবে যায়। (মুসলিম)

উল্লেখ্য এ ৩ সময়ে ফরজ/নফল সকল প্রকার সালাতই মাকরূহ এবং কঠিন মাকরূহ।

আর দুই সময়ে শুধু তাত্বাওয়্যু' বা ঐচ্ছিক সালাত মাকরূহ, মানে না পড়া উত্তম তবে পড়লে আদায় হয়ে যাবে। আর এ দুই সময় হচ্ছেঃ আসরের আর ফজরের ফরজ আদায়ের পরে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে..

وروى البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

আবু-সাঈদ খুদরী রাঃ বলেনঃ আমি শুনেছি রাসূল সাঃ বলেছেন ফজরের (ফরজ) সালাতের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত আর কোনো সালাত নেই। আর আসরের (ফরজ) সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোনো সালাত নেই। (বুখারী)

পর্যালোচনাঃ আসরের আর ফজরের ফরজ আদায়ের পরে নফল সালাত মাকরূহ হলেও কঠিন মাকরূহ নহে। কারণ নবী সাঃ এ সময়ে নফল সালাত আদায় করেছেন বলেও হাদীছে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن أم سلمة صلى النبي ﷺ بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر

উম্মু সালামাহ রাঃ বলেনঃ একদা আসরের পর নবী সাঃ দুই রাকায়া'ত সালাত আদায় করলেন এবং বললেনঃ আব্দুল ক্বাইস গোত্রে কিছু মানুষ আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল যে কারনে জোহরের পরের ২ রাকায়া'ত আদায় করতে পারিনি। (তাই এখন আদায় করে নিলাম) (ফাতহুল বারিঃ কিতাবঃ মাওয়াক্বিত)

অনুচ্ছেদঃ ২৩. মুসাফিরের সালাত বা ক্বস্বর সালাত

সফর, মুসাফির ও ক্বস্বর পরিচিতিঃ সফর অর্থ ভ্রমন আর মুসাফির অর্থ ভ্রমনকারী, ফিক্বহের পরিভাষায় সফররত বা ভ্রমনরত ব্যক্তিকে মুসাফির বলা হয়। আর ক্বস্বর অর্থ সংক্ষেপ করা, ইসলামী বিধান মতে সফররত ব্যক্তি জোহর, আসর ও ইশা সালাত ৪ রাকায়া'ত ফরজ এর বদলে ২ রাকায়া'ত করে আদায় করবে, শারীয়া'হর পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ক্বস্বর।

ক্বস্বর সালাতের বিধানঃ সালাতে ক্বস্বর করা শারীয়া'হ অনুমোদিত একটি সুস্পষ্ট বিধান। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

(মুঅমিনগণ!) তোমরা যখন সফরে থাকবে এবং কাফিরদের আক্রমণের আশঙ্কা করবে তখন সালাত ক্বসর (সংক্ষেপ) করে ফেললে তোমাদের কোনো সমস্যা/পাপ হবে না। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৪. নিসাঃ ১০১)

আইন ও বিধানঃ ক্বস্বর অর্থ সংক্ষেপ করা। ৪ রাকায়াত ফরজ সালাতকে ২ রাকায়াত করে আদায় করার নাম ক্বস্বর। সফরে বের হয়ে নিজের শহর ছেড়ে গেলেই ক্বস্বর শুরু হয়ে যায় এবং ফিরে আসা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আল-কুরআনে ক্বস্বরের জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে "কাফিরদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকা"। কিন্তু পরে সফর অবস্থায় সকল পরিস্থিতিতেই ক্বস্বর অব্যহত রাখতে বলেছেন রাসূল সাঃ। বর্ণিত হয়েছে..

وقد روى مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أَمِن الناس فقال عمر عجبت من الذي عجبت منه وسألت النبي ﷺ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

(তাবেয়ী) ইয়া'লা বিন উমাইয়্যাহ রাহিঃ বলেনঃ আমি একদা উ'মার বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আল্লাহ তায়া'লা বললেন "তোমরা যখন কাফিরদের আক্রমণের আশঙ্কা করবে তখন সালাত ক্বসর করলে তোমাদের কোনো সমস্যা/পাপ হবে না"। এখনতো লোকজন নিরাপদ? (এখন আর আক্রমনের ভয় নেই, তাহলে এখন কেন ক্বস্বর করতে হবে?) উ'মার রাঃ বললেনঃ তোমার মনে যেভাবে প্রশ্ন জেগেছে আমার মনেও অনুরূপ প্রশ্ন জেগেছিল আর আমি রাসূল সা.-কে

জিজ্ঞেসও করেছি। তিনি বলেছেনঃ "এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেওয়া অনুদান, তাই তোমরা এটা গ্রহণ করো"। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ক্বস্বর আবশ্যকীয়, না ঐচ্ছিকঃ ক্বস্বর আবশ্যকীয় না ঐচ্ছিক এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে কিছু ভিন্নমতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছু ভিন্নমত পাওয়াও যায়। হানাফী আলিমগণের মতে কসর আবশ্যকীয়। সফরে বের হলে জোহর, আসর ও ইশা সালাত ক্বস্বর হিসেবেই আদায় করতে হবে। তবে মুক্বীম (মুসাফির নয় এমন) ইমামের পিছনে সালাত শুরু করলে ক্বস্বর রহিত হয়ে যায় এবং পূর্ণ সালাত আদায় করতে হয়। আর যদি ইমাম মুসাফির হয় তবে মুসাফির ইমাম ও উনার সঙ্গীরা ২ রাকায়াত আদায় করার পর সালাত সমাপ্ত করবে আর মুক্বীম মুক্বিতাদিগণ নিজে নিজে আরো ২ রাকায়াত পূর্ণ করবে। যারা বলেন ক্বস্বর বাধ্যতামূলক উনাদের দলীল হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزِيْدَ في صلاة الحضر وأُقِرَّت صلاة السفر. متفق عليه

আ'ইশাহ রাঃ বলেছেনঃ প্রথমে সালাত ফরজ করা হয়েছি (প্রতি ওয়াক্তে) দুই দুই রাকায়া'ত করে, পরে মুক্বীম অবস্থায় (রাকায়া'ত) বাড়ানো হয়েছে আর সফর অবস্থায় (রাকায়া'ত না বাড়িয়ে আসল সংখ্যা) ঠিক রাখা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

قول ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم.

ইবন আব্বাস রাঃ বলেছেনঃ মহান আল্লাহ তোমাদের নবীর মাধ্যমে সালাত ফরজ করেছেনঃ মুক্বীম অবস্থায় ৪ রাকায়া'ত, মুসাফির অবস্থায় ২ রাকায়া'ত আর ভীতির অবস্থায় ১ রাকায়াত। (মুসলিম)

আর শাফিয়ী আলিমগণের মতে কসর ঐচ্ছিক, বাধ্যতা মূলক নয়। যারা বলেন ক্বস্বর ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়, উনাদের দলীল হচ্ছে আয়াতের ইঙ্গিত। সুরাহ নিসার যে আয়াতে (১০১) ক্বস্বরের কথা বলা হয়েছে ওখানে ক্বস্বরের জন্য আদেশ করা হয়নি বরং বলা হয়েছে "..ক্বস্বর করলে কোনো সমস্যা/পাপ হবে না" এতে বুঝা যায় ক্বস্বর বাধ্যতামুলক নয় বরং ঐচ্ছিক ব্যাপার।

কতটুকু সফর করলে ক্বস্বর করা হবেঃ আল-কুরআন বা হাদীছে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বনিম্ন মত হচ্ছে ৬ মাইল, অনেকের মতে ২৪ মাইল আর সর্বউচ্চ ৪৮ মাইল এবং এটাই হানাফী আলিমগণের অভিমত অর্থাৎ হানাফী মতে ৪৮ মাইল (৭৭ কিঃ মিঃ) সফরের উদ্দেশ্যে নিজের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই সফর শুরু করবে।

কখন ক্বস্বর বাতিল হবেঃ হানাফী মতে কোনো স্থানে দুই সপ্তাহের বেশী তথা ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে ক্বস্বর বাতিল হয়ে যাবে। আর দুই সপ্তাহ বা এরচেয়ে কম থাকার নিয়ত করলে ক্বস্বর অব্যাহত রাখবে।

আর শাফিয়ী' ও মালিকি মতে ৪দিন থাকার নিয়ত করলেই ক্বস্বর বাতিল হয়ে যাবে। আর ৪দিনের কম নিয়ত করলে ক্বস্বর করবে।

যদি অফিসিয়াল কাজে বা অন্যকোনো কাজে নিজের উপর দায়িত্বশীল কারো সাথে সফরে থাকে এবং কতদিন থাকতে হবে তা জানা না যায় তবে ক্বস্বর অব্যাহত রাখবে। নিজের মালিকানাধীন বাড়ির এলাকায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্বস্বর বাতিল হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদঃ ২৪. জুমুয়া'হ সালাত

জুমুয়া'হ শব্দের শাব্দিক অর্থ একত্র করা, একিভুত করা, জমা করা, ইত্যাদি। সপ্তাহে ৭ দিনের মাঝে একটি দিনের নাম ইয়াওমু-ল-জুমুয়া'হ বা জুমুয়া'হর (জুমার) দিন। জুমার দিনকে আমাদের সমাজে বলা হয় শুক্রবার।

জুমুয়া'হ দিন মুসলিম জাতির সপ্তাহিক সম্মেলনের দিন। জুমুয়া'হ ইসলামী সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও পৌরনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জুমুয়া'হর দিনে শহরের সকল মুসলিম কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জমা হবেন আর শহরের শাসক/প্রশাসক জনতার উদ্দেশ্যে ভাষন দেবেন, দেশের/এলাকার আইনসৃংখলা, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে জনতাকে অবহিত করবেন, প্রয়োজনে সাহায্য চাইবেন আর জনতা এসব শোনে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে, সরকারকে সাহায্য করবে আর এভাবেই সরকার ও জনতার মাঝে তৈরি হবে মজবুত সেতু-বন্ধন। এটাই জুমুয়া'হ দিনের বৈশিষ্ট্য।

জুমুয়া'হর দিনে জোহর সালাতের সময়ে জোহরের বদলে জুমুয়া'হ সালাত আদায় করা হয় এবং জুমুয়া'হর দিনে জুমুয়া'হ সালাতের আযান দেওয়ার পর ব্যবসা-বানিজ্যসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম করা (জুমুয়া'হ আদায় করতে হবে এমনসব শহরের মানুষের জন্য) নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হিয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) জুমুয়া'হর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা (আযান দেয়া) হলে তোমরা আল্লাহর যিকরের (তথা সালাতের) দিকে ছুটে চলবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করবে। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারতে।

আইন ও বিধানঃ জুমুয়া'হর দিনে জুমুয়া'হর আযান দেয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে চলে আসতে হয়। যাদের উপর জুমুয়া'হ ফরজ তাদের জন্য তখন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ জুমুয়া'হর যে আযান খুৎবাহর আগ মুহুর্তে দেয়া হয় এটাই জুমুয়া'হর আসল আযান। রাসূল সাঃ এর সময়ে জুমুয়া'হর জন্য শুধু ওই একটি আযানেরই প্রচলন ছিল। আবু-বাকার রাঃ এবং উমার রাঃর খিলাফত কালেও ওই একই আযানের প্রচলন ছিল।

উছমান রাঃর খিলাফাতের প্রথম দিকেও একটামাত্র আযান ছিল। পরে বাজারের মানুষকে সাবধান করার জন্য আসল আযানের আগে আরো একটি আযানের প্রচলন করা হয়। সুতরাং জুমুয়া'হর আযান বলতে খুতবাহর আগের আযানকেই বুঝানো হয় আর এর আগে যে আযান দেওয়া হয় এটা হচ্ছে দূরের মানুষকে সাবধান করার জন্য অতিরিক্ত আযান।

১০. আর যখন সালাত সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করবে। আর (উপার্জনকালেও) অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করবে (তথা আল্লাহর বিধানের কথা স্মরন রাখবে।) এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (৬২. জুমুয়া'হঃ ৯, ১০)

জুমুয়া'হর খুৎবাহঃ জুমুয়া'হ সালাতের বিশেষত্ব হচ্ছে খুৎবাহ। খুৎবাহ জুমুয়া'হ ও ঈদ সালাতের অতি গুরুত্বপূর্ন অংশ। উপার্জন ও বিনোদন তথা দুনিয়াবী সকল কাজের চেয়েও খুৎবাহ শুনার গুরুত্ব বেশী। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

পটভূমিঃ একদা রাসূল সাঃ জুমুয়া'হর খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বানিজ্য কাফেলা নাকাড়া বাজিয়ে মদীনায় প্রবেশ করল। রাসূল সা.কে খুৎবাহরত অবস্থায় রেখেই লোকজন ওই কাফেলার দিকে ছুটে গেল। বর্ণিত হচ্ছেঃ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেনঃ একদা জুমুয়া'র দিনে একটি কাফেলা এল। আমরা তখন নবী সাঃ এর সঙ্গে (খুৎবাহ শুন) ছিলাম। ১২ জন ছাড়া বাকি সবাই ওই কাফেলার দিকে চলে গেল। এতে নাযিল হলঃ (বুখারীঃ ৪৫৩৫, তাফসীর অধ্যায়)

তারা যখন কোনো বাণিজ্য (কাফেলা) বা তামাশা/বিনোদন দেখতে পায় তখন তোমাকে (খুৎবায়) দাঁড়ানো রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলে দাওঃ আল্লাহর কাছে যা আছে ওটা তামাশা/বিনোদন থেকে অনেক উত্তম এবং বাণিজ্য থেকেও অনেক উত্তম। আর আল্লাহ হলেন সর্বোত্তম রিজকদাতা। (৬২. জুমুয়া'হঃ ১১)

আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবাহঃ খুৎবাহ আরবীতেই দিতে হবে, না অন্য ভাষাবাসী মানুষের সামনে তাদের নিজ নিজ ভাষায় দেবে? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ফলে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মত পাওয়াও যায়। যেমন..

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ জুমুয়া'হর খুৎবাহ আরবীতেই দিতে হবে, না অন্য ভাষায় দিলেও হয়ে যাবে? এ প্রশ্নের জবাবে আল-মাজমু' নামক কিতাবে ইমাম নববী লিখেছেনঃ এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়..

১ম মতঃ জুমুয়া'হ শুদ্ধ হয়ার জন্য একটি শর্ত হচ্ছে খুৎবাহ আরবীতে হওয়া (অর্থাৎ জনতা বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু যায় আসে না খুৎবাহ আরবীতেই হতে হবে। দলীল হচ্ছে কিয়াস) কারনঃ খুৎবাহ ইবাদাতেরই নির্ধারিত অংশ। তাই তাশাহহুদ,

তাকবীর তাহরীমাহ, ইত্যাদির মত আরবীতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়"। আর এটাই জামহূর তথা অধিকাংশ উলামার অভিমত। তবে উনাদের মতে মূল খুৎবাহ আরবীতে হলেও জনতাকে বুঝানোর জন্য (খুতবাহর মধ্যেই) এর অর্থ বলে দেওয়া যাবে। (আল-মাজমুঃ ৪/৫২২)

২য় মতঃ খুৎবাহ আরবীতে হওয়া সালাতের শর্ত নয় বরং আরবীতে বলা উত্তম তবে (জনতাকে বুঝানোর জন্য) আরবী ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষায় খুৎবাহ দেওয়া যাবে। (দলীল কিয়াস) কারণ খুৎবাহ এর উদ্দেশ্য হল মানুষকে উপদেশ দেওয়া। আর যাদেরকে উপদেশ দিলেন তারা যদি না-ই বুঝল তবে এ উপদেশ মূল্যহীন হয়ে যাবে। আর হানাফীদের প্রসিদ্ধ কিতাব ফতোয়ায়ে শামীতে এটাকে আবু-হানীফাহ ও হানাফীদের মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (রাদ্দু-ল-মুহতার ১/৫৪৩) (সূত্রঃ isolam web.net, isolam Q&A)

ঐতিহ্যঃ খুৎবাহর একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে আর তা হলঃ রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ কখনো আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবাহ প্রদান করেছেন বলে কোনো প্রমান পাওয়া যায় না। তবে এর একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। আর তা হলঃ রাসূল সাঃ এর সময়ে যেসব অঞ্চল ইসলামী শাসনের আওতায় এসেছিল এসব অঞ্চলের মানুষের ভাষাই ছিল আরবী তাই রাসূল সাঃ এর সময়ে তিনি নিজে এবং অন্য খতীবগনের আরবীতে খুৎবাহ দেওয়াই স্বাভাবিক। আর সাহাবাগণ যেসব অঞ্চল (মিশর, ইরাক, শাম, ইত্যাদি) দখল করে ইসলামী খিলাফতের অধীনে এনেছিলেন এসব অঞ্চলের আমজনতা তখন মুসলিম ছিল না। তাই মুসলিম সেনা অফিসারদেরকেই তখন শাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর ইসলামী সমাজনীতিতে যেহেতু "শাসকগনই ইমাম হন" তাই উনারা আরবীতেই খুৎবাহ দিয়েছেন। পরে স্থানীয় মানুষ আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহন করেছে এবং তারা নিজেদের সংস্কার, সংস্কৃতি, এমনি ভাষা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে ইসলামী সংস্কার, সংস্কৃতি এবং আরবী ভাষাকে আপন করে নিয়েছে, তাইতো এখন এসব অঞ্চল এবং এর জনগণ আরব হিসেবেই পরিচিত।

খুতবাহর কিছু আদাবঃ এগুলো আবশ্যিক নয় তবে করা ভালো

» দাঁড়ানো আবস্থায় খুতবাহ দেওয়া
» খুৎবাতে আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর সালাত পাঠ করা
» দুই খুৎবাহর মধ্যখানে বসা
» অতি সামান্য হলেও কুরআন থেকে পাঠ করা
» উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে উপদেশ দেওয়া
» সবার জন্য দোয়া করা
» যিনি খুৎবাহ দেবেন তাকেই ইমামত করা, যদিও অন্য কেউ করলেও সালাত হয়ে যাবে

» খুৎবাহরত অবস্থায় লাঠি বা অন্য কিছুর উপর টেক না দেওয়া (তবে প্রয়োজনে দিলে সমস্যা হবে না)

» বিজীত অঞ্চলে খুৎবাহ পাঠ করার সময় কাধে অস্ত্র ঝুলাইয়া রাখিবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরীঃ বাঙ্গলা ১ম খন্ডঃ পৃঃ ২৭২-২৭৩)

জুমুয়া'হর ফিক্বহী বিধানঃ ইতিহাস থেকে জানা যায়; মক্কাতে থাকাকালীন অবস্থায় রাসূল সাঃ জুমুয়া'হ সালাত আদায় করেননি বরং মদীনাতে যাওয়ার পর জুমুয়া'হ শুরু করেছেন আর মদীনাহর পর প্রথম জুমুয়া'হ হয়েছে বাহরাইনে। রাসূল সাঃ বেশ কিছু বিষয়ে জুমুয়া'হ সালাতকে অন্যান্য সালাত থেকে একটু আলাদা করে আদায় করেছেন। তাই জুমুয়া'হ সালাত ওয়াজিব হওয়ার ও আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ফাক্বীহগণ কিছু বিষয়াদিকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেওয়া হল..

শর্তঃ ১. ওয়াক্ত বা সময় নির্ধারণঃ জুমুয়া'হ সালাত আদায়ের অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে ওয়াক্ত বা সময় নির্ধারন। নির্ধারিত সময়েই জুমুয়া'হ আদায় করতে হবে, সময়ের আগে বা পরে আদায় করলে জুমুয়া'হ আদায় হবে না। জুমুয়া'হ আদায়ের সময় নিয়ে ফাক্বীহগণের মাঝে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা..

অভিমতঃ ১. জোহরের সময়। জুমুয়া'হ সালাত রাসূল সাঃ সাধারনত জোহরের ওয়াক্তেই আদায় করতেন। তাই হানাফী, শাফিয়ী' ও মালিকীদের মতে জোহরের সময়ই জুমুয়া'হ আদায়ের সঠিক সময়।

অভিমতঃ ২. তবে হাম্বলীদের মতে সূর্য উঠার পর থেকেই জুমুয়া'হ সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। যদিও দুপুরের পর আদায় করাই উত্তম।

শর্তঃ ২. জুমুয়া'হ আদায়ের স্থানঃ হানাফীদের মতে শুধু শহরেই জুমুয়া'হ ওয়াজিব হবে এবং আদায় হবে। শহর ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে জুমুয়া'হ ওয়াজিব হবে না এবং আদায় করলেও আদায় হবে না। আর শহর বলতে উনারা বুঝিয়ে থাকেন যেখানে মানুষের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা আছে, যেখানে শাসক বা প্রশাসক ও বিচারক বিদ্যমান থাকেন অর্থাৎ যেখানে প্রশাসনিক কার্যালয় ও বিচারিক আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইসলামী আইন মেনে বিচার ও শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তবে উনাদের মতে উপশহরে এবং শহর লাঘোয়া গ্রামেও জুমুয়া'হ আদায় করা যাবে।

শাফিয়ীদের মতে যেখানে স্থায়ীভাবে পাকা ঘরবাড়ী তৈরি করে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা আছে এখানেই জুমুয়া'হ আদায় করা যাবে।

মালিকী মতে পাকা হউক বা কাচা যেখানে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা আছে এখানেই জুমুয়া'হ আদায় করা যাবে।

আর হাম্বলীদের মতে শহক হউক বা গ্রাম অথবা বিরান-ভূমি বা জঙ্গল সবখানেই জুমুয়া'হ আদায় করা যাবে।

শর্তঃ ৩. প্রশাসনের অনুমোদনঃ হানাফীদের মতে জুমুয়া'হ আদায়ের আরো একটি শর্ত হচ্ছে শাসকের অনুমোদন থাকা। উনাদের মতে প্রশাসনের অনুমোদন ব্যতীত জুমুয়া'হ আদায় করা যাবে না। মালিকীদের মতে প্রশাসনের অনুমোদন লওয়া উত্তম তবে অনুমোদন ছাড়াও জুমুয়া'হ আদায় করা যাবে। আর অন্য ফিক্বহে এব্যাপারে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ করা হয়নি।

শর্তঃ ৪. ইক্বামাহ বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়াঃ জুমুয়া'হ ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে ইক্বামাহ বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া, মুসাফীরের উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয় না। তবে মুসাফির চাইলে জুমুয়াহ আদায় করতে পারবে এবং সে আদায় করলে হয়ে যাবে তখন আর জোহর সালাত আদায় করতে হবে না।

শর্তঃ ৫. পুরুষ হওয়াঃ জুমুয়া'হ ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে পুরুষ হওয়া, নারীর উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয় না। তবে নারী চাইলে জুমুয়াহ আদায় করতে পারবে এবং সে আদায় করলে হয়ে যাবে তখন আর জোহর সালাত আদায় করতে হবে না।

শর্তঃ ৬. স্বাধীন হওয়াঃ জুমুয়া'হ ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে স্বাধীন হওয়া, দাস বা পরাধীন ব্যক্তির উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয় না। তবে দাস চাইলে মালিকের অনুমতি নিয়ে জুমুয়াহ আদায় করতে পারবে এবং সে আদায় করলে হয়ে যাবে তখন আর জোহর সালাত আদায় করতে হবে না।

শর্তঃ ৭. সুস্থ হওয়াঃ জুমুয়া'হ ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে সুস্থ হওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয় না। তবে সে চাইলে জুমুয়াহ আদায় করতে পারবে এবং সে আদায় করলে হয়ে যাবে তখন আর জোহর সালাত আদায় করতে হবে না।

শর্তঃ ৮. নিরাপত্তাঃ জুমুয়া'হ ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে নিরাপত্তা, জীবন বা স্বাস্থ ঝুকি আছে এমন নিরাপত্তাহীন কারো উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয় না। তবে সে আদায় করলে হয়ে যাবে তখন আর জোহর সালাত আদায় করতে হবে না।

শর্তঃ ৯. খুৎবাহঃ জুমুয়া'হ সাহীহ হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে খুৎবাহ, সালাতের আগে খুৎবাহ না দিলে জুমুয়া'হ সাহীহ হবে না।

শর্তঃ ১০. জামায়া'হঃ জুমুয়া'হ সাহীহ হওয়ার জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে জামায়া'হ, জামায়া'হ (জমাত) ব্যতীত একা একা জুমুয়া'হ সালাত আদায় করলে এটা সাহীহ হবে না। জুমুয়া'হ জামায়া'তে সর্বনিম্ন কতলোক থাকতে হবে এ নিয়েও কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়..

অভিমতঃ ১. শাফিয়ী' ও হাম্বলীদের মতে যাদের উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয়েছে কমপক্ষে এমন ৪০ জন পুরুষলোক জামায়া'তে শামিল থাকতে হবে। এরচেয়ে কম হলে জুমুয়া'হ সাহীহ হবে না।

অভিমতঃ ২. মালিকীদের মতে যাদের উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব হয়েছে কমপক্ষে এমন ১২ জন পুরুষলোক জামায়া'তে শামিল থাকতে হবে। এরচেয়ে কম হলে জুমুয়া'হ সাহীহ হবে না।

অভিমতঃ ৩. হানাফীদের মতে ইমামের সাথে কমপক্ষে আরো ৩ ব্যক্তি জামায়া'তে শামিল থাকতে হবে। এরচেয়ে কম হলে জুমুয়া'হ সাহীহ হবে না।

শর্তঃ ১১. একতা বজায় রাখাঃ শহরের মানুষের মাঝে একতা বজায় রাখা এবং বিনা প্রয়োজনে একই শহরে একাধিন স্থানে জুমুয়া'হ আদায় না করা। কারণ জুমুয়া'হ সালাতের মূল উদ্দেশ্য শহরের মানুষের জমায়েত। সবাই যদি নিজ নিজ মসজিদে জুমুয়া'হ আদায় করে নেয় তবে মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাই বিনা প্রয়োজনে এমনটি করা যাবে না।

শর্তঃ ১২. সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাঃ জুমুয়া'হ সালাত সাহীহ হয়ার জন্য হানাফী মাযহাবের আরোপ করা আরো একটি শর্ত হচ্ছে যে মসজিদে জুমুয়া'হ আদায় করা হবে সেখানে (সকল মযহব, মসলক, মিনহাজ ও দল, সকল বর্ণ ও সকল লিঙ্গের মুসলিমদের) প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। (উল্লেখিত সকল তথ্য "ইসলামওয়েব.নেট" থেকে নেওয়া হয়েছে)

জুমুয়া'দ সালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ ইমাম সাহেব মিম্বরে চলে এলে একজন আযান দেবে, ইমাম সাহেব দাড়িয়ে খুৎবাহ (জনতার উদ্দেশ্য ভাষন) দেবেন। তারপর সাধারণ নিয়মে দুই রাকায়াত ফরজ সালাত আদায় করবেন এবং এ সালাতে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করবেন।

জুমুয়া'হ সালাতের আগে ও পরে সুন্নাহ সালাতঃ জুমুয়া'হ সালাতের আগে নির্ধারিত কোনো সুন্নাহ সালাত নেই, তবে কেউ চাইলে খুৎবাহ শুরুর আগে যত রাকায়াত ইচ্ছা ঐচ্ছিক সালাত আদায় করতে পারবে অথবা তিলাওয়াত করতে পারবে অথবা বসে থাকতে পারবে। খুৎবাহ শুরু হয়ে গেলে আর কোনো সালাত বা তিলাওয়াত না করে খুৎবাহ শুনতে হবে। তবে যে বা যারা খুৎবাহরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে তাদের জন্য দুই রাকায়াত অনুমোদিত বলে হাদীছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আর জুমুয়া'হ সালাতের পর কেউ ইচ্ছা করলে দুই রাকায়াত বা ৪ রাকায়া'ত সালাত সুন্নাহ হিসেবে আদায় করতে পারবে। কারণ হাদীছে এর প্রমান পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদঃ ২৫. ঈদ সালাত

ঈদ অর্থ আনন্দ করা, উৎসব করা। ঈদ মুসলিম জাতির জাতীয় উৎসব। ঈদ ব্যতীত জাতীয়ভাবে আর কোনো উৎসব করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ যখন মদীনাহ এলেন, মদীনাহর (সংস্কৃতি হিসেবে) লোকজন তখন বিশেষ দুই দিনে উৎসব করত। নবী সাঃ জিজ্ঞেস করলেনঃ এ দুই দিনের বৈশিষ্ট্য কী? তারা বললঃ জাহেলী (কুফরী) যুগ থেকেই আমরা এতে খেলাধুলা ও উৎসব করে আসছি (এছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই) নবী সাঃ বললেনঃ মহান আল্লাহ এ দুই দিন বদল করে এরচেয়ে উত্তম দুটি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। আর তা হলঃ ঈদ আল-আদ্বহা ও ঈদ আল-ফিতর। (আবু-দাউদ, নাসায়ী। হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ রাসূল সাঃ ঈদ সালাত দুই রাকায়াত পড়েছেন বলে অনেক হাদীছে উল্লেখ আছে। তবে ঈদ সালাতের ফিক্বহী অবস্থান নির্নয়ে ইমামগণের মাঝে ৩টি ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।

অভিমতঃ ১. ঈদ সালাত সুন্নাহঃ এটা হল ইমাম মালিক রাহিঃ-র অভিমত। ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ থেকেও এমন একটি অভিমত পাওয়া যায়।

অভিমতঃ ২. ঈদ সালাত ফরজে কিফায়াহ। এটি ইমাম আহমদ রাহিঃ-র অভিমত। ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ থেকেও এমন একটি অভিমত পাওয়া যায়।

অভিমতঃ ৩. ঈদ সালাত ওয়াজিব। এটা হচ্ছে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ-র অভিমত।

ঈদের দিনে আনন্দ উৎসব, খেলাধুলা ও গানঃ ঈদ আনন্দ উৎসবের দিন। উৎসবের দিনে খেলাধুলা করা, আনন্দ করা, উৎসব করা, গান করা মানুষের স্বভাবজাত ঐতিহ্য। কিছু মানুষ এসব করে আনন্দ পায়, মজা পায়। রাসূল সাঃ এর সময়েও এমনটি করা হত এবং তিনি এসবের অনুমোদন দিয়েছেন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ ﷺ وعِندِي جارِيَتانِ تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ، فاضْطَجَعَ علَى الفِراشِ، وحَوَّلَ وجْهَهُ، ودَخَلَ أبو بَكْرٍ، فانْتَهَرَنِي وقالَ: مِزْمارَةُ الشَّيْطانِ عِنْدَ النبيِّ ﷺ فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ ﷺ فقالَ: دَعْهُما، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا، وكانَ يَومَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النبيَّ ﷺ وإِمَّا قالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، فأقامَنِي وراءَهُ، خَدِّي علَى خَدِّهِ، وهو يقولُ: دُونَكُمْ يا بَنِي أرْفِدَةَ. حتَّى إذا مَلِلْتُ، قالَ: حَسْبُكِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فاذْهَبِي.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : ٩٤٩
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٨٩٢)

আ'ইশাহ রাঃ বলেছেনঃ একদা (ঈদের দিন) রাসূল সাঃ আমার ঘরে এলেন। আমার কাছে তখন দুটি (আনসারী) বালিকা যুদ্ধের বিষয়াদি নিয়ে গান করছিল। নবী সাঃ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিছানার শোয়ে পড়লেন। একটু পর আবু-বকর এলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেনঃ নবীর সামনে শয়তানের বাশি..!? রাসূল সাঃ তখন মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ আবু-বকর! তাদের ছেড়ে দাও। (অন্য বর্ণনা মতে আবু-বকর! প্রতিটি জাতিরই উৎসব আছে আর এটা হল আমাদের উৎসব) তিনি অন্যমনস্ক হলে আমি চুখ দিয়ে ইশারা করলাম, বালিকারা চলে গেল। (অন্য বর্ণনামতে উমর (রাঃ)-র আগমন টের পেয়ে বালিকারা পালিয়ে ছিল) সেদিন ছিল ঈদের দিন।

এক সময় সুদানীরা (আফ্রিকান লোকেরা) ঢাল ও সুড়কি দিয়ে (অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে মসজিদে) খেলা করছিল। (আমার পুরা মনে নেই) আমি নবী সা.কে বলেছিলাম, নাকি তিনি আমাকে বলেছেনঃ তুমি কী খেলা দেখতে চাও? আমি বললামঃ অবশ্যই..। তিনি তখন (দরজায় দাড়িয়ে) আমাকে তার পিছনে দাড় করালেন, আমার গাল তখন উনার গালের উপর ছিল। (মাঝে মাঝে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে) তিনি বলতেনঃ আরফিদাহর সন্তানরা! চালিয়ে যাও! (খেলা দেখতে দেখতে এক সময়) আমি তৃপ্ত হয়ে গেলাম (অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ আমি যতক্ষণ দেখতে চেয়েছি তিনি আমাকে দেখিয়েছেন। আর জানোইতো আমি তখন কিশোরী, খেলা দেখতে কেমন পছন্দ করি) এক সময় জিজ্ঞেস করলেনঃ হয়েছে? আমি বললামঃ জী..। তিনি বললেনঃ তাহলে এখন চলে যাও। (বুখারীঃ ৯৪৯, মুসলিমঃ ৮৯২)

ঈদের দিনে রোজা রাখা নিষেধঃ ঈদ আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। আর খেলাধুলা, বিনোদন ও পানাহার হচ্ছে আনন্দ-উৎসবের মূল বিষয়। তাই দুই ঈদের দিন এবং কুরবানীর ঈদের পর আরো ৩দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন রাসূল সাঃ। তাই ফিক্বহি বিধানমতে বছরের ৫দিন রোজা রাখা মাকরূহ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم العيد فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما، يوم فطرِكم من صياكم، والاخر يوم تأكلون فيه من نُسُكِكم.

সাহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছেঃ একদা ঈদের দিনে উ'মার রাঃ ঈদ সালাত আদায় করলেন তারপর খুৎবাহ দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বললেনঃ ঈদের দুই দিনে রোজা রাখতে রাসূল সাঃ নিষেধ করেছেন। আর অন্য দিনে (তথা তাশরিকের দিনেও) কারণ এসব দিন তোমাদের কুরবানীর মাংস খাওয়ার জন্য।

روى مسلم (١١٤١) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.

নুবাইশাহ আল-হুযালী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে খানা-পিনা (তথা আনন্দ-উৎসব) ও আল্লাহর যিকর (জামারাতে পাথর মারা ও তাকবীরে তাশরিক) এর দিন। (মুসলিমঃ ১১৪১)

তবে কিছু মানুষের জন্য তাশরিকের দিনেও রোজা রাখা অনুমোদিত। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

باب صيام أيام التشريق

١٩٩٦-- وقال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيى عن هشامٍ قال: أخبرني أبي: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى، وكان أبوها يصومها.

١٩٩٧-- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت عبدالله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي.

١٩٩٩-- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهابٍ، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا، ولم يصم، صام أيام منى

১৯৯৬. আ'ইশাহ রাঃ তাশরিকের দিন মিনাতে রোজা রাখতেন এবং উনার পিতাও ঐ দিন রোজা রাখতেন।

১৯৯৭. আ'ইশাহ এবং ইবনু উ'মার রাঃ থেকে বর্ণিত, উনারা উভয়েই বলেছেনঃ তাশরিকের দিনগুলোতে রোজা রাখতে শুধু তাদেরকেই অনুমোতি দেওয়া হয়েছিল যারা (তামাত্তু বা ক্বিরান হাজ্জ করেছেন কিন্তু) হাদী দেওয়ার মত পশুর ব্যবস্থা করতে পারেননি। (উভয় হাদীছই বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে)

(উল্লেখ্য তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জ করলে পশু কুরবানী করতে হয়। আর এ কুরবানীকে হাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় কুরবানীর ব্যবস্থা করতে না পারলে ১০টা রোজা রাখতে হয়। আর

ওইসব মানুষের জন্য তাশরিকের দিনে রোজা রাখা অনুমোদিত এবং আ'ইশাহ রাঃ এহিসেবেই রোজা রেখেছেন)

১৯৯৯. আব্দুল্লাহ বিন উ'মার রাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (হাজ্জ মৌসুমে) আরাফাতের দিন পর্যন্ত উমরাহ করে হাজ্জ ও উমরাহকে একত্র করে সুযোগ নিল (তথা তামাত্তু বা ক্বিরান হাজ্জ করল) আর হাদী (কুরবানী) এর ব্যবস্থা করতে পারেনি অথবা (কুরবানীর বদলে) রোজাও রাখেনি সে মিনায় অবস্থানকালে (তথা তাশরিকের দিনেও) রোজা রাখবে। (বুখারী)

উল্লেখ্য শাওয়্যাল, যু-ল-ক্বাইদাহ ও যু-ল-হিজ্জাহ এ তিন মাসকে বলা হয় হাজ্জ মৌসুম। হাজ্জ মৌসুমে আরাফাত দিবসের আগে উমরাহ করলে একে বলা হয় উমরার সুবিধা নেওয়া। হাজ্জ মৌসুমে দুই ভাবে উমরার সুবিধা নেওয়া যায়ঃ

(১) হাজ্জ মৌসুমে প্রথমে ইহরাম করে উমরাহ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাওয়া তারপর হাজ্জের জন্য আলাদা ইহরাম করে হাজ্জ করা। এরনাম তামাত্তু' হাজ্জ।

(২) হাজ্জ মৌসুমে একই ইহরামে প্রথমে উমরাহ করা তারপর হালাল না হয়ে ইহরাম বজায় রাখা এবং একই ইহরামে হাজ্জ সম্পন্ন করা। এরনাম ক্বিরান হাজ্জ।

তামাত্তু বা ক্বিরান হাজ্জে যেহেতু উমরাহর জন্য আলাদা সুবিধা নেওয়া হয়েছে তাই কুরবানী করার বিধান দেওয়া হয়েছে। কোনো কারনে এ কুরবানি করতে অক্ষম হলে ১০টা রোজা রাখতে হয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন সূরা বাক্বারাহঃ ১৯৬)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ তাশরিকের দিনগুলোতে রোজা রাখার বৈধতা নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ৩টি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন..

অভিমতঃ ১. এদিনগুলোতে রোজা রাখা বৈধ নয়। এটা হচ্ছে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ-র অভিমত। ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ থেকেও এমন একটি মত পাওয়া যায়।

অভিমতঃ ২. এ দিনগুলোতে সকল প্রকার রোজা রাখা বৈধ, এমনকি নফল রোজাও বৈধ (যদিও মাকরূহ) যুবাইর ইবনু আওয়্যাম, আব্দুল্লাহ বিন উ'মার এবং ইবনু সিরীন থেকে এমতটি বর্ননা করেছেন ইবনু মুনযির রাহি.।

অভিমতঃ ৩. এদিন গুলোতে রোজা রাখা শুধু তাদের জন্যই বৈধ যারা তামাত্তু বা ক্বিরান হাজ্জ করেছে এবং কুরবানীর ব্যবস্থা করতে পারেনি। এটা হচ্ছে ইমাম মালিক, ইমাম ইসহাক্ব, আওযায়ী' রাহিঃ-র অভিমত। ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ থেকেও এমন একটি মত পাওয়া যায়।

ঈদের দিনের সৌন্দর্যঃ ঈদের দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা তথা সাজসজ্জা করা যায় এবং একে অপরকে সুন্দর পোশাক উপহার দেওয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فأَتَى بهَا رَسولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ ابْتَعْ هذِه الحُلَّةَ، فَتَجَمَّلْ بهَا لِلْعِيدِ وِلِلْوُفُودِ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ إنَّما هذِه لِبَاسُ مَن لا خَلَاقَ له، أوْ إنَّما يَلْبَسُ هذِه مَن لا خَلَاقَ له فَلَبِثَ ما شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ النبيُّ ﷺ بجُبَّةِ دِيبَاجٍ فأقْبَلَ بهَا عُمَرُ حتَّى أتَى بهَا رَسولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، قُلْتَ إنَّما هذِه لِبَاسُ مَن لا خَلَاقَ له أوْ إنَّما يَلْبَسُ هذِه مَن لا خَلَاقَ له، ثُمَّ أرْسَلْتَ إلَيَّ بهذِه، فَقَالَ: تَبِيعُهَا أوْ تُصِيبُ بهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : ٣٠٥٤
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (٣٠٥٤)، ومسلم (٢٠٦٨)

ইবনু উমর রাঃ বলেনঃ উমর রাঃ একদা বাজারে একটি "হিল্লাহ ইস্তিবরাক্ব" (কারুকার্য করা জুব্বা /মোটা রেশমের পোশাক) পেয়ে কিনে আনলেন এবং এটা নিয়ে রাসূল সাঃ এর কাছে গিয়ে বললেনঃ এ জুব্বাটি আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি। আপনি ঈদের জন্য এবং বিশেষ প্রতিনিধিদের জন্য এটা পরিধান করবেন।
রাসূল সাঃ বললেনঃ এ পোশাকটি ওইব্যক্তির জন্য যার কোনো গতি নেই। (অর্থাৎ রাসূল সাঃ পোশাকটি গ্রহন করলেন না) তাই উমর রাঃ পোশাকটিকে নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং ততদিন রাখলেন যতদিন আল্লাহ চাইলেন (এটা হচ্ছে সাহাবাদের কথা বলার ধরণ। অনেক বিষয়েই উনারা নির্ধারিত সংখ্যা না বলে এভাবে বলতেন)
পরে একদা রাসূল সাঃ (উপহার হিসেবে) উমর রা.র কাছে একটি রেশিমী জুব্বা পাঠালেন। উমর রাঃ জুব্বাটি নিয়ে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি (ওইদিন এমন পোশাক গ্রহন না করে) বলেছিলেনঃ "এ পোশাক ওইব্যক্তির জন্য যার কোনো গতি নেই"। আর আজ এমন একটি পোশাক আমাকে পাঠালেন? রাসূল সাঃ বললেনঃ "তুমি এটা বিক্রি করে দিতে পারবে অথবা অন্য কোনো কাজে লাগাতে পারবে"। (বুখারীঃ ৯৪৮, মুসলিমঃ ২০৬৮)

উন্মুক্ত ময়দানে ঈদ সালাতঃ ঈদ সালাতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে উন্মুক্ত ময়দান। রাসূল সাঃ এর সময়ে কোনো প্রকার পার্টিশন ছাড়াই পুরুষ ও নারীরা একত্রে উন্মুক্ত ময়দানে ঈদ সালাত আদায় করতেন। পরবর্তী খালীফাহদের শাসনামলেও এ নিয়ম বলবত ছিল। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বলেনঃ ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আদ্বহার দিনে রাসূল সাঃ "মুস্বাল্লা" (ঈদ সালাতের জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত ময়দান/ঈদগাহ) তে যেতেন এবং সর্ব প্রথম যা দিয়ে শুরু করতেন সেটা হল সালাত। অতঃপর মানুষের দিকে ফিরে দাড়াতেন। লোকজন তখন লাইন ধরে বসে থাকত। তিনি মানুষের সামনে বক্তৃতা দিতেন, তাদেরকে উপদেশ দিতেন, আদেশ দিতেন, কোনো অভিযানের জন্য বাহিনী ঠিক করতে চাইলে করে নিতেন অথবা বিশেষ কোনো আদেশ জারি করতে চাইলে করে ফেলতেন। তারপর চলে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = ঈদ সালাত মসজিদেও আদায় করা যায়।

ঈদ সালাতে নারীদের অংশ গ্রহনঃ রাসূল সাঃ এর সময়ে পুরুষ, নারী, শিশু, সবাই ঈদ সালাতে অংশ গ্রহন করতেন এবং কোনো প্রকার পার্টিশন ছাড়াই উন্মুক্ত ময়দানে একত্রে ঈদ সালাত আদায় করতেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وفي الصحيحن عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها

(কায়া'ব বিন মালিক রা.র মেয়ে) উম্মু আ'ত্বিয়্যাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ আমাদেরকে আদেশ দিয়ে ছিলেনঃ যেন আওয়াতিক্ব (কিশোরী, কুমারী, অবিবাহিত তরুণী) ঋতুবতী, যাওয়াতি-ল-খুদূর (ঘরে অবস্থানকারী নারী, যারা সচরাচর বাইরে বের হয় না) তথা আমরা যেন এদের সবাইকে বের করে ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আদ্বহার জন্য (ঈদ সালাতের জন্য উন্মুক্ত স্থানে/ঈদগাহে) নিয়ে যাই। তবে ঋতুবতীরা সালাতে অংশ গ্রহণ করবে না তারা (খুৎবাহ শোনা, দান-খয়রাত করাসহ অন্যান্য) কল্যাণকর বিষয়াদি আর মুসলিমদের দোয়ায় (উল্লেখ্য ২য় খুৎবাহ হচ্ছে ঈদ সালাতের পর করনীয় সম্মিলিত দোয়া) শরীক হবে। (উম্মু আ'ত্বিয়্যাহ রাঃ বলেন) আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একবোনের জিলবাব (মাথা ঢাকার ওড়না) নাই। (সে কী করবে?) তিনি বললেনঃ অন্য কোনো বোন তার জিলবাবে যেন একে শামিল করে নেয়। (মানে দুই নারী এক ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে হলেও ঈদ সালাতে শামিল হবে) (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে..

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله ﷺ لصلى قبل الخطبة قال: ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن، ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص، والشيء

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বলেনঃ "আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল সাঃ (ঈদের দিনে) খুৎবাহর আগে সালাত আদায় করতেন তারপর খুৎবাহ দিতেন। একদা তিনি লক্ষ্য করলেনঃ মহিলারা খুৎবাহ শোনতে পারছে না। (কারণ রাসূল সাঃ এর সময়ে পুরুষ, নারী, শিশু, সবাই ঈদ সালাতে অংশ গ্রহন করতেন এবং কোনো প্রকার পার্টিশন ছাড়াই উন্মুক্ত ময়দানে একত্রে ঈদ সালাত আদায় করতেন। প্রথমে থাকত পুরুষদের জায়গা, তারপর বালকদের, তারপর মহিলাদের। আর তখন সারা মদীনাহ ও আশপাশ মিলে একটাই ঈদ জামায়া'ত হত এবং এতে অনেক লোক সমাগম হত, তাই দূর থাকার কারণে মহিলাগণ খুৎবাহ শোনতে পারেননি। খুৎবাহ সমাপ্ত করার) পরে রাসূল সাঃ মহিলাদের কাছে এলেন, উনাদের সামনে আলোচনা করলেন, উনাদের উপদেশ দিলেন (এতে প্রতিয়মান হয় খুৎবাহ বুঝা এবং বুঝিয়ে দেওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ) আর সাদাক্বাহ করার কথা বললেন। বিলাল তখন একটি কাপড় নিয়ে রাসূল সাঃ এর কাছে দাড়িয়ে ছিলেন। মহিলারা তখন উনাদের আংটি, অলংকারাদি ও অন্যান্য বস্তু (সাদাকাহ হিসেবে বিলালের) এ কাপড়ে নিক্ষেপ করছিলেন। (বুখারীঃ ৯৬৪, মুসলিমঃ ৮৮৪)

ঈদ সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ ঈদ সালাত দুই রাকায়াত এবং সূর্য উদয়ের পর দুপুরের আগ পর্য এর সময়। ঈদ সালাত অনেকটা জুমুয়া'হ সালাতের মত। তবে এতে আযান ও ইক্বামত নেই এবং খুৎবাহ সালাতের পরে দিতে হয়। ঈদ সালাতে অতিরিক্ত কিছু তাকবীর দিতে হয়। যেমন বর্ণিত হয়েছে..

في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية

আমর বিন শুয়াইব উনার বাবা থেকে আর উনার বাবা উনার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাঃ ঈদ সালাতে অতিরিক্ত ১২টি তাকবীর দিয়েছেন, ৭টি ১ম রাকায়াতে আর ৫টি ২য় রাকায়াতে। তিনি ঈদ সালাতের আগে বা পরে কোনো সালাত পড়েননি।

সুত্রঃ আবু-দাউদঃ ১১৫১, ইবনু মাজাঃ ১২৭৮, এছাড়াও আরো অনেক কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর শর্ত মতেও হাদীছটি সাহীহ। শাইখ আলবানীও উনার সাহীহ ইবনু মাজা কিতাবের ১০৬৩ নম্বরে হাদীছটি বর্ননা করেছেন। উনার তাহক্বীক্ব মতেও হাদীছটি হাসান সাহীহ।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ঈদ সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে ফিক্বহী ইমামগনের মাঝে সামান্য ভিন্নমত পাওয়া যায়। যেমন..

অভিমতঃ ১. ঈদ সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর হবে **১২**টি। ৭টি প্রথম রাকায়াতে আর ৫টি ২য় রাকায়াতে। এটা হচ্ছে মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলীদের পছন্দনীয় অভিমত। ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু-ল-ক্বাইয়্যিম, বিন বায ও শাইখ উছাইমিন এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। দলীল উপরে উল্লেখিত হাদীছসহ আরো অনেক হাদীছ।

অভিমতঃ ২. ঈদ সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ৬টি। ৩টি প্রথম রাকায়াতে আর ৩টি ২য় রাকায়াতে। এটা হচ্ছে হানাফীদের পছন্দনীয় অভিমত। ইবনু মাসঊদ, হুযাইফাহ, আবু-হুরাইরাহ, আবু-মূসা রা.হুম গং সাবাহদের থেকে এমন পাওয়া যায়। উনাদের দলীল একটি হাদীছ। বর্ণিত হচ্ছে..

ورد حديث في سنن أبي داود وهو في باب التكبيرات : حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قالا ثنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا ، تكبيره على الجنائز فقال حذيفة : صدق فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم

আবু-দাঊদে বর্ণিত এক হাদীছে (শামদেশের প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) মাকহুল বলেনঃ আবু-হুরাইরাহ (রাঃ)-র শিষ্য আবু-আ'ইশাহ আমাকে বলেছেনঃ একদা সাঈদ বিন আ'স্ব (সাহাবী) আবু-মূসা আল-আশয়ারী এবং হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ঈদ আল-আদ্বহা ও ঈদ আল-ফিতর সালাতে রাসূল সাঃ কীভাবে তাকবীর দিতেন? আবু-মূসা রাঃ বললেনঃ তিনি (প্রতি রাকায়াতে) ৪টি করে তাকবীর দিতেন জানাযার তাকবীরের মত। একথা শোনে হুযাইফা রাঃ বললেনঃ উনি ঠিক বলেছেন। তখন আবু-মূসা রাঃ বললেনঃ বসরাতে থাকা কালীন সময়ে আমরা এভাবেই তাকবীর দিতাম। (কারো কারো মতে হাদীছটি সাহীহ আর কারো কারো মতে দ্বাইফ) যেমন..

١- فيه : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان : قال الإمام أحمد : أحاديثه مناكير وقال مرة : لم يكن بالقوي في الحديث ، وقال ابن معين في رواية : ضعيف ، وقال النسائي : ضعيف . وقد وثقه أبو حاتم ، وقال عنه ابن معين : ليس به بأس .انظر «تهذيب التهذيب (١٥١/٦) .

٢- وفيه : أبو عائشة - جليس أبي هريرة - : مجهول لا تعرف حاله ، قاله ابن حزم ، وابن القطان ، والذهبي ، كما في « بيان الوهم « (٤٤/٥)، و « ميزان الاعتدال (٥٤٣/٤)

১- এ হাদীছে একজন রাওয়ী আছেন আব্দুর রহমান বিন ছাওবান। হাদীছের বিচারক ইমাম আহমদ বলেছেন "হাদীছ বর্ণনায় সে গ্রহনযোগ্য নয় তাই তার বর্ণিত হাদীছগুলো "মুনকার" বলে বিবেচিত হয়"। হাদীছের আরেক বিচারক ইমাম ইবনু মুঈন বলেছেনঃ তার বর্ণনা দ্বাঈফ হয়। ইমাম নাসায়ীও তাকে দ্বাইফ বলেছেন। তবে হাদীছের এক বিচারক ইমাম আবু-হাতিম উনাকে গ্রহনযোগ্য বলেছেন। (দেখুনঃ তাহযীবু-ত-রাহযীবঃ ৬/১৫১)

২- এ হাদীছে একজন রাওয়ী আছেন আবু-হুরাইরাহ (রাঃ)-র শিষ্য আবু-আ'ইশাহ। উনি একজন অজ্ঞাত মানুষ, উনার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। হাদীছের বিচারক ইমাম ইবনু হযন, ইমাম ইবনু ক্বাত্তান, ইমাম যাহাবী, গং ইমামগণ একথা বলেছেন। (দেখুনঃ বয়ানু-ল-ওয়াহমঃ ৫/৪৪, মিযানু-ল-ই'তিদালঃ ৪/৫৪৩)

অনুচ্ছেদঃ ২৬. ঈদ ও জুমুয়া'হ এক দিনে হলে করণীয়

জুমুয়া'হর দিনে ঈদ হলে ঈদ সালাত ও জুমুয়া'হ সালাত কীভাবে আদায় করবে; এ ব্যাপারে বেশকিছু বর্ননা পাওয়া যায়। জুমুয়া'হর দিনে ঈদ হওয়াতে রাসূল সাঃ দুপুরের আগে ঈদ সালাত আদায় করেই কান্ত দিয়েছেন এবং আলাদা করে জুমুয়া'হ আদায় করেননি বলেও হাদিছে প্রমান পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে..

لقول رسول الله ﷺ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ (أخرجه أبو داود)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আজকের এ দিনে তোমাদের সামনে দুটি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে। তাই কেউ ইচ্ছা করলে জুমুয়া'হ সালাতে না এলেও চলবে তবে আমরা জুমুয়া'হ কায়েম করব। (আবু-দাউদঃ ১০৭৩, ইবনু মাজাঃ ১৩১১)

اجتمعَ يومُ الجمعةِ ويومُ الفطرِ على عهدِ ابنِ الزبيرِ فقال عيدان اجتمعا في يومٍ واحدٍ فجَمَعَهما جميعًا فصلَّاهما ركعتين بُكْرَةً لم يَزِدْ عليهما حتى صلَّى العصرَ. الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الشوكاني المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : ٣٤٧/٣ خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح

আত্বা বিন আবু-রিবাহ রাহিঃ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.র শাসনকালে একদা একই দিনে জুমুয়া'হ ও ঈদ আল-ফিতর হয়ে গেলো। তিনি ঘোষনা করলেনঃ আজ দুটি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে। অতঃপর সকালের দিকে তিনি উভয় সালাতকে একত্রিত করে দুই রাকায়াত আদায় করে নিলেন তারপর আসরের আগ পর্যন্ত আর কোনো সালাত আদায় করেননি। (নাইতু-ল-আওত্বার লি-শ-শাওকানী। সনদ সাহীহ)

وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ اٰخر وزاد في اٰخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا.

আত্বা বিন আবু-রিবাহ রাহিঃ বলেনঃ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ একদা (উনার শাসনামলে মক্কাতে) জুমুয়া'হর দিনে আমাদেরকে নিয়ে দিনের প্রথমাংশে ঈদ সালাত আদায় করলেন। তারপর (জুমুয়া'হর সময়ে) আমরা জুমুয়া'হ সালাতের জন্য মসজিদে এলাম কিন্তু উনি ঘর থেকে বের হলেন না। ফলে আমরা একা

একা সালাত আদায় করে নিলাম। আব্দুল্লাহ বিন আ'ব্বাস রাঃ তখন তায়েফে ছিলেন। উনি ফিরে আসার পর আমরা উনার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তখন উনি বললেনঃ তিনি সুন্নত মতই করেছেন। (আবু-দাউদ)

(মুহাদ্দিছ) ইবনু খুজাইমাহ ও নিজের কিতাবে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে একটু বেশী আছে "আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ বলেছেনঃ আমি দেখেছি; উ'মর বিন খাত্তাব রা.ও এমনটি করেছেন উনার সময়ে যখন দুই ঈদ একত্রিত হয়েছিল"।

وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.

বুখারী ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক রাহিঃ বর্নিত এক হাদীছে (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) আবু-উবাইদ রাহিঃ বলেছেনঃ উছমান বিন আফফান রাঃ এর শাসনকালে আমি উনার সঙ্গে এমন দুটি ঈদ সালাতে শামিল হয়েছি যা জুমুয়া'হর দিনে সংঘটিত হয়েছিল। (ঈদের সময়ে) তিনি খুৎবাহর আগে সালাত আদায় করেছেন তারপর খুৎবাহ দিয়েছেন এবং ঘোষনা করেছেন "লোকসকল! তোমাদের সামনে আজ দুটি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং আশপাশের যারা জুমুয়া'হর জন্য অপেক্ষা করতে চায় সে যেন অপেক্ষা করে আর যে চলে যেতে চায় তাকে চলে আওয়ার অনুমতি দেওয়া হল।

وجاء في المغني لابن قدامه وإن اتَّفَقَ عِيدٌ في يَوْمِ جُمُعَةٍ سَقَطَ حُضُورُ الجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى العِيدَ إلَّا الإمامَ فإنَّها لا تَسْقُطُ عنه إلَّا أن لا يَجْتَمِعَ له من يُصَلِّي به الجُمُعَةَ. وقيل: في وُجُوبِها على الإمامِ رِوَايَتَان.

وروي عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.

সবকিছুকে বিবেচনায় নিয়ে আল্লামাহ ইবনু কুদামাহ আল-মুগ'নী নামক কিতাবে লিখেছেনঃ জুমুয়া'হর দিনে যদি ঈদ হয় তবে যে বা যারা ঈদ সালাত আদায় করেছেন উনাদের উপর জুমুয়া'হ ওয়াজিব থাকে না। তবে জুমুয়া'হ জামায়া'তে লোক সমাগম ঘটলে ইমাম জুমুয়া'হ কায়েম করবে।

এক বর্ননা মতে ইমাম চাইলে জুমুয়া'হ ও ঈদ সালাত একত্রে আদায় করে নিতে পারবে। আর এ পদ্ধতিটি শুধু তাদের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে যাদের মতে দুপুরের আগেও জুমুয়া'হ আদায় করা যায়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ও মালিকী ফিক্বহ মতে ঈদ এবং জুমুয়া'হ একত্রিত হলে ঈদ সালাত আদায় করবে আবার জুমুয়া'হ সালাতও আদায় করবে। ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। একমতে সবাই ঈদ সালাত আদায় করবে আবার শহরতলী ও গ্রামের লোকদেরকে জুমুয়া'হ সালাতে না আসার অনুমতি দেওয়া হবে। আর অন্যমতে ঈদের সময়ে (জুমুয়া'হ ও ঈদকে একত্রিত করে) জামায়া'হ আদায় করবে এবং পরে আর জুমুয়া'হ পড়তে হবে না। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহি.-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেনঃ এ ব্যাপারে ৩টি অভিমত রয়েছে। যথা..

» যথাযথ এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঈদ ও জুমুয়া'হ সালাত আদায় করবে।
» শহরতলী ও গ্রামের লোকদের থেকে জুমুয়া'হ সালাত সাক্বিত্ব হয়ে যাবে, উনাদেরকে আর জুমুয়া'হ সালাতে আসতে হবে না।
» যারা ঈদ সালাতে শামিল হবে তাদের সবার জন্যই জুমুয়া'হ সালাত সাক্বিত্ব হয়ে যাবে তথা উনাদেরকে আর জুমুয়া'হ সালাতে আসতে হবে না।

পর্যালোচনাঃ উপরের বর্ননাসমূহ থেকে বুঝা যায়ঃ জুমুয়া'হর দিনে ঈদ হলে জুমুয়া'হ এবং ঈদকে তিনভাবে উজ্জাপন করা যায়।

» যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে ঈদ সালাত আদায় করবে তারপর জুমুয়া'হ সালাত আদায় করবে। যা বর্তমানে আমরা করছি।
» ঈদ সালাতকে যথাযথা গুরুত্ব দিয়ে আদায় করবে এবং জুমুয়া'হর ব্যাপারটিকে শিথিল করে দেবে। যা রাসূল সাঃ এবং খুলাফা রাশিদীন দ্বারা প্রমানিত আমল।
» যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঈদ সালাত আদায় করবে এবং জুমুয়া'হকে রহিত করে দেবে। যা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ যাকে সুন্নাহ বলেছেন এবং উমর রাঃ করেছেন বলেও আব্দুল্লাহ বিন যুবার রাঃ উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ উলামা ২য় আমলটিকে সমর্থন করেছেন।

অনুচ্ছেদঃ ২৭. জানাযাহ

জানাযাহ পরিচিতিঃ মানুষের মৃতদেহ, মৃতদেহ বহনকারী কফিনকে জানাযাহ বলা হয়। মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে দোয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানোকেও জানাযাহ বলা হয়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী, শাফিয়ী' ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে জানাযাহর সালাত ফরজে কিফায়াহ তথা মুসলিমদের উপর সামাজিক ফরজ। সমাজের পক্ষ থেকে কিছু মানুষ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়। মালিকীদের এক মতেও তাই।

আমাদের জীবন পরিক্রমা ও মৃত্যু পরিচিতিঃ আমাদের জীবন পরিক্রমার ৪টি ধাপ রয়েছে। যথা..

রূহ জগতঃ আল্লাহ আমাদের সকলের রূহ একসাথে সৃষ্টি করে এক জায়গায় জমা করে রেখেছেন, এর নাম রূহ জগত। আমাদের রূহগুলো দুনিয়ায় আসার জন্য রূহ জগতে অপেক্ষমান রয়েছে। যখন যার পালা আসে তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রূহ জগত শুধুই রূহের জগত। রূহ জগতে দেহ থাকে না। রূহ জগত অপেক্ষার জগত। সকলের জন্যই রূহ জগতের সময় নির্ধারিত।

দুনিয়ার জীবনঃ মায়ের জড়ায়ুতে ভ্রূন আকারে মানব দেহের আকার গঠন করা হয়। দেহ গঠন হয়ে গেলে রূহ জগত থেকে একটি রূহ এনে দেহে সেট করে দেওয়া হয়। তখন থেকে শুরু হয় রূহ ও দেহের সমন্বিত পথ চলা। শিশু জন্মের পর থেকে দুনিয়ার জীবন শুরু হয়। দুনিয়ার জীবনের প্রধানত দুটি অংশ। প্রথম অংশ শুধু বেড়ে উঠার জন্য আর ২য় অংশ আখেরাতের পাথেয় উপার্জন করার জন্য। দুনিয়ার জীবন রূহ ও দেহের সমন্বিত জীবন, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের পাথেয় উপার্জনের জীবন। সকলের জন্যই দুনিয়ার জীবনের সময় নির্ধারিত। দুনিয়ার জীবনের জন্য নির্ধারিত সময়কে বলা হয় হায়াত। হায়াত শেষ হলে মৃত্যু ফিরিস্তা এসে আমাদের দেহ থেকে রূহকে আলাদা করে নিয়ে যায়, এটাই আমাদের কাছে মৃত্যু বা মরে যাওয়া নামে পরিচিত।

বারযাখ জগতঃ মরার পর আমাদের দেহ মাটির সাথে মিশে যায়, শুধু শহীদ ও নবীগনের দেহ পচে না। আর আমাদের রূহকে তখন ৩ জায়গাতে রাখা হয়। নেক-লোকদের রূহকে ইল্লীনে, খারাপ লোকদের রূহকে সিজ্জীনে আর নবী ও শহীদগণের রূহকে জান্নাতে রাখা হয় আর এ তিনের সমন্বিত নাম বারযাখ জগত। বারযাখ জগত অপেক্ষার জগত। বারযাখ জগতে রূহগুলো আখেরাতের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

আখেরাতের জীবনঃ কিয়ামতের পর হবে পুনরুত্থান। পুনরুত্থানের পর থেকে শুরু হবে আখেরাতের জীবন। আখেরাতের জীবন রূহ ও দেহের সমন্বিত জীবন। আখেরাতের জীবন অনন্ত জীবন। আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী জীবন। দুনিয়ার জীবনে আমরা যা অর্জন করব আখেরাতের অনন্ত জীবনে এর ফল ভোগ করব।

দুনিয়ার জীবনে ঈমানের গুরুত্বঃ আখেরাতের জীবনে চিরস্থায়ী সুফল ভোগ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে দুনিয়া থেকে ঈমান নিয়ে যাওয়া। যেব্যক্তি ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে সক্ষম হবে আখেরাতের অনন্ত জীবনে সে জান্নাতবাসী হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানশূন্য হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তার ক্ষমার কোনো সুযোগ থাকবে না।

মরনকালে করণীয়ঃ মরনকালে আমরা যাতে ঈমান নিয়ে মরতে পারি এজন্য আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তাওবাহ করতে হয়। তাওবাহ করতে হয় সাকরাত শুরু হওয়ার আগে, সাকরাত শুরু হয়ে গেলে আর তাওবাহ কবুল হয় না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

যারা (সারা জীবন) পাপাচারে মত্ত থাকবে আর মৃত্যুকালে (সাকরাত শুরু হয়ে গেলে) বলবে "তাওবাহ করলাম" এবং যারা কুফর অবস্থায় মারা যায় তাদের জন্য তাওবাহর কোনো সুযোগ নেই। তাদের জন্য আমি তৈরি রেখেছি যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৪. নিসাঃ ১৮)

তাওবাহ পরিচিতিঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। তাওবাহ নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়। পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে এসে নিজেকে শুধরে নেওয়ার নাম তাওবাহ। আর পাপের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়াকে বলে ইস্তিগফার। তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে সকল পাপ মাফ হয়ে যায়। যারা মুখ দিয়ে তাওবাহ করে কিন্তু পাপ ছেড়ে নিজেকে সংশোধন করে না তাদের এ কাজ আসলে তাওবাহর নামে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

সাকরাত পরিচিতিঃ আরবী সাকরাহ ও সাকরাত শব্দের অর্থ নেশাগ্রস্থতা, মাতালতা, মাতলামি, উন্মাদনা, ইত্যাদি। মৃত্যু-যন্ত্রণাকেও বলা হয় সাকরাতু-ল-মাওত। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে..

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

সাকরাতুল-মাওত (মৃত্যুযন্ত্রণা) সময়মত এসে যাবে। (তখন বলা হবে) এটা হলো সেই মৃত্যু যা থেকে তুমি পালাতে চেয়েছিলে। (৫০. ক্বাফঃ ১৯)

উল্লেখ্য মৃত্যর সূচনাতে প্রানীকুল যে যন্ত্রণা বা কষ্ট ভোগ করে অথবা যে অবস্থা অতিক্রম করে একে সাকরাত বলা হয়। যে ব্যক্তির সাকরাত শুরু হয়ে গেল তার ঈমান, তাওবাহ, ইস্তিগফার, কালিমাহ, ইত্যাদি কোনো কাজে আসে না।

মৃত্যু পথযাত্রীকে তালক্বীনঃ তালক্বীন অর্থ মনে করিয়ে দেওয়া। সাকরাত শুরু হওয়ার আগে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে ঈমানের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার নাম তালক্বীন। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

لقِّنوا مَوْتاكم لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ فإنَّ مَن كان اٰخرَ كلمتِه لا إلهَ إلَّا اللهُ عندَ المَوتِ؛ دخَلَ الجَنَّةَ يومًا مِن الدَّهرِ وإنْ أصابَه قبلَ ذلك ما أصابَه.

الراوي : أبو هريرة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : ١٥٧/١١ خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (٩١٧)، وابن ماجه (١٤٤٤) مختصراً، وابن حبان (٣٠٠٤) واللفظ له

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্য পথযাত্রীদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র তালক্বীন দিও। কারণ যে ব্যক্তির শেষ বাক্য হবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবেই যদিও (ফাসিক হলে) এর আগে তাকে অনেক কিছুই (জাহান্নামের সাজা) ভোগ করতে হবে। (মুসলিমঃ ৯১৭)

তালক্বীনের পদ্ধতিঃ প্রথমত মৃত্যু-পথযাত্রীর কাছে পরিবেশ সুন্দর ও শান্ত রাখতে হবে, এখানে আবেগঘন কোনো পরিবেশ বা কান্নাকাটি করা উচিত হবে না। তারপর তার সামনে শান্তভাবে "লা-ইয়ালাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে হবে। সে একবার বলে ফেললে আর কোনো কথা বলা উচিত নয়। যেন তার শেষবাক্য এটাই থাকে।

তিলাওয়াতঃ সাকরাতরত ব্যক্তির সামনে সূরা ইয়াসীন ও কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

روى أحمد (١٩٧٨٩) وأبو داود (٣١٢١) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ.

والحديث ضعيف ، ضعفه النووي في «الأذكار» ، وقال ابن حجر في « التلخيص» (١٠٤/٢) : « أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال روايه أبي عثمان وأبيه . ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ، ولا يصح في الباب حديث « انتهى .

মা'ক্বাল বিন ইয়াসার রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মৃত্যু-পথযাত্রীদের কাছে ইয়াসীন পাঠ কর" (আহমাদঃ ১৯৭৮৯, আবু-দাউদঃ ৩১২১)

দলীল পর্যালোচনাঃ হাদীছটি দ্বাইফ, আল-আযকার নামক কিতাবে ইমাম নববী হাদিছটিকে দ্বাইফ বলেছেন। তালখীস্ব নামক কিতাবে আল্লামাহ ইবনু হা'জার এ হাদীছের একজন রাওয়ীকে কয়েকটি কারণে অগ্রহনযোগ্য বলেছেন। ইমাম দার-ক্বুত্বনী বলেছেনঃ এ হাদীছটির সনদ দ্বাইফ আর মতন মাজহুল (মানে সনদ ও মাতান উভয় দিক থেকেই হাদীছটি অগ্রহনযোগ্য।) আর এ ব্যাপারে সাহীহ কোনো হাদীছ পাওয়া যায়নি।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী, শাফিয়ী' ও হাম্বলীদের মতে মৃত্যু-পথযাত্রীর কাছে ইয়াসীন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব তথা ভালোকাজ। দলীল হিসেবে উল্লেখিত হাদীছসহ আরো কিছু দলীল উনারা পেশ করে থাকেন যার একটাও সাহীহ নয়। আর ইমাম মালিক রাহিঃ-র মতে যেহেতু সাহীহ কোনো দলীল নেই তাই মৃত্যু-পথযাত্রীর কাছে ইয়াসীনসহ কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ তথা মন্দকাজ। (উল্লেখিত ফিক্বহ বর্ণনা "আল-ইসলাম সাওয়াল ও জোয়াব" থেকে নেওয়া)

পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের করনীয়ঃ কোনো ব্যক্তির যখন সাকরাত শুরু হয় তখন তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন কয়েকটি কাজ করতে পারেন। যেমন..

১. তাকে সুন্দর ও শান্ত পরবেশে রেখে "লা-ইলাহা ইল্লাহ" তালক্বীন (মনে করিয়ে) দিতে পারেন। (যে কথা অনেক সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)
২. তাকে ক্বিবলাহ-মুখী করে ডান-করটে শোয়াতে পারেন। (যে কথা সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)
৩. কেউ চাইলে দ্বাইফ হাদীছের উপর আমল করে ইয়াসীন তিলাওয়াত করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন দলীল দ্বাইফ হাদীছ তাই একাজকে সুন্নাহ মনে করা যাবে না।
৪. তার চুখ বন্ধ করে দেবেন। (যে কথা মুসলিমসহ অনেক সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)
৫. তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবেন। (যে কথা বুখারী ও মুসলিমসহ অনেক সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)
৬. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার জানাযাহ ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবেন। (যে কথা অনেক সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)
৭. তার ঋণ থাকলে পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। (যে কথা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়গুলো "ইসলাম.নেট" থেকে নেওয়া)

ভুল সংশোধনঃ মৃতব্যক্তির জন্য কোনো প্রকার খতম পড়া বা পড়ানো অথবা কোনো বিনিময় দিয়ে দোয়া করানো অথবা দল বেধে কবরে গিয়ে দল বেধে দোয়া করা বা করানো, তথা এসবের কোনোটাই বৈধ নয়। এসবই ইসলামে নতুন সংযোজন তথা মনড়া বিদয়া'ত কাজ। আর বিদয়া'ত মানুষকে জাহান্নামের

দিকে ধাবিত করে। কারণ এসব কাজের জন্য সুস্পষ্ট বা ইঙ্গিতপূর্ন কোনো দলীলই কুরআন বা হাদীছে পাওয়া যায় না। আসলে সহজ-সরল ও জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে তাদের থেকে কিছু অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিতেই কিছু অসাধু মানুষ এসব কর্ম-পন্থা ও কাজ আবিষ্কার করেছে।

মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করনীয়ঃ মানুষ যখন মারা যায় তখন তার নেকী অর্জনের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র ৩টি পথ ছাড়া। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

মানুষ (দুনিয়ার জীবনে) যা অর্জন করে (আখেরাতে) সে শুধু তা-ই পাবে। (নাজমঃ ৩৯)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُادمانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন থেকে তার আমলের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় শুধুমাত্র ৩টি পথ ছাড়া। (আর এ ৩টি হচ্ছে..)

১. **সাদাক্বাহ জারিয়্যাহঃ** (তথা প্রবাহমান বা চলমান সদকাহ, যেমনঃ মসজিদ, মাদরাসাহ, হাসপাতাল, রাস্তা, ঘাট, গাছ, বাগান, ঘর, খাল খনন, নদী খনন, ইত্যাদি। যতদিন এগুলো চলমান থাকবে ততদিন ওই ব্যক্তি এর ছাওয়ার পেতে থাকবে)

২. **কল্যাণকর জ্ঞানঃ** (যে জ্ঞান মানুষ, পরিবেশ বা প্রাণীকুলের জন্য কল্যাণকরঃ যেমনঃ দ্বীনি শিক্ষা, দ্বীনি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জাগতিক জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনে গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কল্যাণকর কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার ও মেরামত, ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী আবিষ্কার ও তৈরি, ইত্যাদি)

৩. **নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।** (মুসলিম)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ বর্ণনা করার পর "ইসলাম ওয়েব.নেট" এ লিখা হয়েছে মানুষ মরে যাওয়ার পরও তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মৃতব্যক্তির কল্যানার্থে নিম্ন লিখিত কাজসমূহ করতে পারে এবং নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ তার উপকারে আসতে পারে। যেমন..

ইলম বা জ্ঞানঃ মৃত ব্যক্তি কল্যানকর যেসব জ্ঞান শিখিয়ে যাবে মরার পরেও সে এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং এর ছাওয়াব পেতে থাওকবে। যে কথা হাদীছে সুস্পষ্ট করে বলা আছে।

সাদাক্বাহঃ মানুষ তার জীবদ্দশায় সেযব জারিয়াহ (প্রবাহমান/চলমান) সাদাক্বাহ করে গেছে মরার পরেও এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং এর ছাওয়াব পেতে থাওকবে। যে কথা হাদীছে স্পষ্ট করে বলা আছে। আর উক্ত হাদীছে আলোকে কিয়াস করে অনেক আলিম বলে থাকেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য আত্মীয়-স্বজনের সাদাক্বাহও কাজে আসবে।

হাজ্জঃ অসিয়ত করে থাকলে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ করার কথা হাদীছে উল্লেখ আছে। আর অসিয়ত না থাকলে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ করলে তা কার্যকর হবে কি না, এ নিয়ে উলামাদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

কুরবানীঃ অসিয়ত করে থাকলে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার কথা হাদীছে উল্লেখ আছে। আর অসিয়ত না থাকলে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করলে তা কার্যকর হবে কি না, এ নিয়ে উলামাদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

অন্যান্য ইবাদাতঃ কেউ যদি নফল সালাত, নফল রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, ইত্যাদি ইবাদাত করে মৃতব্যক্তিকে ছাওয়াব দান করে তবে মৃতব্যক্তির জন্য এসব কার্যকর হবে কি না, এ ব্যাপারে সাহীহ কোনো হাদীছ পাওয়া যায় না তাই বিষয়টি নিয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন..

অভিমতঃ ১. ইমাম মালিক ও শাফিয়ী (উনার ১ মতে) মৃতব্যক্তির ইসালে ছাওয়াবের জন্য এসবকাজ করা যাবে না। দলীল উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ।

অভিমতঃ ২. ইমাম আবু-হানীফাহ, আহমাদ ও শাফিয়ী (উনার এক মতে) মৃতব্যক্তির ইসালে ছাওয়াবের জন্য এসবকাজ করা যাবে। দলীল কিয়াস ও অনুমান। (উল্লেখিত মতামতগুলো ইসলাম ওয়েব থেকে নেওয়া)

বিঃ দ্রঃ = মৃত ব্যক্তির ইসালে ছাওয়াবের জন্য শিন্নি করা, যে কোনো প্রকার খতম পড়ানো বা বিনিময় দিয়ে দোয়া করানো বিদয়াত কাজ। আর বিদয়াত ইসলামের নামে ভন্ডামি, বিদয়াত মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। উল্লেখ্য মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে হয় এবং অন্যদের কাছে দোয়া চাওয়া যায় তবে বিনময় দিয়ে দোয়া করানো যায় না।

মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়াঃ মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় দেওয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্ব আর এ দায়িত্ব পালনার্থেই গোসলের ব্যবস্থা। ফিক্বহ মতে মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ফরজে কিফায়াহ তথা মুসলিমদের সামাজিক ফরজ। সমাজের পক্ষ থেকে যে কেউ এটা দায় করলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে আর কেউ না করলে সবাইকে এ দায়ভার নিতে হবে। আর গোসল করানোর পদ্ধতি নিম্নরূপ..

» গোসলের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু পবিত্রকরণ তাই পবিত্রতার নিয়তে গোসলের সাধারণ নিয়ম মেনে মৃতব্যক্তির সারা শরীর ধোয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এতে আলাদা কিছু নেই। তবে জীবিত অবস্থায় যেমন সুন্নাহ পদ্ধতিতে গোসল করা উত্তম ঠিক তেমনিভাবে মৃতব্যক্তিকেও সুন্নাহ পদ্ধতিতে গোসল করানো উত্তম।

» গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতি হিসেবে প্রথমে লজ্জাস্থান পরিস্কার করা, তারপর অযু করা, তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করা। শরীরের ডান দিক আগে আর বামদিক পরে ধৌত করতে হয়। মৃতব্যক্তির ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

» সাধারণ নিয়ম হচ্ছে পুরুষ পুরুষকে আর নারী নারীকে গোসল করাবে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ যদি পুরুষদের সঙ্গে কোনো নারী মারা যায় আর এখানে কোনো নারী না থাকে অথবা নারীদের সঙ্গে পুরুষ মারা যায় আর এখানে কোনো পুরুষ না থাকে তবে মৃত ব্যক্তির গোসল করানো নিয়ে এ ব্যাপারে ৩টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা..

» একদল আলীমের মতে এমতাবস্থায় পুরুষরা নারীর মৃতদেহ আর নারীরা পুরুষের মৃতদেহকে পোশাক পরিহিত অবস্থায় গোসল করাবে

» একদল আলীমের মতে কেউ কাউকে গোসল করাবে না বরং তায়াম্মুম করাবে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু-হানীফাহ ও ইমাম শাফিয়ী রাহি.সহ অধিকাংশ আলীমদের অভিমত। ইমাম মালিক রাহি.ও এ মত দিয়েছেন যদি নারীর কোনো মাহরাম পুরুষ না থাকে অথবা পুরুষের কোনো মাহরাম নারী না থাকে।

» একদল আলীমের মতে কেউ কাউকে গোসল করাবে না, তায়াম্মুম ও করাবে না। বরং বিনা গোসলে এবং বিনা তায়াম্মুমে দাফন করবে।

» নারী বা পুরুষের কোনো মাহরাম বিদ্যমান থাকলে ইমাম মালিক রাহিঃ থেকে এ ব্যাপারে ৩টি মত পাওয়া যায়। এক মতে তারা পোশাক পরিহিত অবস্থায় একে অপরকে গোসল দেবে। একমতে তায়াম্মুম করাবে আর একমতে নারী পুরুষকে গোসল করাবে কিন্তু পুরুষ নারীকে গোসল করাবে না।

» আর সাধারণ অবস্থায় স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে গোসল করাতে পারবে বলে সকল ইমামের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে তবে স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করানোর ব্যাপারে জামহূর (প্রায় সকল ইমাম) এর মত হচ্ছে পারবে আর ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ বলেছেন পারবে না।

» বাইন তালাকে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাবে না। এতে সকল ইমামের ইজমা রয়েছে। তবে রাজয়ী' তালাকে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাতে পারবে। এটা ইমাম মালিক রাহিঃ-র

অভিমত। ইমাম আবু-হানীফাহ এবং উনার শিষ্যরাও একই মত পোষন করেছেন। তবে ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ-র মতে পারবে না। (উল্লেখ্য ফিক্বহ বিশ্লেষনে বর্ণিত সকল তথ্য "ইসলাম ওয়েব.নেট" থেকে নেওয়া হয়েছে)

স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করানোর ব্যাপারে দুটি হাদীছ নিম্নে পেশ করা হল..

وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: لو متِّ قبلي لغَسَّلْتُكِ .. الحديث. رواه أحمد, وابن ماجه, وصحَّحه ابن حبَّان.

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ উনাকে বলেছেনঃ (আ'ইশাহ!) তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে গোসল করাব। (আহমাদ, ইবনু মাজা, ইবনু হিব্বান হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন)

وعن أسماء بنت عميسٍ رضي الله عنها: أنَّ فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يُغَسِّلها عليٌّ رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني.

আসমা বিনত উ'মাইস রাঃ থেকে বর্ণিত, ফাতিমাহ রাঃ অসিয়ত করেছিলেন যেন আলী রাঃ তাকে গোসল করিয়ে দেন। (দার-কুত্বনী)

এছাড়াও এক বর্ণনায় এসেছে আবু-বকর রাঃ অসিয়ত করে ছিলেন যেন উনার স্ত্রী আসমা বিনত উমাইস রাঃ উনাকে গোসল করিয়ে দেন এবং অসিয়ত মত আসমা উনাকে গোসল করিয়ে ছিলেন। এসব বর্ণনা উল্লেখ করার পর আল্লামাহ বিন বায উনার নিজস্ব ওয়েবসাইডে লিখেছেন..

وحديث عائشة: إذا متِّ قبلي لغَسَّلْتُكِ يدل على أنَّه لا بأس أن يُغسّل الرجلُ زوجتَه، وهكذا المرأة تُغسِّل زوجها، كما تقدم من تغسيل أسماء بنت عميس للصّديق وكذا فاطمة أوصت أن يُغسِّلها عليٌّ، كل هذا لا حرج فيه؛ لأنَّه قد اطَّلع على عورتها، ويعلم منها ما لا يعلمه غيرُه، وقد بقي من تبعة النكاح العِدَّة.

وبكل حالٍ فهو وقتٌ ليس بمحلِّ شهوةٍ، بل هو محل عبرةٍ، ومحل عظةٍ، ومحل رحمةٍ وإحسانٍ، فإذا غسَّلها زوجُها أو غسَّلت المرأةُ زوجَها فلا حرج في ذلك؛ لقصة أسماء، وقصة فاطمة، ولقوله ﷺ لعائشة: إذا مِتِّ قبلي لغَسَّلْتُكِ.

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ তাকে বলেছেনঃ (আ'ইশাহ!) "তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে গোসল করাব"। এতে বুঝা যায়ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করাতে কোনো সমস্যা নেই। এভাবে স্ত্রীও তার স্বামীকে গোসল করাতে পারবে। যেমন আসমা বিনত উমাইস আবু-বকর সিদ্দীক্বকে গোসল করিয়েছেন। আর ফাতিমাও অসিয়ত করেছেন যেন আলী রাঃ তাকে গোসল করিয়ে দেন। আসলে এসবের কোনোটিতেই কোনো সমস্যা নেই। কারণঃ তারা একে অপরের গোপনাঙ্গ দেখেছে, তারা একে অপরের ব্যাপারে এতো বেশী অবগত যে অন্য কেউ এতো বেশী অবগত নয়।

সর্বোপরি অবস্থা বা পরিস্থিতি এখানে কামভাবের নয়, বরং পরস্পরের প্রতি সম্মান, সহানুভুতি, ইহসান ও ইবরতের সময়। তাই এমতাবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করালে অথবা স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করালে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। আর আসমা, ফাতিমাহ ও আ'ইশাহ (রাঃ)-র ঘটনা থেকে এটাই বুঝা যায়।

কাফনঃ মৃত মুসলিম ব্যক্তির গায়ের পোশাক খোলে তাকে কাফনের কাপড় পরিয়ে দিতে হয়। বর্ণিত হয়েছে..

وعن ابنِ عبَّاس رضيَ اللَّه عنْهُما أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা সাদা রঙ্গের পোশাক পরিধান কর, কারণ এটা উত্তম পোশাক আর তোমাদের মৃতদেরকেও সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দাও। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। হাদীছটি হাসান সাহীহ)

পুরুষের কাফনঃ পুরুষদেরকে ৩ কাপড়ে কাফন দেওয়া উত্তম। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاثًا) رواه الإمام أحمد (١٤١٣١) وقال النووي في «المجموع» (٥/١٥٥) : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٨)

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ যখন তোমরা মৃতদের কাফন পরাবে তখন ৩ কাপড়ে কাফন পড়াবে। (আহমদ, আলবানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كُفِّنَ رسول اللَّه ﷺ في ثلاثةِ أَثْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمامَةٌ. متفقٌ عَلَيْهِ.

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা.-কে ৩টি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে যা ছিল সুতী কাপড়। এর মাঝে ক্বামিস্ব ছিল না আমামাও ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)

নারীর কাফনঃ নারীদেরকে ৫ কাপড়ে কাফন দেওয়া উত্তম। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

رواه أبو داود (٣١٥٧) عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْاخَرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا

লাইলাহ বিনত ক্বানিফ আল-ছাক্বাফিয়্যাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ এর মেয়ে উম্মু-কুলছুম মারা যাওয়ার পর যারা তাকে গোসল করিয়েছিল তাদের মাঝে আমিও ছিলাম। (গোসলের পর কাফন হিসেবে) রাসূল সাঃ প্রথমে আমাদেরকে যে কাপড়টি দিয়েছিলেন এটা হচ্ছে (১) হিক্বা (ইজার) তারপর (২) দিরা' (চাদর) তারপর (৩) খিমার (অড়না) তারপর (৪) মিলহাফাহ (বডি কভার) তারপর (৫) সর্বশেষ কাপড়ে উনাকে ডেকে দেওয়া হয়। (আমরা যখন কাফন পরাচ্ছিলাম) রাসূল সাঃ তখন সকল কাপড় নিয়ে দরজায় বসা ছিলেন এবং একটি একটি করে কাপড় আমাদের কাছে দিচ্ছিলেন। (আবু-দাউদঃ ৩১৫৭)

কাপড়ের সংকট থাকলেঃ কাপড়ের সংকট থাকলে সহজভাবে যতটুকু পাওয়া যায় ততোটুকু দিয়েই কাফন দেবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن جابرٍ قال: «كان النبيُّ ﷺ يجمع بين الرَّجُلين من قتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ, ثم يقول: أيُّهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فيُقدِّمه في اللَّحْد ولم يُغَسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم». رواه البخاري.

জাবির রাঃ বলেছেনঃ ওহুদ যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি দুই জনকে একত্র করে এক কাপড়ে কাফন দিয়েছেন। (দাফন করার সময়) তিনি জানতে চেয়েছেনঃ কে কুরআন সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখে? যে কুরআন সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখে তিনি কবরে তাকে আগে রেখেছেন। তাদেরকে গোসল করানো হয়নি তাদের জানাযাও পড়া হয়নি। (বুখারী)

দামী কাপড় দিয়ে কাফনঃ কাফন দিবে সাধারণ কাপড় দিয়ে, সেটা দামী না কমদামী এটা কোনো বিষয় নয়। তবে কাফন দিয়ে বাহাদুরী, বাড়াবাড়ি বা খুব দামী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া মোটেই উচিত নয়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن عليٍّ قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: لا تُغالوا في الكَفَنِ, فإنَّه يُسْلَبُ سريعًا. رواه أبو داود.

আলী রাঃ বলেন, আমি শুনেছি; নবী সাঃ বলেছেনঃ "তোমরা বেশী দামী কাপড় দিয়ে কাফন দিও না /কাফন নিয়ে অতি বাড়াবাড়ী কর না, কারণ এটা অল্পতেই নষ্ট হয়ে যাবে। (আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

ইহরাম অবস্থায় কাফনঃ কেউ যদি হাজ্জ বা উমরাহর ইহরাম অবস্থায় মারা যায় তবে তার ইহরামের কাপড় খুলে রাখবে না বরং এ কাপড় দিয়ে তাকে দাফন করবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما رجل واقف بِعَرَفَةَ إذ وقع عن راحلته، فَوَقَصَتْهُ أو قال: فَأَوْقَصَتْهُ فقال رسول الله ﷺ اغْسِلُوهُ بماء وسدر وكَفِّنُوهُ في ثوبيه ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه؛ فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلبِّياً .[متفق عليه]

ইবন আব্বাস রাঃ বলেনঃ (হাজ্জের সময়) আরাফাতে অবস্থানকালে একব্যক্তি তার বাহন থেকে পড়ে মারা গেলে রাসূল সাঃ বললেনঃ তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল করিয়ে তার (পরনের ইহরামের) দুই কাপড় দিয়েই কাফন দিয়ে দাও, তাতে সুগন্ধি লাগিয় না এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সে "তালবিয়্যাহ" পড়তে পড়তে উঠবে। (বুখারী ও মুসলিম) (উল্লেখ্য নারীদের বেলায়ও সমান নিয়ম প্রযোজ্য হবে যদিও তাদের ইহরামের জন্য আলাদা কাপড় নেই।)

শহীদের কাফনঃ যারা আল্লাহর তরে যুদ্ধ করে নিহত হবে তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায়ই বিনা গোসলে দাফন করতে হয় এবং তাদের গায়ের পোশাক খুলে রাখা হয় না। তবে অতিরিক্ত জিনিষ যেমন অস্ত্র, আংটি, বেল্ট, ইত্যাদি খুলে রেখে দেবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يُغسلهم . رواه البخاري ٦٤٣١

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, অহুদের শহীদদের ব্যাপারে নবী সাঃ আদেশ দিয়েছিলেন যেন উনাদেরকে রক্তসহ দাফন করা হয় এবং গোসল দেওয়া না হয়। (বুখারীঃ ১৩৪৬)

কাফনে সুগন্ধি ব্যবহারঃ মৃত ব্যক্তির শরীরে এবং কাফনে সুগন্ধি লাগিয়ে দেওয়া উত্তম। বর্ণিত হচ্ছে..

فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يجعلن في الغسلة الاخرة كافوراً أو شيئاً من كافور . رواه البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩)

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছে "যেসব মহিলারা নবী সাঃ এর মেয়েকে গোসল দিয়ে ছিল তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যেন শেষবার ধোয়ার সময় তাতে কাফূর মিশিয়ে দেয়। (বুখারীঃ ১২৫৩, মুসলিমঃ ৯৩৯)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া ফরজে কেফায়াহ। উল্লেখ্য কাপড় দিয়ে মরদেহ ঢেকে দেওয়াকে কাফন বলা হয়। নতুন বা পুরাতন যে কোনো কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া যায়। কাফন যে কোনো রঙ্গের হলে বা একাধিক রং মিশ্রিত হলেও সমস্যা নেই তবে সাদা রঙ্গের হয়া উত্তম।

জানাযাহ সালাতঃ জানাযাহ অর্থ মরদেহ বা মৃতব্যক্তি আর সালাত অর্থ দোয়া। জানাযাহ সালাত আসলে ইসলামের রীতি অনুযায়ী সুন্নাহ পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। জানাযাহ সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হয়। রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবেই দোয়া করেছেন এবং এ দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের ভাইবোনদেরকে চির বিদায় জানিয়েছেন আর এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের দোয়া করার জন্য এ ছাড়া যত পদ্ধতিই আবিষ্কার করা হোক না কেন সবই ভুল ও বিদয়াত কাজ।

জানাযাহ সালাতের নিয়মঃ জানাযাহ সালাত দাড়িয়ে পড়া হয় এবং এতে রুকু বা সিজদাহ দেওয়া হয় না, কুরআন তিলাওয়াতও করা হয় না। জানাযাহ সালাতে একজন ইমাম হন আর বাকী সবাই মুকতাদী। মরদেহ সামনে রেখে ইমাম সাহেব তার পিছনে দাড়াবেন আর মুকতাদীগণ সারি সারি ইমামের পিছনে দাড়াবেন। জানাযাহ সালাতে ৪টি তাকবীর দেওয়া হয়। যেমন..

১ম তাকবীরঃ জানাযাহর নিয়ত করে ১ম তাকবীর দেওয়া হয়। ১ম তাকবীরের মাধ্যমে জানাযাহ শুরু হয়।

২য় তাকবীরঃ ১ম তাকবীরের পর আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়। আল্লাহর প্রশংসা করতে গিয়ে সালাতের ছানা পাঠ করা যায় অথবা সূরা ফাতিহা'হ ও পাঠ করা যায়। (এ ব্যাপারে হানাফীসহ সকল মাযহাবই একমত) ছানা পাঠ শেষ করে ২য় তাকবীর দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ইমাম ও মুকতাদী সবাই ছানা পাঠ করবে।

৩য় তাকবীরঃ ২য় তাকবীরের পর দুরূদ পাঠ করতে হয়। দুরূদ পাঠের পর দেওয়া হয় ৩য় তাকবীর। ইমাম ও মুকতাদী সবাই দুরূদ পাঠ করবে।

৪র্থ তাকবীরঃ ৩য় তাকবীরের পর হচ্ছে জানাযাহর আসল পাঠ। এখন মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে। এখানে কোনো দোয়া নির্ধারিত নয়। বরং ইমাম ও মুসল্লি সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দোয়া করবে। রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ নানান সময়ে নানানভাবে দোয়া করেছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে।
(উল্লেখ্য আরবী জানা না থাকলে নিজের ভাষায়ও দোয়া করতে পারবে। এ ব্যাপারে স্ববিস্তারে জানতে একটু উপরে অনুচ্ছেদ ১০ দেখে নিন)

সালামঃ তারপর সালাম দিয়ে জানাযাহ সমাপ্ত করতে হয়। সালাম এক দিকেও দেওয়া যায় আবার দুই দিকেও দেওয়া যায়।

জানাযায় সূরা ফাতিহাহ পাঠঃ জানাযাহ সালাতে ১ম তাকবীরের পর ছানার বদলে সূরা ফাতিহা'হ পাঠ করা যায়। এ ব্যাপারে হানাফীসহ সকল মাযহাবই একমত। তবে হানাফীদের মতে সূরা ফাতিহাহ ছানা হিসেবে পাঠ করবে, তিলাওয়াত হিসেবে নয়। জানাযায় সূরা ফাতিহাহ পাঠ করার ব্যাপারে বর্নিত হয়েছে..

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ত্বালহা'হ বিন উবাইদুল্লাহ রাঃ বলেনঃ আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-র পিছনে জানাযাহ সালাত আদায় করেছি, তিনি এতে সূরা ফাতিহা'হ পড়েছেন এবং বলেছেনঃ জেনে রাখো! এটা সুন্নাহ। (বুখারী)

উল্লেখ্য অধিকাংশ ইমামের মতে জানাযাহ সালাতে সূরা ফাতিহাহ পড়া সুন্নাহ আর হানাফীদের মতে কেউ চাইলে ছানা হিসেবে পড়তে পারবে, কিরাত হিসেবে নয়।

জানাযায় অংশ গ্রহনের ফজিলতঃ মুসলিম ব্যক্তির জানাযাহ সালাত ও দাফনে শরীক হলে অনেক ছাওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[١]متفق عليه.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাত পর্যন্ত জানাযায় শরীক থাকল সে ১ ক্বিরাত (নেকী) পাবে আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত সঙ্গে থাকল সে ২ ক্বিরাত (নেকী) পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জানাযাহর লক্ষ্য উদ্দেশ্যঃ জানাযাহর মূল উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। হাদীছে বর্নিত হচ্ছে..

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযাহ পড়বে তখন তার জন্য শুধু দোয়াই করবে। (আবু-দাউদ। সাহীহ)

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.** رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আউফ বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ একদা জানাযাহ সালাত আদায় করলেন। আমি উনার দোয়া থেকে যা মনে রেখেছি তা হলঃ (বড় অক্ষরে লিখিত দোয়া যার অর্থ হল) হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও, তাকে দয়া কর, তাকে ক্ষমা কর, তার দোষ-ত্রুটিকে উপেক্ষা কর, তার সম্মান বাড়িয়ে দাও, তার প্রবেশস্থানকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে পানি দিয়ে ও বরফ দিয়ে ধোয়ে

সাফ করে দাও, সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাকে দুনিয়ার আবাসনের চেয়ে উত্তম আবাসান এবং দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দাও, কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে হেফাজতে রাখো। (মুসলিম)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ**

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, জানাযাহ সালাতে রাসূল সাঃ বলেতেনঃ (বড় অক্ষরে লিখিত দোয়া যার অর্থ হল) হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, নারী, সবাইকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের যাকে তুমি জীবিত রাখ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো আর আমাদের মাঝে যাকে মৃত্য দাও তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিও। (মুসলিম এবং অন্য ৪টি সুনান)

জানাযাহ সালাতে অন্য ভাষাঃ আরবী জানা না থাকলে বা আরবী না বুঝলে জানাযাহ সালাতের দোয়া আরবী ছাড়া অন্য ভাষায়ও করা যাবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ১০ অনুচ্ছেদ দেখে নিন।

জানাযাহ সালাতে তাকবীরঃ জানাযাহ সালাতে ইমাম আছেন, মুসল্লী আছেন, সালাতের লাইন আছে, সালাতে দোয়া আছে কিন্তু রুকু বা সাজিদাহ নেই বরং অতিরিক্ত ৪টি তাকবীর আছে। বর্ণিত হচ্ছে..

روى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان قال: كان النبي ﷺ يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً، حتى جاءه موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي ﷺ على أربع حتى توفاه الله

আবু-বকর বিন সুলাইমান বলেনঃ জানাযাহ সালাতে নবী সাঃ (কখনো) ৪, (কখনো) ৫, (কখনো) ৭ এবং (কখনো) ৮ তাকবীর দিতেন। কিন্তু যখন নাজ্জাশী মারা গেলেন, রাসূল সাঃ তখন উন্মুক্ত মাঠে চলে গেলেন, লোকজন উনার পিছনে সারিসারি দাড়ালো আর তিনি এই জানাযায় ৪টি তাকবীর দিলেন। এরপর থেকে ৪ তাকবীর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এ নিয়মের উপরই ছিলেন। (আল-আযকার লি ইবনি আব্দু-ল-বিরর)

জানাযাহ সালাতে নারীর অংশ গ্রহনঃ জানাযাহ সালাতে নারীর অংশ গ্রহন বৈধ এবং রাসূল সাঃ ও খুলাফা রাশিদীনের যোগেও নারীরা জানাযাহ সালাতে অংশ গ্রহন করত, যেমন করত ফরজ সালাতে। সৌদি আরবের প্রধান মুফতী আল্লামা বিন বায এ সম্পর্কে বলেছেন..

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي ﷺ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين يعني من الأجر متفق على صحته لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأنهن منهيات عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا « أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده ﷺ مع النبي ﷺ وبعده .

শাইখ বিন বায বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযাহ সালাত করা পুরুষ ও নারী সবার জন্য বৈধ। কারনঃ নবী সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাত পর্যন্ত জানাযায় শরীক থাকল সে ১ ক্বিরাত (নেকী) পাবে আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত সঙ্গে থাকল সে ২ ক্বিরাত (নেকী) পাবে। (বুখারী ও মুসলিম, সকলের ঐক্যমতেই হাদীছটি সাহীহ) তবে নারীরা কবর পর্যন্ত যাবে না। কারণ কবরে যেতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে। যেমন বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে উম্মু আ'ত্বিয়্যাহ রাঃ বলেছেনঃ (সালাতের পর কবর পর্যন্ত) "মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যেতে আমাদেরকে বারন করা হয়েছে তবে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয়নি"।

সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য সালাত করতে নারীদের বারন করা যাবে না, এ সালাত মসজিদে হোক বা ঘরে অথবা উন্মুক্ত ময়দানে। কারণ তখনকার সময়ে নারীরা নবী সাঃ এর মসজিদে উনার সঙ্গে জানাযাহ সালাতে শামিল হত এবং নবী সাঃ এর পরেও (খুলাফাদের সময়েও তারা জানাযা সালাতে শামিল হত) (সূত্রঃ আল-ইসলাম সোয়াল ও জাওয়াব)

দাফন ও কবরঃ দাফন অর্থ কবর দেওয়া। মরদেহকে বিশেষ পদ্ধতিতে মাটিতে পুতে রাখার নাম দাফন করা। ফিক্বহ মতে দাফন ফরজে কেফায়াহ তথা মুসলিমদের উপর সামাজিক ফরজ। সমাজের কেউ এ দায়িত্ব পালন করলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে আর কেউ না করলে সবাই এ জন্য দায়ী থাকবে।

দাফন মানে কবর দেওয়া। দাফনের জন্য কবর খুড়তে হয় এবং জানাযাহ সালাতের পর মৃতদেহকে কবর দিতে হয়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عباس قال قال النبي ﷺ اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه أبو داود (٨٠٢٣)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ "লাহদ" আমাদের জন্য (তথা মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য) আর "শাক্ক্ব" অন্যদের জন্য (তথা অন্য জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য।) (আবু-দাউদঃ ৩২০৮, তিরমিযীঃ ১০৪৫, নাসায়ীঃ ২০০৯)

উল্লেখ্য হাদীছে দুই ধরনের কবরের কথা বলা হয়েছেঃ লাহাদ ও শাক্ক্ব। "লাহদ" হচ্ছে কবরের একপাশে গর্ত খুড়ে মৃতদেহ রাখা আর "শাক্ক্ব" হচ্ছে কবরের মধ্যখানে গর্ত খুড়ে মৃত দেহ রাখা। যেমনটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে-



লাহাদ ধরনের কবর যার কথা হাদীছে বলা হয়েছে



শাক্ব বা সিন্দুকী কবর যেটা আমাদের সমাজে প্রচলিত

বিশেষ ব্যক্তি যদি জানাযাহ পড়ানঃ আখেরাতের জিন্দেগী ব্যক্তির ঈমান ও কর্মের উপর নির্ভরশীল। তাই ব্যক্তি যদি তার ইমান নষ্ট করে ফেলে তবে কোনো ওলী বা নবী তার জানাযাহ পড়ালে কাজ হবে না। তাই কে কার জানাযাহ পড়াল বা কে কাকে দাফন করল এসব চিন্তা না করে নিজের ইমান ও আমল ঠিক করা দরকার। তবে মৃতব্যক্তি যদি কুফর শিরকে না জড়িয়ে ইমান নষ্ট না করে থাকে তবে মুঅমিনদের দোয়া তাদের কাজে আসতে পারে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(হে নবী!) তাদের (মুনাফিকদের) তরে মাগফিরাত কামনা করা বা না করা তোমার জন্য বরাবর। তুমি (নবী) তাদের জন্য ৭০ বার মাগফিরাত কামনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে। আর (মনে রেখো!) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি সে নিজেকে শুধরে না নেয়)। (তাওবাহঃ ৮০)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর ও শিরক হল ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। ঈমান আনার পর কুফর বা শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আ'মাল ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় আল্লাহর ক্ষমার অযোগ্য চির জাহান্নামী মুনাফিক। তখন তার জন্য নবী দোয়া করলেও আর কাজ হয় না।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনো তার জন্য সালাত (জানাযা, দোয়া) করবে না, তার কবরেও দাড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে। (৯. তাওবাহঃ ৮৪)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিক্বী আসলে কুফরের-ই নামান্তর। মুনাফিকরা মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জানাযা পড়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা হারাম। কেউ করলেও কবুল হবে না। বরং যে তাদের জন্য দোয়া করবে বা তাদের জানাযা পড়বে তার পাপ হবে। সে আল্লাহর অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে।

কবর যিয়ারতঃ যিয়ারত অর্থ দেখা করা, সাক্ষাত করা। কবর যিয়ারত অর্থ কবর দেখতে যাওয়া। আগের অনেক জাতি কবর কেন্দ্রিক শিরকে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থাও তাই। ইসলামের সূচনাতে কবর যিয়ারত

করা তথা যিয়ারতের জন্য কবরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে কিছু উপকারীতার কথা বিবেচনা করে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন বর্ণিত হচ্ছে...

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت « رواه مسلم

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, একদা নবী সাঃ উনার মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। পরে তিনি কাদলেন, পাশে যারা ছিল তারাও কাদল। তিনি বললেনঃ "আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে রাব্বের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি, পরে মায়ের কবর যিয়ারত করতে (কবর দেখতে) অনুমতি চেয়েছি তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ এতে মওতের কথা মনে হবে। (মুসলিম)

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ونهَيْتُكم عنِ النَّبيذِ فاشرَبوا ولا أُحِلُّ مُسكِرًا ونهَيْتُكم عنِ الأَضاحي فكُلو

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণঃ এতে শিক্ষনীয় অনেককিছু রয়েছে। আমি (বিশেষ কিছু পাত্রে) নবীয (শুকনা ফল পানিতে ভিজিয়ে এর শরবত) পান করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে তোমরা তা পান করবে (কারণ পাত্রের কারনে কোনোকিছু হারাম হয় না) তবে (মনে রাখবে) কোনো প্রকার নিশা/মাদক হালাল নয়।
আমি (৩ দিনের পর) কুরবানীর মাংস খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে তোমরা তা (সংরক্ষন করে পরেও) খেতে পারবে"। (মুসলিমঃ ১৯৭৩)

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. رواه مسلم وفي الترمذي (١٠٥٤) فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ উনার পিতা রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর"। (মুসলিম, তিরমিযীঃ ১০৫৪) কারণ এটা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। (এ ছাড়া আরো অনেক হাদীছে কবর যিয়ারতের নানা উপকারের কথা বলা হয়েছে)

عن أنس قال : نهى رسول الله ﷺ فذكر لحوم الأضاحي والأوعية وزيارة القبور ثم قال : وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة فزوروا ولا تقولوا هجرا .

الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: ٤٨٥٤ خلاصة حكم المحدث : صحيح

আনাস রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ আমাদেরকে (৩ দিনের পর) কুরবানীর মাংস খেতে, বিশেষ কিছু পাত্রে নবীয বানাতে আর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর বলেছেনঃ ..আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, পরে বিষয়টি আমার কাছে পরিস্কার হয়েছে (যে এতে শিক্ষনীয় অনেককিছুই আছে) এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ এতে অন্তর কোমল হবে, চুখে পানি আসবে, আখেরাতের কথা স্মরণ হবে, তাই যিয়ারত কর তবে (ওখানে গিয়ে) অন্যায় /অবৈধ /বাজে /বেহুদা কিছু বল না। (সাহীহ আল-জামেঃ' হাদীছটি সাহীহ)

কবর যিয়ারতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ উপরে উল্লেখিত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায়; কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য যিয়ারতকারীর নৈতিক ও মানসিক উপকার। অর্থাৎ আপনি কবর যিয়ারত করবেন আপনার নৈতিক ও মানসিক উপকারের জন্য। আর এ উপকারগুলো হচ্ছে এতে আপনার..

» দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক দুর্বল হবে। (যে কথা হাদীছে উল্লেখ আছে, যে হাদীছ এখানে আনা হয়নি)
» মরনের কথা স্মরণ হবে
» অন্তর কোমল হবে
» আখেরাতের কথা স্মরণ হবে
» চুখ দিয়ে পানি আসবে, ইত্যাদি উপকারের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে আর এসবই যিয়ারতকারীর নিজের উপকার। আর এসব উপকার পেতে হলে কবরে একা যেতে হবে এবং রাতে গিয়ে কিছুক্ষণ নির্জন সময় কাটাতে হবে। যেমনটি করতেন আমাদের প্রিয় রাসূল সা., হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ كلَّما كانت ليلتُها من رسولِ اللَّهِ ﷺ يَخرُجُ في آخرِ اللَّيلِ إلى البقيعِ فيقولُ السَّلامُ عليْكم دارَ قومٍ مؤمِنينَ وإنَّا وَإيَّاكم متواعِدونَ غدًا أو مواكِلونَ وإنَّا إن شاءَ اللَّهُ بِكم لاحقونَ اللَّهمَّ اغفِر لأَهلِ بقيعِ الغرقَدِ

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : ٢٠٣٨ خلاصة حكم المحدث : صحيح

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, যখন উনার বাটের রাত আসত (অর্থাৎ রাসূল সাঃ যে রাতে উনার কাছে থাকতেন) শেষ রাতে তিনি বাকী' (নামক কবরস্থানে) চলে যেতেন, সেখানে গিয়ে তিনি বলতেনঃ "আস-সালামু আলাইকুম, হে এ আবাসনের মুঅমিনগণ! তোমরা আর আমরা একই পথের যাত্রী, কেউ আগে আর কেউ

পরে, ইন শা-আল্লাহ! আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি, হে আল্লাহ! বাক্বী' কবরস্থানের বাসিন্দাদের মাফ করে দাও"। (নাসায়ীঃ আলবানীর তাহক্বীক্ব মতেও হাদীছটি সাহীহ)

عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ أنَّ عائشةَ أقبلتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ فقلتُ لها يا أمَّ المؤمنينَ من أينَ أقبلتِ قالت من قبرِ أخي عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ فقلتُ لها أليسَ كان رسولُ اللهِ ﷺ نهَى عن زيارةِ القبورِ قالت نعم ثم أَمَرَ بزيارَتِهَا

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : ٢٣٤/٣
خلاصة حكم المحدث : صحيح

(তাবেয়ী) আব্দুল্লাহ বিন আবু-মুলাইকাহ রাহিঃ বলেনঃ একদা আ'ইশাহ রাঃ কবরস্থান থেকে ফিরে এলে আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আম্মাজান! আপনি কোথা থেকে ফিরছেন? তিনি বললেনঃ আমার ভাই আব্দুর রহমানের কবর থেকে। আমি বললামঃ রাসূল সাঃ কী কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেনঃ করেছিলেন, পরে যিয়ারত করতে বলেছেন। (ইরওয়াউ-ল-গালীলঃ আলবানীর তাহক্বীক্ব মতেও হাদীছটি সাহীহ) উল্লেখ্যে হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ কবর যিয়ারতের অনুমোদনে নারীরাও শামিল।

কবর যিয়ারতে গিয়ে কী বলতে হবেঃ আসলে কবর যিয়ারতের যে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা হাসিলের জন্য রাতে নির্জনে একা গিয়ে বসে থাকা এবং নিজের মৃত্য, আখিরাত, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাবাই যথেষ্ট। তথাপিও গিয়েছেন হিসেবে কবরবাসীকে সালাম করতে পারেন বা তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে পারেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يخرج إلى البقيع فيقول : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. رواه مسلم (٤٧٩)

আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ (শেষ রাতে) বাকী' (নামক কবরস্থানে) যেতেন, সেখানে গিয়ে বলতেনঃ "আস-সালামু আলাইকুম, হে এ আবাসনের মুঅমিনগণ! (মৃত্যুর) যে ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের কাছে তা এসে গেছে, আর (আমরা) আগামীর জন্য অপেক্ষমান, ইন শা-আল্লাহ! আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি, হে আল্লাহ! বাক্বী' কবরস্থানের বাসিন্দাদের মাফ করে দাও"। (মুসলিমঃ ৯৭৪)

হাদীছ পর্যালোচনাঃ লক্ষনীয় বিষয় হল রাসূল সা.

» রাতে কবরে যেতেন
» একা কবরে যেতে
» কবরবাসীকে সালাম করতেন
» নিজের মৃত্যু ও আখেরাত স্মরন করতেন
» সাদামাটাভাবে কবরবাসীর জন্য মাগফিরাত কামনা করতেন।

এখানে যা ছিল না..

» দলবেধে কবরে যাওয়া
» এই দোয়া এতোবার বা ঐ সূরা এতোবার পাঠ করা
» সম্মিলিত মোনাজাত করা

আজকাল আমাদের সমাজ যা করছে..

» ভাড়া করে হুজুর নিয়ে যাওয়া
» দলবেধে কবরে যাওয়া
» জুমার দিন, ঈদের দিন, শবে বরাত ইত্যাদি দিবসে কবর যিয়ারিতের উতসব করা
» কবর যিয়ারতে গিয়ে আজেবাজে ও বেহুদা কথা বলা
» কবর যিয়ারতের জন্য বিশেষ নিয়ম বানিয়ে এটা, ওটা, এতোবার করে পাঠ করা, ইত্যাদি আরো কতকিছু।

মহিলাদের কবর যিয়ারতঃ মহিলারা কবরে যেতে পারবে কী না, এ নিয়ে উলামাদের মাঝে দুটি মত পাওয়া যায়। একমতে যেতে পারবে আর একমতে পারবে না। যারা বলেন পারবে না, দলীল হিসেবে উনারা একটি হাদীছ উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে "রাসূল সাঃ কবর যিয়ারতকারী নারীকে লা'নত করেছেন"।

আর যারা নারীদের জন্য কবরে যাওয়া বৈধ মনে করেন, উনাদারা বলেনঃ প্রথম অবস্থায় সবার জন্যই নিষিদ্ধ ছিল পরে যখন অনুমতি দেওয়া হয় তখন বিশেষ করে শুধু পুরুষকে দেওয়া হয়নি এতে বুঝা যায় নারীরাও এ অনুমোদনে শামিল যেভাবে ইসলামের সকল বিধানে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শামিল থাকে যদি কাউকে বিশেষ করা না হয়। আর এ কথার সত্যায়নে কিছু হাদীছও পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عائشةَ أقبلتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ فقلتُ لها يا أمَّ المؤمنينَ من أينَ أقبلتِ قالت من قبرِ أخي عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ فقلتُ لها أليسَ كان رسولُ اللهِ ﷺ نهَى عن زيارةِ القبورِ قالت نعم ثم أَمَرَ بزيارَتِهَا

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : ٢٣٤/٣
خلاصة حكم المحدث : صحيح

(তাবেয়ী) আব্দুল্লাহ বিন আবু-মুলাইকাহ বলেনঃ একদা আ'ইশাহ (রাঃ)-কে কবর থেকে ফিরতে দেখে আমি বললামঃ আম্মাজান! আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেনঃ আমার ভাই আব্দুর রহমানের কবর থেকে। আমি বললামঃ রাসূল সাঃ কী কবরে যেতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেনঃ করেছিলেন, পরে যিয়ারত করতে বলেছেন। (ইরওয়াউ-ল-গালীল, আলবানীর তাহক্বীক্ব মতেও হাদীছটি সাহীহ) উল্লেখ্যে হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ কবর যিয়ারতের অনুমোদনে নারীরাও শামিল।

ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر قال:قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين.

এক বর্ণনায় এসেছে, আ'ইশাহ রাঃ একদা জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবর যিয়ারতকালে আমি কী বলব? রাসূল সাঃ বললেনঃ তুমি বলবে "হে কবরবাসী মুঅমিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম, আমাদের যারা ইতোমধ্যে কবরে চলে গেছে আর যারা পরে যাবে আল্লাহ সবাইকে দয়া করুক"। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণ :

قد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة قال رسول الله ﷺ لعن الله زوارات القبور. صححه الألباني...

وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي ﷺ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالاخرة. رواه مسلم عن بريدة، ...

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه. إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله

নারীদের কবর যিয়ারত নিয়ে উলামাদের মাঝে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। যেমন..

» অধিকাংশ আলীমের মতে নারীদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরূহ (মানে বৈধ তবে উত্তম নয়) উনাদের দলীল ওই সাহীহ হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে "রাসূল সাঃ কবর যিয়ারতকারী নারীদেরকে লা'নত করেছেন"।

» হানাফীদের (থেকে এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। এরমাঝে) সঠিক মত হচ্ছেঃ নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে যাওয়া বৈধ যেমন পুরুষদের জন্য বৈধ। উনাদের দলীল নবী সাঃ থেকে বর্ণিত সাহীহ হাদীছ "কবর যিয়ারতে যেতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে (এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল) তোমরা কবর যিয়ারতে যাও কারণ এতে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়"

» ইমাম আহমদের মতেও নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে যাওয়া মাকরূহ নয়। ইবনু কুদামাহ উনার এ মাযহাব বর্ণনা করেছেন।

» ইমাম শাফিয়ী' থেকে একই মত পাওয়া যায়। আল-বাহর নামক কিতাবে (আল্লামা) রাওইয়ানী ইমাম শাফিয়ী'-র এ মাযহাব বর্ণনা করে এটাকে সাহীহ বলেছেন।

» "মাকরূহ না হওয়ার অভিমতই রাজিহ' (অধিক গ্রহনযোগ্য) ইন শা-আল্লাহ। (সূত্রঃ islamweb.net 19 igRvbt 1425, 1-11-2004)

কবর যিয়ারতের শর্তঃ কবর যিয়ারত বৈধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত রয়েছে আর তা হলঃ এ জন্য যেন সফর করা না হয়। কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

ويشترط لجواز زيارة القبور ألا يسافر إليها لقوله ﷺ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সাহীহ হাদীছ রয়েছে যেখানে রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (ধর্মীয়ভাবে ছাওয়াবের কাজ মনে করে) "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো (মসজিদ, স্থান বা স্থাপনার) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। (আর এ তিনটি মসজিদ হচ্ছে) মাসজিদ হারাম, আমার এ মাসজিদ (মানে মসজিদ নববী) আর মসজিদ আকসা" সুতরাং ধর্মীয় কাজ বা ছাওয়াবের কাজ মনে করে কোনো পীর, ওলী বা নবীর কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা যাবে না। তবে হা! কোনো কাজে বা আনন্দ-ভ্রমনে তথা পর্যটক হিসেবে সেখানে চলে গেলে কবর যিয়ারত করা দূষের নয়। কারণ আনন্দ-ভ্রমন, শিক্ষা সফর বা পর্যটক হিসেবে ভ্রমন করা দূষের নয়।

কবরে কাদাঃ কবরে চুখের পানি ফেলা যাবে কিন্তু শব্দ করে বা বিলাপ করে কাদা যাবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ فقال: اتَّقِي اللهَ واصْبِرِي أخرجه البخاري (١٢٨٣) ومسلم (٩٢٦)

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, একদা পথ অতিক্রমকালে নবী সাঃ দেখলেন এক মহিলা কবরের পাশে কাদছে। তিনি বললেনঃ "আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর সবর কর"। (বুখারীঃ ১২৮৩, মুসলিমঃ ৯২৬)

অনুচ্ছেদঃ ২৮. কিয়ামু-ল-লাইল/তারাবীহ



ক্বিয়ামু-ল-লাইল পরিচিতিঃ "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" শব্দের অর্থ রাতে দাড়ানো। রাসূল সাঃ এবং সাহাবাগণ রাতে ঘুম থেকে জেগে নফল ইবাদাত করতেন, বিশেষ করে নফল সালাত আদায় করতেন। উনাদের এসব নফল ইবাদাত এবং সালাত আদায়কে "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" বলা হত। আমাদের সমাজে প্রচলিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সবই তখনকার ক্বিয়ামু-ল-লাইল।

ক্বিয়ামু-ল-লাইল শুধু রামাদ্বানের বৈশিষ্ট নয়। রাসূল সাঃ এবং সাহাবাগণ সারা বছরই (যার যতটুকু খুশী ব্যক্তিগতভাবে) ক্বিয়ামু-ল-লাইল করতেন। যে রাতে যার যতটুকু খুশী জেগে সালাত আদায় করতেন। এ জন্য লোক জমায়েত হত না বা জামায়াতের ব্যবস্থা করা হত না। রামাদ্বান বা রামাদ্বান ছাড়া কোনো সময়েই ক্বিয়ামু-ল-লাইলের জন্য সালাতের সংখ্যা বা সময়ের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। রাসূল সাঃ রামাদ্বান এবং রামাদ্বান ছাড়া অন্য সকল মাসে সমপরিমাণে সালাত আদায় করতেন। রামাদ্বান উপলক্ষে তিনি সালাতের রাকায়াত বাড়াতেন না। বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (٣٥٦٩)ومسلم (٧٣٨)عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

আবু-সালামাহ বিন আব্দুর রাহমান একদা আ'ইশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ রামাদ্বান মাসে রাসূল সাঃ এর সালাত কেমন ছিল? আ'ইশাহ রাঃ বললেনঃ রামাদ্বান ও রামাদ্বান ছাড়া অন্য সময়েও রাসূল সাঃ ১১ রাকায়াতের চেয়ে বাড়াতেন না। (প্রথমে) ৪ রাকায়াত পড়তেন, এ ৪ রাকায়াত এতো সুন্দর ও সুদীর্ঘ হত যে এ সম্পর্কে বলার অবকাশ রাখে না। অতঃপর আরো ৪ রাকায়াত পড়তেন, এ ৪ রাকায়াত এতো সুন্দর ও সুদীর্ঘ হত যে এ সম্পর্কেও বলার অবকাশ রাখে না। তারপর (একটু আরাম করতেন এবং) ৩ রাকায়াত (বিতির) পড়তেন। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিতিরের আগে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন! তিনি বললেনঃ আমার চুখ ঘুমায় তবে অন্তর ঘুমায় না। (বুখারীঃ ৩৫৬৯, মুসলিমঃ ৭৩৮)

পর্যালোচনাঃ উল্লেখিত হাদীছ থেকে জানা যায় রাসূল সাঃ রামাদ্বান এবং রামাদ্বান ছাড়া অন্য মাসেও তথা সারা বছরই ক্বিয়ামু-ল-লাইল হিসেবে সর্বোচ্চ **১১** রাকায়াত সালাত আদায় করতেন। এরমাঝে ৮ রাকায়াত নফল আর ৩ রাকায়াত বিতির।

বর্তমানে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এ হাদীছ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তারাবীহ ৮ রাকায়াত। আসলে এ হাদীছ দ্বারা এমন কথা প্রমান হয় না। কারণ এখানে রামাদ্বান ও রামাদ্বান ছাড়া অন্য মাসের কথাও বলা হয়েছে। আর তারাবীহ শুধু রামাদ্বান মাসে হয়, অন্য মাসে নয়।

বিঃ দ্রঃ = রাসূল সাঃ সারা বছর ক্বিয়ামু-ল-লাইল করলেও রামাদ্বান মাসের ক্বিয়ামু-ল-লাইলে (রাকায়াত না বাড়িয়ে) সালাতকে অনেক বেশী সুন্দর ও সুদীর্ঘ করে পড়তেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يَجْتَهِدُ في رمضان ما لا يَجْتَهِدُ في غيره وفي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منه ما لا يَجْتَهِدُ في غيره.

আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ রামাদ্বানে (ক্বিয়ামু-ল-লাইলে) এতো বেশী মেহনত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না আর রামাদ্বানের শেষ দশকে এতো বেশী মেহনত করতেন যে প্রচেষ্টা অন্য সময়ে করতেন না। (মুসলিম)

ক্বিয়ামু-ল-লাইলে জামায়াতঃ রাসূল সাঃ এর ঘরে ড্রয়িং রোম বা অতিরিক্ত কক্ষ ছিল না, শুধু উনার একেকজন স্ত্রীর জন্য একেকটি বেড রোম ছিল আর এ সকল রোমের একটিমাত্র দরজা ছিল যা মসজিদের ভিতর দিয়ে খোলত। তাই রাসূল সাঃ রাতে নফল সালাতের জন্য মাঝে মাঝে মসজিদে চলে আসতেন। নবী সাঃ এর মসজিদে অনেক সাহাবাগণ বসবাস করতেন যাদেরকে আসহাবে সুফফাহ বা সুফফাবাসী বলা হয়।

একদা রামাদ্বানের রাতে রাসূল সাঃ মসজিদে একাকী সালাতরত ছিলেন। রাসূল সা.কে সালাতরত দেখে কয়েকজন সাহাবী এসে উনার পিছনে দাঁড়িয়ে যান, এভাবে জামায়াত তৈরি হয়ে যায়। এ খবর জানতে পেরে পরদিন আরো কিছুলোক এসে জামায়াতে শরীক হন। আর এ সংবাদ ছড়িয়ে পরলে ৩য় দিন/৪র্থ দিন অনেক লোক এসে মসজিদে জড় হন কিন্তু রাসূল সাঃ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেননি। বর্ণিত হচ্ছে..

ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت صلى النبي ﷺ في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.

আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, তখন কিছু মানুষ এসে উনার সালাতে শরীক হয়ে যায়। পরদিনও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আরো বেশী লোক এসে তার সালাতে শরীক হল। অতঃপর ৩য় বা ৪র্থ রাতে অনেক লোক (মসজিদে) জড় হল কিন্তু রাসূল সাঃ (ঘর থেকে) বের হলেন না। সকালে তিনি বললেনঃ (গতরাতে) তোমরা যা করেছো আমি দেখেছি। কিন্তু আমি বের হয়ে আসিনি, আমি আশঙ্কা করেছি তোমাদের উপর না ফরজ হয়ে যায়। আর এটা ছিল রামাদ্বান মাস। (মুসলিম)
সাহাবাগণ ঘরে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে জামায়াত করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু লোক মসজিদে এসেও একা একা সালাত পড়তেন। পরে উমর রা.র খিলাফাতকালে একদা রাতে বেড়াতে এসে তিনি দেখেন লোকজন মসজিদে একা একা ক্বিয়ামু-ল-লাইল করছে। তিনি তাদেরকে একজন ইমামের পিছনে জড় করে দেন।

خَرَجْتُ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه لَيْلَةً في رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ويُصَلِّي الرَّجُلُ فيُصَلِّي بصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إنِّي أَرَى لو جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ علَى قَارِئٍ واحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمعهُمْ علَى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ معهُ لَيْلَةً أُخْرَى والنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ البِدْعَةُ هذِه والَّتي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتي يَقُومُونَ يُرِيدُ اٰخِرَ اللَّيْلِ وكانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

الراوي : عبدالرحمن بن عبد القاري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري

(প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল ক্বারী বলেনঃ (উ'মর রা.র খিলাফাতকালে) একদা রামাদ্বানের রাতে আমি উ'মর রা.র সাথে বের হয়ে মসজিদে (নববীতে) আসলাম। দেখলাম লোকজন বিচ্ছিন্ন, কেউ একা সালাত আদায় করছে, কারো সাথে কয়েকজন শরীক হয়েছে (ছোট ছোট জামায়াত হয়ে গেছে।)
তখন উ'মর বললেনঃ আমি যদি এদেরকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্রিত করে দেই তবে মনে হয় ভালো হবে। অতঃপর তিনি তাই করলেন। সবাইকে উবাই বিন কায়াবের পিছনে একত্রিত করে দিলেন। (তখন থেকে জামায়াতে ক্বিয়ামু-ল-লাইলের প্রচলন হয়ে গেল।) অতঃপর আরেক রাতে আমি উ'মর রা.র সঙ্গে বের হলাম। লোকজন তখন তাদের ক্বারীর পিছনে সালাত আদায় করছিল। (এমন দৃশ্য দেখে) উ'মার রাঃ বললেনঃ কত সুন্দর বিদয়া'ত এটি। তবে যারা (এ সালাতে শামিল না হয়ে) ঘুমিয়ে আছে (এবং শেষরাতে সালাত করবে) তারা এদের চেয়ে উত্তম যারা এখানে সালাত আদায় করছে। লোকজন সাধারণত রাতের প্রথম দিকে সালাত আদায় করত। (বুখারী)

কিন্তু কয়েকদিন সালাত আদাতের পর ওই ইমাম সাহেব আর আসেননি। পরে লোকজন নিজেদের ইমাম ঠিক করে সালাত অব্যাহত রাখেন। আর এরপর থেকে ক্বিয়ামু-ল-লাইলে ব্যাপকভাবে জামায়াতের প্রচলন শুরু হয়। আর পরবর্তীতে রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের সমাজের পরিভাষা "ক্বিয়ামু-ল-লাইল" থেকে সরে এসে রামাদ্বানের সালাতকে তারাবীহ নামে নতুন নামকরণ করা হয়।

তারাবীহ পরিচিতিঃ আমাদের সমাজে রামাদ্বান মাসে ইশা সালাতের পর অতিরিক্ত কিছু সালাত আদায় করা হয়। এ সালাত আমাদের কাছে তারাবীহ নামে খ্যাত। তারাবীহ শব্দের অর্থ বিশ্রাম করা। রামাদ্বানের এ সালাতে প্রতি ৪ রাকায়াত পর পর বিশ্রাম নেওয়া হয় বিধায় এ সালাত তারাবীহ নামে খ্যাত হয়ে যায়।

তারাবীহ সালাতের ইতিকথাঃ তারাবীহ নামে কোনো সালাতের কথা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখ নেই। রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের সমাজে ক্বিয়ামু-ল-লাইল নামে প্রচলিত সালাতই পরবর্তীতে রামাদ্বান মাসে তারাবীহ নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

ক্বিয়ামু-ল-লাইল বা তারাবীহর রাকায়াতঃ ক্বিয়ামু-ল-লাইল বা তারাবীহ আসলে তাত্বাওয়্যু' তথা ঐচ্ছিক সালাত। আর ফরজ ছাড়া অন্য কোনো সালাতের জন্য রাকায়াত নির্ধারণ করা বা দাওয়াত দিয়ে লোক সমাগম করা উচিৎ নয়। যে যামানায় ক্বিয়ামু-ল-লাইল ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে সে যামানায়ও এর রাকায়াত নির্ধারিত ছিল না। বরং প্রতিটি মসজিদের স্থানীয় ইমামগণ উনাদের পছন্দমত রাকায়াতের সংখ্যা ঠিক করতেন। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিঃ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহু-ল-বারী"তে দলীল প্রমাণসহ কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন..

আর তা হলঃ কোনো কোনো মসজিদে পড়া হত..

৩ রাকায়াত বিতিরসহ ১১ রাকায়াত
৩ রাকায়াত বিতিরসহ ১৩ রাকায়াত
৩ রাকায়াত বিতিরসহ ২১ রাকায়াত
৩ রাকায়াত বিতিরসহ ২৩ রাকায়াত
৩ রাকায়াত বিতিরসহ ৩৯ রাকায়াত
৩ রাকায়াত বিতিরসহ ৪১ রাকায়াত
৩ রাকায়াত বিতিরসহ ৪৯ রাকায়াত

(এভাবেই একেক মসজিদে একেক ভাবে সংখ্যা ঠিক করা হত)

أحصى الحافظ ابن حجر في الفتح الأقوال في ذلك مع ذكر الأدلة، وهي:

إحدى عشرة ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.

ثلاث عشرة ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.

إحدى وعشرون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.

ثلاث وعشرون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات

تسع وثلاثون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.

إحدى وأربعون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.

تسع وأربعون ركعة مع الوتر بثلاث ركعات.

আমাদের করনীয়ঃ আসলে আমাদের উচিৎ নবী যুগের পরিভাষা ক্বিয়ামু-ল-লাইলে ফিরে যাওয়া এবং এর রাকায়াত নিয়ে দলাদলি ও জামায়াত নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি বাদ দিয়ে বিষয়টিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ

» যারা ৮ রাকায়াত পড়ে তাদেরকে ৮ রাকায়াত পড়তে দেওয়া
» যারা ২০ রাকায়াত পড়ে তাদেরকে ২০ রাকায়াত পড়তে দেওয়া
» যারা এরচেয়েও কম বা বেশী পড়তে চায় তাদেরকে তা করতে দেওয়া
» যেহেতু এটা তাত্বাওয়্যু' তথা ঐচ্ছিক সালাত তাই কাউ কারো উপর নিজের মতামতকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা না করা
» কেউ না পড়লে তাকে মন্দ ভাবে না দেখা
» আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মুসলিম ভাতৃত্ববোধ এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ তথা আবশ্যিক বিষয় আর তারাবীহ হচ্ছে তাত্বাওয়্যু' তথা ঐচ্ছিক বিষয়।

হুঁশিয়ারিঃ আমাদের সমাজে আবার ক্বিয়ামু-ল-লাইল শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছে, সমাজে ইসলামী সংগঠন নামে পরিচিত কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন রামাদ্বান মাসে মাঝে মাঝে ক্বিয়ামু-ল-লাইল নামে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। তবে নাম এক হলেও এ ক্বিয়ামু-ল-লাইল আর সে ক্বিয়ামু-ল-লাইলের মাঝে তফাত অনেক। রাসূল সাঃ ও সাহাবা যুগের ক্বিয়ামু-ল-লাইল ছিল সারা বছর ব্যাপি নফল সালাত আদায়ের একটি সাভাবিক প্রক্রিয়া আর ইনাদের ক্বিয়ামু-ল-লাইল হচ্ছে রামাদ্বান মাসে সাংগঠনিক কার্যকলাপকে আরো মজবুত করার জন্য একটি দলীয় প্রক্রিয়া।